বাঙ্গলার প্রতাপ

শচীন সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

'বাঙ্গলার প্রতাপ' মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবন-নাট্যরূপে আমি গড়ে তুলতে চাইনি। সেই কারণে তাঁর জীবনের পরিণতি পর্য্যন্ত আমি নাটককে টেনে নিইনি ; মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবনের সবচেয়ে নাটকীয় ঘটনাও, খুল্লতাত বসন্তরায়ের হত্যা, আমি নাটকের অংশ করে নিইনি। শুধু সেই ঘটনাটি অবলম্বন করেই চমৎকার একখানি মনস্তত্ত্বমূলক নাটক লেখা চলে।

কিন্তু আমি 'প্রতাপাদিত্য' লিখিনি, 'বাঙ্গলার প্রতাপ' লিখিচি। তার অর্থ, নাটকে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ওপর আমি তত জোর দিতে চাইনি, যত জোর দিতে চেয়েচি প্রতাপকে অবলম্বন করে বাঙ্গলায় বিদেশীদের উপদ্রব নিবারণ করবার যে প্রয়াস একদা রূপ পরিগ্রহ করেছিল, তারই ওপর। সেই কারণে মুঘলের সঙ্গে সংঘর্ষ পর্য্যন্তও আমি অগ্রসর হইনি।

মঘ ও ফিরিঙ্গিরা এককালে দক্ষিণ বঙ্গে যে উপদ্রব করত, তা বাঙ্গলার পক্ষে অনেক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠেছিল। তার ফলে জনবহুল সুন্দরবনই যে কেবল জনশূন্য হয়েছিল তা নয়, বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজের ক্ষয় ও ক্ষতিও হয়েছিল অনেক। আজ যে বাঙ্গলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী, তার একটা বড় কারণ হচ্ছে মঘ ও ফিরিঙ্গিদের উপদ্রব। বাঙ্গলার হিন্দুরা তখন উপদ্রব নিবারণ করতে পারেনি, কিন্তু আত্ম-সঙ্কোচ করে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছে ; অর্থাৎ মঘ ও ফিরিঙ্গির স্পর্শদোষ বিচার করে সমাজের অসহায় লোকদিগকে বর্জ্জন করেচে। তারাই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেচে। শুধু তাই নয়, আরাকানি মঘদের সহায়তায় ফিরিঙ্গি-পর্ত্তুগীজরা যে বিরাট দাস-ব্যবসায় গড়ে তুলেছিল, তার ফলে বহু বাঙ্গালীনর-নারী দাস-দাসীরূপে জাভায় সুমাত্রায় মরিসাসে স্থানান্তরিত হয়েছে। বাঙ্গালীর জীবনের এই অধ্যায় আজ প্রায় বিস্মৃতির গর্ভে। কিন্তু বাঙ্গলার আজকার রাজনীতিক ও সামাজিক

রূপের জন্ম সেদিনকার সেই ইতিহাসই দায়ী। আজ যখন সমাজকে এবং রাষ্ট্রকে নতুন করে গড়ে তোলবার প্রযোজন হযেচে এবং আযোজনও হচ্চে, তখন সেদিনকার ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণ করা ভালো মনে করেই পর্ত্তুগীজ ও মঘের উপদ্রবকে ফলিযে ধরা প্রযোজন মনে করিচি।

আর একটি বিষয় সকলের মনে আমি জাগিযে রাখতে চাই, তা হচ্ছে এই যে বাঙ্গলা কখনো সমগ্রভাবে পরবশতা মেনে নেয নাই। বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর তরুণরা যুগে যুগে বাঙ্গলার স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, সূর্য্যকান্ত গুহ, সুন্দর মল্ল (বন্দ্যো) এই শ্রেণীর তরুণদের দৃষ্টান্ত। তাঁরা মঘ ও পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের উপদ্রব থেকে বাঙ্গলাকে মুক্ত করবার জন্ম যুবরাজ প্রতাপাদিত্যকে অবলম্বন করে যে সংগ্রাম করেছিলেন, তারই পরিচযকে আমি 'বাঙ্গলার প্রতাপ' বলে বোঝাতে চেযেচি। যাঁদের নাম করলাম, তাঁরা সকলে শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে থাকতে পারেন নি। কেন পারেন নি, তা দেখাতে পারতাম, যদি প্রতাপাদিত্যের পরাজয় পর্য্যন্ত নাটককে টেনে নিতাম। কিন্তু আজকার দিনে পরাজযের কথা, বিফলতার কথা আমি প্রচার করতে চাই না। তাই পর্ত্তুগীজদের যেখানে প্রতাপ যশোর থেকে তাড়িযে দিলেন, সেইখানে আমি নাটক শেষ করিচি।

রঙমহলের কর্ত্তৃপক্ষ নাটকখানিকে স্বরূপ দেবার জন্ম শ্রম ও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নি। শ্রীযুক্ত প্রভাত সিংহের কর্ম্মকুশলতায সুষ্ঠু প্রযোজনায় সম্ভব হযেচে। শ্রীযুক্ত নলিনী সরকার রচিত গান ও শ্রীমান সুকৃতি সেন সুর নাটকখানির সম্পদ। অভিনেতৃদের প্রয়াস ও সাফল্যের হেতু। সবারই শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ইতি

১৫ই আগষ্ট
১৯৪৭

শচীন সেনগুপ্ত

যন্ত্রাসঙ্ঘ

সঙ্গীতশিক্ষক ও হারমোনিয়ম	...	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
ঐ সহকারি	...	শ্রীকানাইলাল দাস
বেহালা	...	শ্রীবিজয় দে ও
	...	শ্রীকুমার গোপেন্দ্রনারায়ণ
ট্রাম্পেট্	...	শ্রীবৃন্দাবন দে
বাঁশের বাঁশী	...	শ্রীবংশীধর রায়
ক্লারিওনেট্	...	শ্রীশরদিন্দু ঘোষ (ত্রিগুণ)
চেলো	...	শ্রীক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
পিয়ানো	...	শ্রীসুধীর দাস (ভণ্ডুল)
তব্‌লা	...	শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস
ঐ সহকারি	...	শ্রীকমল গোস্বামী

সংগঠনে

স্বত্বাধিকারী	...	শ্রীশরৎ চট্টোপাধ্যায়
মঞ্চশিল্পী	...	শ্রীমণীন্দ্র দাস
গীতিকার	...	শ্রীনলিনী সরকার
সুরশিল্পী	...	শ্রীসুকৃতি সেন
নৃত্যশিক্ষক	...	মিঃ পিটার গোমেশ
সঙ্গীত শিক্ষক	...	শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়
মঞ্চাধ্যক্ষ	...	শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়
তন্ত্রধার	...	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমণিমোহন চট্টোপাধ্যায়
ব্যবস্থাপনা	...	শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়
রূপসজ্জা :	...	শ্রীনৃপেন রায় শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় সেখ বেচু
আলোকসম্পাত :	...	শ্রীসুশীল দে শ্রীশ্যামাপদ কর শ্রীজলধর নান শ্রীনলিনী মুখোপাধ্যায়
আহার্য্য সংগ্রাহক।	...	শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতৃগণ

কার্ভালো	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
কোয়েলহো	...	বিজয়কার্ত্তিক দাস
রডা	...	ভানু চট্টোপাধ্যায়
পেড্রো	...	গোপাল নন্দী
ফার্ণাণ্ডেজ	...	প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায়
বসন্তরায়	...	শরৎ চট্টোপাধ্যায়
প্রতাপরায়	...	মিহির ভট্টাচার্য্য
সনাতন	...	প্রভাত সিংহ
রুদ্রনারায়ণ	...	সন্তোষ সিংহ
মানরাজ গিরি	...	রবি রায়
সিনাবাদী	...	সন্তোষ সিংহ
পৃথ্বীরাজ	...	তারা ভট্টাচার্য্য
শঙ্কর	...	ভূপেন চক্রবর্ত্তী
সুন্দর	...	কার্ত্তিক সরকার
সূর্য্যকান্ত	...	ফাল্গুনী ভট্টাচার্য্য
গোবিন্দ রায়	...	সাধন লাহিড়ী
সত্যবান	...	বেচু সিংহ
মাণিক্য রায়	...	সন্তোষ দাস
চন্দ্রচুড়	...	অমূল্য হালদার
শক্তিপদ	...	ষষ্ঠী দে
কেশব	...	তুলসী পাল
ভজনরাম	...	গুপী দে
পূজারী	...	উমাপদ দাস
পুরোহিতদ্বয়	...	বিজয় মুখার্জ্জী গোপাল নন্দী

বিজয়নারায়ণ	...	দীনেশ গাঙ্গুলী
পর্ত্তুগীজ নাবিকগণ	...	সাধন লাহিড়ী
		কমল দত্ত
		অজিত মুখার্জ্জী
		সনৎ ঘোষ
		বিশ্বনাথ সোম
		শিবনাথ চক্রবর্ত্তী
বরকর্ত্তা	...	হরেকৃষ্ণ সেন
বরযাত্রীগণ	...	কানু চক্রবর্ত্তী
		বিষ্ণু মুখার্জ্জী
		কৃষ্ণ মুখার্জ্জী
		প্রভাত দাস
		মণীন্দ্র বোস
		দিনেশ গাঙ্গুলী
পাইকদ্বয়	...	অজিত মুখার্জ্জী
		শিবনাথ চক্রবর্ত্তী
মগ প্রতিহারী	...	অজিত মুখার্জ্জী
	...	রাণীবালা
করুণাময়ী	...	বেলারাণী
কাদম্বিনী	...	বন্দনা দেবী
পার্ব্বতী	...	রমা দেবী
পুরনারীগণ, মগনর্ত্তকীগণ ও মণিপুরী-নর্ত্তকীগণ		শিবানী, স্নেহ, রমা, গীতা, সান্ত্বনা, পটলমণি, আশা, সুমিত্রা, সুধা, গৌরী ও শেফালী ইত্যাদি।

নবকুমার

বাঙ্গলার প্রতাপ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সুন্দরবনের এক জমিদার রুদ্রনারায়ণের বাড়ীতে বিবাহের আসর। রুদ্রনারায়ণের কন্যা পার্ব্বতীর বিবাহ। আসরে বাংলার ছোট বড় বহু জমিদার উপস্থিত। অন্তঃপুরের দিকে অভ্যাগতারা এবং পুরনারীরা উপবিষ্টা। রুদ্রনারায়ণ কন্যা সম্প্রদান করিতে বসিয়াছেন। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। রুদ্রনারায়ণ পার্ব্বতীর করপল্লব বর সত্যবানের হাতে স্থাপন করিতে যাইবেন এমন সময় কেশব মল্ল হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ করিল।

কেশব। মহারাজ! মহারাজ! সর্ব্বনাশ!

রুদ্রনারায়ণ কন্যার হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন :

রুদ্রনারায়ণ। কি খবর কেশব?

কেশব। ফিরিঙ্গি কোয়েল্‌হো!

রুদ্রনারায়ণ। কোথায়?

কেশব। ময়নামতীর বাঁকে।

রুদ্রনারায়ণ। সঙ্গে কত লোক?

কেশব। শ' তিনেক হবে মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। আমাদের পাইক?

কেশব। তারা মহড়া নিয়েচে।

রুদ্রনারায়ণ। ফিরিঙ্গিরা যেন না বাঁক পেরিয়ে আসতে পারে।

কেশব। আমরা বেঁচে থাকতে পারবে না মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। তুমি আরো পাইক নিয়ে যাও। কন্যা সম্প্রদান করবার পর আমি তোমাদের সঙ্গে যোগ দোব।

কেশব। যে আজ্ঞে মহারাজ।

কেশব চলিয়া গেল

রুদ্রনারায়ণ। পূজ্য অতিথিগণ, আপনারা সবই শুনলেন। ফিরিঙ্গি কার্ভেলোর অনুচর কোয়াল্গো আমার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সহস্র সুবর্ণমুদ্রা চেয়ে পাঠিয়েছিল। আমি তা দিতে অসম্মত হওয়ায় সে লুঠ করতে এগিয়ে আসচে। আপনারা প্রস্তুত হোন্

বৃদ্ধ চন্দ্রকিশোর উঠিয়া দাঁড়াইলেন

চন্দ্রকিশোর। ফিরিঙ্গিদের আক্রমণ নিশ্চিত জেনেও তুমি আমাদের আমন্ত্রণ করে কেন বিপদে ফেল্লে, তাই জানতে চাই।

মাণিক্য রায় উঠিয়া দাঁড়াইল

মাণিক্য রায়। কন্যার বিবাহ তাহলে একটা ছলনা মাত্র?

রুদ্রনারায়ণ। ছলনা!

মাণিক্য রায়। রুদ্রনারায়ণ একা ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না জেনে আমাদের এই বিবাহ উপলক্ষ করে আমন্ত্রণ করেচেন। উনি জানতেন আমরা সপরিবারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসব আর জান মান বাঁচাবার জন্য ওঁর হয়ে আমরা অস্ত্রধারণ করতেও বাধ্য হব।

রুদ্রনারায়ণ। আপনারা বিশ্বাস করুন, আগে এই বিপদের আভাস পেলে আমি আপনাদের আমন্ত্রণ করতাম না। উদ্ধত ফিরিঙ্গি আজই প্রভাতে তার দাবী জানিয়েচে।

চন্দ্রকিশোর। প্রভাতেই যদি তা প্রকাশ করতে, তাহলে আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে আমরা কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারতাম।

মাণিক্য রায়। আমরা ধারণাও করতে পারিনি আপনি আমাদের এই সর্ব্বনাশের আয়োজন করেচেন।

শক্তিপদ। চলুন সমাজপতিগণ, এই মুহূর্ত্তেই আমরা আমাদের স্ত্রী-কন্যাদের নিয়ে এই স্থান ত্যাগ করি।

চন্দ্রকিশোর। তোমার দম্ভ নিয়ে তুমি উৎসন্ন যাও, কিন্তু আমরা কেন তোমার জন্যে মান-প্রাণ ফিরিঙ্গিদের হাতে তুলে দোব?

রুদ্রনারায়ণ। আমিও তাই বলি, আমরা এই উদ্ধত ফিরিঙ্গিদের সমুচিত শাস্তির ব্যবস্থা করি।

চন্দ্রকিশোর। ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে এ বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়ার মানেই হচ্ছে জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করা।

রুদ্রনারায়ণ। বলেন কি! এ-দেশ কি আমাদের নয়, তাদের?

মাণিক্য রায়। অন্তত এবারকার মত ফিরিঙ্গিদের দাবী পূর্ণ করতে আপনি ন্যায়ত ও ধর্ম্মত বাধ্য।

রুদ্রনারায়ণ। দস্যু ফিরিঙ্গিদের দাবী পূর্ণ করতে ন্যায়ত ধর্ম্মত বাধ্য আমি!

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বাধ্য।

রুদ্রনারায়ণ। কিন্তু ফিরিঙ্গিরা যা চেয়েচে, তার সবটুকু আপনারা শোনেননি, সবখানি আমি বলিনি।

চন্দ্রকিশোর। যা চেয়েচে, তাই দিতে হবে।

মানিক রায়। তাই দিয়েই সকলের প্রাণ মান বাঁচাতে হবে।

শক্তিপদ। পুরস্ত্রীদের সম্মান রক্ষা করতে হবে।

রুদ্রনারায়ণ। আপনারা বলচেন পুরস্ত্রীদের সম্মান রক্ষা করতে হবে?

সকলে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই আমরা বলচি।

রুদ্রনারায়ণ। তাহলে শুনুন সেই বর্ব্বর ফিরিঙ্গির দাবী। তার দাবী সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা, আর···আর···আপনারা আমাকে মার্জ্জনা করুন··· তার অন্য দাবী আমি মুখ দিয়ে বার করতে পারব না।

রুদ্রনারায়ণ মাথা নত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন

চন্দ্রকিশোর। বল রুদ্রনারায়ণ, তোমাকে তা বলতেই হবে।

রুদ্রনারায়ণ মাথা তুলিয়া একবার চন্দ্রকিশোরের দিকে চাহিলেন। তারপর অন্তঃপুরিকাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন।

রুদ্রনারায়ণ। মাতৃস্থানীয়ারা মার্জ্জনা করুন। বাধ্য হয়েই আপনাদের সম্মুখে সেই পাপ-প্রস্তাব আমাকে উচ্চারণ করতে হচ্ছে

রুদ্রনারায়ণ অতিথিদের দিকে ফিরিলেন

শুনুন পূজনীয় অতিথিগণ, তার প্রথম দাবী, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আমি সহজেই দিতে পারতাম। কিন্তু তার দ্বিতীয় দাবী শুনলে আপনারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন।

চন্দ্রকিশোর। তাইত আমরা শুনতে চাই!

রুদ্রনারায়ণ। তার দ্বিতীয় দাবী দ্বাদশটি কিশোরী আর যুবতী।

অন্তঃপুরিকারা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন

চন্দ্রকিশোর। এও আমাদের শুনতে হোলো!

রুদ্রনারায়ণ। তাই ত বলি পশুপ্রকৃতির এই ফিরিঙ্গিদের শাস্তি দেবার জন্য চলুন আমার সঙ্গে।

কেহ কোন কথা কহিলেন না

বাংলার সম্মান, বাঙালীর সম্মান, বাংলার মেয়েদের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বাংলার বিশিষ্ট অধিবাসী আপনারা কেউ এগিয়ে আসবেন না ?

রুদ্রনারায়ণ চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন

আপনারা কেউ সাড়া দিচ্ছেন না ! কেউ না ! কেউ না ।

বর সত্যবান আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

সত্যবান। চলুন, আমি যাব আপনার সঙ্গে।

রুদ্রনারায়ণ। তুমি, সত্যবান ! তুমি !

সত্যবান। অস্ত্রচালনায় আমি অক্ষম নই।

রুদ্রনারায়ণ। তোমাকে আমার কন্যা সম্প্রদান করব বলে আমন্ত্রণ করে এনেচি সত্যবান। এখনো সম্প্রদান হয়নি।

সত্যবান। কিন্তু ফিরিঙ্গি দস্যু ত সে কারণে লজ্জিত হয়ে ফিরে যাবে না।

রুদ্রনারায়ণ তাহার আপাদ-মস্তক দেখিয়া লইয়া কহিলেন :

রুদ্রনারায়ণ। বেশ, তাই হোক্। এক হাতে গ্রহণ কর আমার কন্যা, অপর হাতে দেশ-বৈরী নাশের অস্ত্র। মন্ত্র পড়াও পুরোহিত।

পুরোহিত। লগ্ন উত্তীর্ণ রুদ্রনারায়ণ।

রুদ্রনারায়ণ। লগ্ন উত্তীর্ণ !

চন্দ্রকিশোর। সময় তোমার ভয়ে স্তব্ধ থাকবার নয় রুদ্রনারায়ণ !

রুদ্রনারায়ণ। পুরোহিত, আমার কন্যা এখনো আসনে উপবিষ্টা।

পুরোহিত। লগ্নপাত হবার পর বিবাহ শাস্ত্র-সম্মত নয়।

রুদ্রনারায়ণ। শাস্ত্র যেমন আছেন, তেমনই থাকুন, তুমি মন্ত্র পড়াও পুরোহিত, মন্ত্র পড়াও।

চন্দ্রকিশোর। শাস্ত্র যা সমর্থন করে না, শস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তুমি যদি তাই কর, সমাজে তুমি পতিত থাকবে। শুধু এখনই নয়, কোনদিনই তোমার ওই কন্যার বিবাহ হতে পারে না।

রুদ্রনারায়ণ। কোনদিনই না!

চন্দ্রকিশোর। কোনদিনই না।

রুদ্রনারায়ণ। বিজয়নারায়ণ।

একটি তরুণ অগ্রসর হইল

বিজয়নারায়ণ। আদেশ করুণ, প্রভু।

রুদ্রনারায়ণ। ঘোড়া ছুটিয়ে এখুনি তুমি ময়নামতীর বাঁকে গিয়ে ফিরিঙ্গি কোয়েল্‌হোকে বল আমি তার দাবী পূর্ণ করব। তাকে সঙ্গে করে এইখানে নিয়ে এস।

চন্দ্রকিশোর। তুমি কি আদেশ করচ রুদ্রনারায়ণ!

রুদ্রনারায়ণ। আমি তার প্রথম দাবী পূর্ণ করব, সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আমি স্বহস্তে স্বর্ণ-থালায় সাজিয়ে তাকে উপঢৌকন দোব, আর আপনারা, আমার পূজনীয় অতিথি আপনারা, আপনারা দেবেন আপনাদের কিশোরী যুবতী কন্যাদের, যাদের সঙ্গে নিয়ে আমার আমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেচেন!

চন্দ্রকিশোর। তুমি আমাদের সর্ব্বনাশ করতে চাও রুদ্রনারায়ণ?

রুদ্রনারায়ণ। আমার সর্ব্বনাশ করতে আপনারা উদ্যত হন নি? আমরণ অবিবাহিতা থাকবে রুদ্রনারায়ণ রায়ের কন্যা! কেন? কোন্ অপরাধে? যাও বিজয়নারায়ণ, বিলম্ব কোরো না।

বিজয়নারায়ণ। যথা আজ্ঞা, প্রভু।

প্রস্থানোদ্যত

সত্যবান। দাঁড়ান।

রুদ্রনারায়ণের কাছে গিয়া কহিল :

আপনার আদেশ ফিরিয়ে নিন মহারাজ।

রুদ্রনারায়ণ। না, না, ওঁরা আমার অপমান করেচেন। আমি তার প্রতিশোধ নোব।

পার্ব্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল

পার্ব্বতী। প্রতিশোধ নেবে বাবা, তোমার মেয়েদের ফিরিঙ্গির হাতে তুলে দিয়ে?

সত্যবান। প্রতিশোধ নেবেন বাংলার সেই মেয়েদের লাঞ্ছনা করে, যারা গৃহলক্ষ্মীরূপে বাংলার ঘরে ঘরে অধিষ্ঠিতা থেকে বাংলার কল্যাণ করবে?

পার্ব্বতী। বাবা! এঁদের মেয়েরাও কি আমারই সমান, তোমার মেয়েরই সমান নয়?

রুদ্রনারায়ণ। না, না, এরা এদের মেয়েদের অমর্য্যাদায় অসম্মান বোধ করে না, তাদের সম্মান রক্ষার জন্য প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বর্ব্বরের টুঁটি চেপে ধর্‌তে চায় না। এই কাপুরুষদের প্রতি আমার কোন সহানুভূতি নেই।

সত্যবান। একবার ভাবুন মহারাজ, দুর্দ্ধর্ষ সেই ফিরিঙ্গি যদি আপনার বাগ্‌দত্তা এই কন্যাকে কামনা করে।

রুদ্রনারায়ণ। আমি তার জিহ্বা উপড়ে ফেলব। তাকে হত্যা করব!

পার্ব্বতী। তোমার আমন্ত্রিতাদেরও যে অমর্য্যাদা করবে [illegible]ও তেমনই শাস্তি তোমাকে দিতে হবে।

সত্যবান। তার জন্যে যদি আপনার নিজের কন্যার মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম, জলাঞ্জলি দিতে হয় তাতে আপনার তত অগৌরব হবে না, যত অগৌরব হবে আমন্ত্রিতাদের অসম্মানে!

রুদ্রনারায়ণ। আমার এই কন্যার সম্ভ্রমহানি!

সত্যবান। জানি, তা করবার দুঃসাহস ফিরিঙ্গি কোয়েল্‌হোর হবে না। আপনার কন্যা বাগ্‌দত্তা। তার মর্য্যাদারক্ষার দায়িত্ব যেমন আপনার, তেমন আমার। চলুন মহারাজ, মিথ্যা এখানে সময় নষ্ট না করে ময়নামতীর বাঁকে গিয়ে আমরা ফিরিঙ্গি কোয়েল্‌হোকে তার ধৃষ্টতার শাস্তি দিয়ে আসি। নাই বা গেলেন আপনার অতিথিরা। আপনার পুরীরক্ষার ভার তাঁদেরই ওপর অর্পণ করে চলুন আমরা এগিয়ে যাই।

রুদ্রনারায়ণ। ফিরে এসে তুমি আমার কন্যাকে গ্রহণ করবে?

সত্যবান। স্বর্গের লোভেও বাগ্‌দত্তা বধূকে আমি ত্যাগ করব না।

অন্তঃপুরিকারা হুলুধ্বনি দিল

রুদ্রনারায়ণ। ওরে বাজা শঙ্খ, বাজা শানাই, ঢাক-ঢোল, কাড়া-নাকাড়া! বিয়ের আর যুদ্ধের বাজনা এক সঙ্গেই বেজে উঠুক। বিনা-মন্ত্রে কন্যা সম্প্রদান করে আমি পিতার ধর্ম্ম পালন করি। এস সত্যবান, আয় মা পার্ব্বতী।

দুই হাতে দুই জনকে ধরিলেন। অন্তঃপুরিকারা হুলুধ্বনি দিলেন, বাদ্য বাজিল। রুদ্রনারায়ণ যখন চারহাত এক করিতে গেলেন, তখনই বাহিরে কোলাহল উঠিল।

নেপথ্যে। পালাও! পালাও! ফিরিঙ্গি দস্যু!

সভাস্থ সকলে। ফিরিঙ্গি! ফিরিঙ্গি দস্যু!

অন্তঃপুরে আর্ত্তনাদ উঠিল

রুদ্রনারায়ণ। আমার অস্ত্র! বিজয় ভৈরব খড়্গা।

মাণিক্য রায়। আলো নিভিয়ে দাও। সব আলো নিভিয়ে দাও।

সকলে। পালাও! পালাও!

বন্দুকের শব্দ। সভাস্থল অন্ধকার। পলায়নপর নর-নারীকে দস্যুরা আক্রমণ করিল। বিবাহ-বাসর যেন-নরকে পরিণত হইল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের জাহাজের কামরা। সত্যবানকে একটি খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার শরীর অর্দ্ধনগ্ন। দেহের নানা স্থান চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। চাবুক তুলিয়া কোয়েল্‌হো তাহাকে শাসাইতেছে।

কোয়েল্‌হো। কালোকুত্তা! মিছে বাত কেন বোলবি?

সত্যবান। মিছে কথা আমি বলি না, ফিরিঙ্গি।

কোয়েল্‌হো। রায় জমিদার কোথা পালালো?

সত্যবান। আমি জানি না।

কোয়েল্‌হো। জানে না!

চাবুক মারিল

রায় জমিদার মোরলো কি বাঁচলো, আমি জানতে চায়।

সত্যবান। সাহস থাকে, আর একবার গিয়ে দেখে এসো না!

কোয়েল্‌হো। আরে শোন্, শোন্! তুই যেমন কোথা কইচিস্, দোস্‌রা কেউ বোলতো, আমি তার জিভ কাতিয়ে লিতাম।

সত্যবান। মাথা না কেটে জিভ্ কাটতে?

কোয়েল্‌হো। হাঁ রে, শালা, জিভ্ কাতিয়ে লিতাম।

সত্যবান। তা আমার ওপর এত দয়া কেন?

কোয়েল্‌হো। কেনো, শুনবি ?

সত্যবান। বল শুনি।

কোয়েল্‌হো। তোকে বেচিয়ে বহুত তঙ্কা মিলবে।

সত্যবান। তুমি আমাকে বেচে ফেলবে নাকি ?

কোয়েল্‌হো। হাঁ রে শালা, হাঁ। চাবুক তুলিল

সত্যবান। কার কাছে বেচবে ?

কোয়েল্‌হো। জ্যায়দা দাম যে দেবে।

সত্যবান। মানুষ যারা কেনে, তারা কোথায় থাকে ?

কোয়েল্‌হো। হোবে জাভায়, হোবে সুমাত্রায়, মরিসাসে হোতে পারে। আরাকানে মানরাজা কিনে লিতে পারে।

সত্যবান। সে সব আবার কি !

কোয়েল্‌হো। বাংলার মতো দেশ আছে রে, বাংলার মতো দেশ !

সত্যবান। কোথায় ?

কোয়েল্‌হো। নীল দরিয়ার বুকে—হেথা, সেথা, কোথা নয় ?

সত্যবান। তোমরা কি বাঙালীদের ধরে নিয়ে যেখানে সেখানে বেচে দাও ?

কোয়েল্‌হো। হাঁ রে শালা, হাঁ। গরু ঘোড়া বেচব ত বহুত তঙ্কা হোবে না, বাঙালী বেচব ত বহুত তঙ্কা হোবে।

সত্যবান। আমাদের সবাইকে বেচে দেবে ?

কোয়েল্‌হো। মাদী মদ্দা সব বেচে দেবে। খালি তোর বহুতা লেবে কার্ভালো।

সত্যবান। কার্ভালোকে দেবে কেন ?

কোয়েল্‌হো। আরে তুই শালা আমার মন দেখে নিলি। বহুতাকে লিতে মোন চাইলো, ফিন্ ভয় ভি হোলো।

সত্যবান। কার ভয়? কার্ভালোর?

কোয়েল্‌হো। ছোঃ!

সত্যবান। তবে।

কোয়েল্‌হো। মারব শালা চাবুক!

চাবুক তুলিল

সত্যবান। বেশত! আর এক ঘা মেরেই না হয় বল।

কোয়েল্‌হো। তুই শালা পেতের কথা বার করে লিতে চাস!

সত্যবান। দাও না বার করে।

কোয়েল্‌হো। আঞ্জেলিকার ভয়ে লিতে লারলাম।

সত্যবান। আঞ্জেলিকা! আঞ্জেলিকা কে?

কোয়েল্‌হো। কে জানে কোন শালী সে! শুনলো উযার মা ছিল বাঙালী, বাপ পর্ত্তুগীজ। আঞ্জেলিকা গাহন গায়, নাচনে জানে, তোর দেশের কোথা বোলতে পারে।

সত্যবান। সে ত তুমিও পার।

কোয়েল্‌হো। আঞ্জেলিকা শিখালো!

সত্যবান। আঞ্জেলিকা না থাকলে আমার বউকে তুমিই নিতে?

কোয়েল্‌হো। খপ্‌ করে গিলে লিতাম রে শালা।

বাহিরে স্ত্রী কণ্ঠের গান

হেই! আঞ্জেলিকা আসলো! তুই শালা কুছু বোলবি না!

মরালের মতো দুলিতে দুলিতে আঞ্জেলিকা প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কোয়েল্‌হো। নিদ্‌ থেকে উথে এলি আঞ্জেলি!

আঞ্জেলিকা। নিদ চোখে নামল না।

কোয়েল্‌হো। বহুতা দেখে এলি?

আঞ্জেলিকা। হুঁ।

কোয়েল্‌হো। কার্ভালো খুসি হোবে?

আঞ্জেলিকা। কার্ভালোকে দিবি বহু?

কোয়েল্‌হো। কার্ভালো দেখবে ত লুফে নেবে।

আঞ্জেলিকা। বোল, বহুতা কার্ভালোকে দেখাবি না!

কোয়েল্‌হো। কার্ভালো দেখবে, তার চোখ আছে।

আঞ্জেলিকা। চোখ আমি নখে তুলে নোব।

কোয়েল্‌হো। বিল্লী নাকি রে শালী!

আঞ্জেলিকা। বহুতা কার্ভালোকে দিবি তো, তোর নাকটা দাঁতে কেতে লিব।

কোয়েলহোর দিকে অগ্রসর হইল। কোয়েলহো ভয়ে পিছাইয়া গেল।

কোয়েল্‌হো। তোর চোখে আগ ধোরল কেন রে আঞ্জেলি? লহু চাস ত কালো কুত্তাতা খেযে লে। কোয়েল্‌হোকে রেহাই দে আঞ্জেলি, কোয়েল্‌হোকে রেহাই দে।

বলিতে বলিতে কোয়েল্‌হো বাহিরে চলিয়া গেল। আঞ্জেলিকা দুয়ার বন্ধ করিয়া তাহাতে পিঠ লাগাইয়া সত্যবানের দিকে চাহিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। শ্রান্তিতে ক্লান্তিতে বিরক্তিতে সত্যবানের মাথাটা বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। সে মাথা তুলিয়া আঞ্জেলিকার দিকে চাহিল। আঞ্জেলিকা হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে আগাইয়া গেল। তাহার সম্মুখে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আঞ্জেলিকা। কোয়েল্‌হো মারল তোমাকে!

সত্যবান। হাতে চাবুক না চালালে ওর মুখে কথা ফোটে না।

আঞ্জেলিকা। লহু নিকলে দিলো!

তর্জ্জনী অঙ্গুলী তার সারা গায়ে বুলাইয়া দিতে লাগিল

সত্যবান। মারতে ওদের কষ্ট হয় না, দেখে তোমার কষ্ট হয় কেন?

আঞ্জেলিকা। উহারা জানে তুমি বাঙালী, কালো-কুত্তা। তোমার লেগে উহাদের দরদ হোবে কেনো? উহারা পর্ত্তুগীজ!

সত্যবান। তোমার হয় কেন?

আঞ্জেকিলা। হোবে না? তুমি আমার দেশের মানুষ!

সত্যবান। আমি! তোমার দেশের লোক আমি!

আঞ্জেলিকা। হুঁ। আমার মা ছিল বাঙালী।

সত্যবান। বাঙালী!

আঞ্জেলিকা। হুঁ।

সত্যবান। আর তোমার বাপ?

আঞ্জেলিকা। পর্ত্তুগীজ।

সত্যবান। তবে ত তুমিও পর্ত্তুগীজ।

আঞ্জেলিকা। পর্ত্তুগাল আমি চোখে দেখলো না। সোঁদর বোনে আমার পয়দা হোলো। সোঁদর বোনের বাঘিনী দেখতে দেখতে আমিও বাঘিনী বোনে গেলো। কোয়েল্‌গো তারি লাগি আমারে দেখে ডর করে। আমি নখ দিয়ে চোখ তুলে লিতে পারি, দাঁত দিয়ে নাক কান কেতে লিতে পারি। আমি বাঘিনী, বাঘিনী আমি!

দেহ বাঁকাইয়া দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াইল। সত্যবান বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। আঞ্জেলিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তোমারে ডর দেখালো!

সত্যবান। কিন্তু আমি ত ভয় পাইনি।

আঞ্জেলিকা। তুমি বাঘ আছ। সোঁদরবোনে তোমার ঘর।

সত্যবান। বাঘকে ওরা আজ দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলেচে।

আঞ্জেলিকা। দড়ি আমি কেটে দোব।

সত্যবান। তুমি?

আঞ্জেলিকা। হুঁ।

সত্যবান। কেন?

আঞ্জেলিকা। আমার দুখ লাগে।

সত্যবান। আমাকে বেঁধে রেখেচে বলে তোমার দুঃখ লাগে!

আঞ্জেলিকা। হুঁ। আউর দুখ লাগে পর্ত্তুগীজের মুখে শুনে বাঙালী কালো-কুত্তা।

সত্যবান। তাতে তোমার দুঃখ হয় কেন?

আঞ্জেলিকা। আমার মা ছিল বাঙালী, রইস ঘরের জানানা। পর্ত্তুগীজ লুতে আনলো, কোয়েল্‌গো যেমন তোমার বহু লুতে আনলো; মা বোলত তার ঘরের কথা, আর কাঁদত। আমি কাঁদতাম।

সত্যবান। তোমার মা কোথায়?

আঞ্জেলিকা। বাপ বেচে দিল।

সত্যবান। বেচে দিল! কোথায়?

আঞ্জেলিকা। জাভায়।

সত্যবান। কোথায় সে জাভা?

আঞ্জেলিকা। নীল দরিয়ার বুকে, দুমাস দূর পথে।

সত্যবান। কোয়েল্‌হো বলছিল বটে জাভার নাম।

আঞ্জেলিকা। ফিন ত যাবে জাভায়। লুটের মানুষ বেচবে।

সত্যবান। বাঙালীদের ধরে নিয়ে গরু ছাগলের মতো দেশ-বিদেশে বেচে দেয়!

আঞ্জেলিকা। পর্ত্তুগীজের ওই ত কাম আছে।

সত্যবান। আমাকেও কি বেচে দেবে?

আঞ্জেলিকা। লিতে পারলে দেবে। কাভালো দেখবে। তোমার বহুতা লিয়ে লেবে। তোমারে পাবে ত বেচে দেবে।

সত্যবান। তাই কি আমাকে বেঁধে রেখেচে?

আঞ্জেলিকা। বাঁধন আমি কাতিয়ে দোব।

ছুরি দিয়া বাঁধন কাটিয়া দিল

সত্যবান। এ কি করলে!

আঞ্জেলিকা। কাতিযে দিলো।

সত্যবান। কোয়েল্‌হো যে তোমায় কেটে ফেলবে।

আঞ্জেলিকা। কোয়েল্‌হো জানবে না আমি কোথায়।

সত্যবান। তুমি কোথায় যাবে?

আঞ্জেলিকা। যে আমারে লিতে চাইবে, তার সাথে।

সত্যবান। কার সাথে, কোথায় তুমি যাবে? কে তোমাকে নেবে?

আঞ্জেলিকা। তুমি!

সত্যবান। আমি!

আঞ্জেলিকা তাহাকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিল

আঞ্জেলিকা। তুমি! তুমি! তুমি!

চুম্বনের জন্য মুখ তুলিল। বাহিরে মদমত্ত পর্ত্তুগীজদের গান শোনা গেল।

সত্যবান। ওই কোয়েল্‌গে আসচে।

নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া দূরে সরিয়া গেল। আঙ্গেলিকা হাসিয়া উঠিল।

তুমি হাসচ!

আঙ্গেলিকা। কোয়েল্‌হো কাত্‌। রাত ভোর সরাব পিবে, বেহুঁস পড়ে থাকবে। এস তুমি।

সত্যবান। কোথায়!

আঙ্গেলিকা। তোমারে লিয়ে গাঙে গা ভাসিয়ে দেবে।

সত্যবান। তারপর।

আঙ্গেলিকা। বোনে উঠ্‌ব।

সত্যবান। তারপর?

আঙ্গেলিকা। ঘর বাঁধব।

সত্যবান। ঘর বাঁধব!

আঙ্গেলিকা। তুমি আর আমি।

সত্যবান। সে কি?

আঙ্গেলিকা। ভয় পেলো?

সত্যবান। হাঁ।

আঙ্গেলিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

আঙ্গেলিকা। এখোন বাঘিনী আছি। তোমাকে লিয়ে ঘর করব ত ভালো বনে যাব। তুমি দেখবে আর বোলবে বোনের হরিণ।

সত্যবান। তুমি আমাকে আবার বেঁধে রাখ।

আঙ্গেলিকা। হাঁ, হাঁ, বুকে বেঁধে রাখব। ছাড়বো না। লহমা ছেড়ে থাকব না।

সত্যবান। না, না, তুমি আমাকে এইখানেই আবার দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখ। আমি কোথাও যাব না।

আঞ্জেলিকা। কেনো ?

সত্যবান। আমি যেতে পারি না।

আঞ্জেলিকা। কেনো ?

সত্যবান। তুমি বুঝবে না।

আঞ্জেলিকা কিছুকাল সত্যবানের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল :

আঞ্জেলিকা। বুঝলো। আমি বুঝলো !

মাথা নীচু করিল। সত্যবান তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

সত্যবান। আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেচ ?

আঞ্জেলিকা। বুঝলো। তোমার বহু……

কথা শেষ না করিয়া উঠিয়া মাথা নীচু করিয়া দূরে সরিয়া গেল। সত্যবান তাহার পিছনে গিয়া কহিল :

সত্যবান। তুমিই বলো, তাকে দস্যুর কাছ ফেলে রেখে আমি কেমন করে যাব ?

আঞ্জেলিকা। কার্ভালোকে ছেড়ে আমি যেতে পারতো।

সত্যবান। তাই বা তুমি যাবে কেন ?

আঞ্জেলিকা। কার্ভালো তোমার বহুকে লেবে, আমাকে বেচিয়ে দেবে।

সত্যবান। তোমাকেও বেচে দেবে !

আঞ্জেলিকা। আমার বাপ যেমোন আমার মাকে বেচিয়ে দিল।

সত্যবান। তাহলে এস ...

আঞ্জেলিকা বিদ্যুদ্বেগে ঘুরিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

আঞ্জেলিকা। নেবে আমাকে ?

সত্যবান। চল আমরা তিনজনে পালিয়ে যাই। তুমি, আমি, আর...আর......

আঞ্জেলিকা। তোমার বহু ?

সত্যবান। তুমি ত জান সে কোথায় আছে। চল তাকে নিয়ে আমরা পালিয়ে যাই।

আঞ্জেলিকা। আমি দেখতে নারব ! আমি দেখতে নারব !

সত্যবান। কি দেখতে পারবে না তুমি ?

আঞ্জেলিকা। তুমি থাকবে তোমার বহুকে নিয়ে, আমি দেখতে নারব, দেখতে নারব।

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল

সত্যবান। তবে আমাকে বেঁধে রেখে যাও।

আঞ্জেলিকা ফিরিল। একটুখানি দাঁড়াইল। তারপর দ্রুত গিয়া দড়ি তুলিয়া লইল। সত্যবান খুঁটির কাছে গিয়া দাঁড়াইল। আঞ্জেলিকা দড়ি হাতে লইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর দড়ি ফেলিয়া দিল।

আঞ্জেলিকা। দড়ি দিয়ে আমি তোমারে বাঁধতে নারব, আমি বাঁধতে নারব।

বসিয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। সত্যবান চাহিয়া চাহিয়া তাহাকে দেখিল, তারপর কহিল :

সত্যবান। আঞ্জেলিকা! আঞ্জেলিকা! তুমি আমাকে বেঁধে রাখ। নইলে কোয়েল্‌হো তোমাকেই পীড়ন করবে।

আঞ্জেলিকা। কোয়েল্‌হো!

তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল

কোয়েল্‌হোকে আমি দেখিয়ে লেবে। কার্ভালোর কাছে এলো আমি, কোয়েল্‌হোকে কেনো ডর করবো!

দূরের অস্পষ্ট গান শোনা গেল

পর্ত্তুগাল! পর্ত্তুগাল!
প্রলয় সিন্ধু মন্থনে
উত্থিত চিত্ত-নন্দনে
চির প্রদীপ্ত গরিমা দৃপ্ত
দোদুল কণ্ঠজাল
পর্ত্তুগাল! পর্ত্তুগাল!

আঞ্জেলিকা। জাহাজ ঘাটে ভিড়লো। গাহন শোনো, কার্ভালোর আদমির গান।

দুজনাই চুপ করিয়া রহিল। গান স্পষ্টতর হইতে লাগিল।

তৃতীয় দৃশ্য

সুন্দরবনের এক অংশ। কালিন্দি ও যমুনার সঙ্গমস্থল। [একদল পর্ত্তুগীজ নাবিক অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন একটা যায়গায় বসিয়া মদ্যপান করিতেছে আর গান গাহিতেছে।

হস্তে অসির ঝঞ্ঝনা,
শত্রু শোণিত রঞ্জনা,
অন্তরতলে বিজয়-বহ্নি, :
চিহ্নিত তপ্ত ভাল।
পর্ত্তুগাল! পর্ত্তুগাল!
সাগরের সীমা করিয়া শেষ,
রচিব তোমার উপনিবেশ।
কে বলে ক্ষুদ্র? গড়িব তোমারে
সুবিপুল সুবিশাল।
পর্ত্তুগাল! পর্ত্তুগাল!
বদ্ধ যে তব বাধ্যতার
হবে বিরুদ্ধ সাধ্য কার?
রবে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাঁধা
ইহকাল পরকাল!
পর্ত্তুগাল! পর্ত্তুগাল!

গান শেষ হইবার মুখে কার্ভালো প্রকাণ্ড একটা গাছের কাটা-গুড়ি ডিঙাইয়া লাফাইয়া পড়িল। তাহার হাতে চাবুক, কোমরের বেল্টে পিস্তল, ছোরা।

কার্ভালো। থাম শালারা, থাম। গোয়া থেকে হুকুম আলো কালো কুত্তা ভেজতে হোবে। কোয়েল্‌হো গেলো, জোহান গেলো। গাঁয়ের পর পর গাঁ জ্বালাবে, হালি গেঁথে আনবে মাদী-মদ্দা বাঙালী কুত্তা।

মাথা কিছু পাবে দশ দশ তঙ্কা, দশ দশ তঙ্কা! আর তোরা শালারা গাহন গাইবি, হাসি-তামাসা করবি, তবে বসিয়ে বসিয়ে বেলা খাবি!

দূর হইতে একটা একঘেয়ে হুম্ হুম্ শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল, আর তাহার সহিত নাকাড়ার ধ্বনি।

হোই! কোয়েল্‌হো আলো! জোহান আলো! কালো কুত্তা ধরিয়ে আনলো!

আঞ্জেলিকার কণ্ঠে শোনা গেল পর্ত্তুগাল! পর্ত্তুগাল!

হো-হো-ও-ও! আঞ্জেলিকা! আমার আঞ্জেলি!

আঞ্জেলিকা আগাইয়া আসিল

আঞ্জেলি! আমার আঞ্জেলি!

বাহু প্রসারণে তাহাকে বুকে টানিতে উদ্যত হইল। ঘাড় বাঁকাইয়া আঞ্জেলিকা কহিল :

আঞ্জেলিকা। মুখে বোলবি আঞ্জেলি কলিজা, আর বুকে লিবি নয়া নয়া জওয়ানী!

কার্ভালো তাহাকে কনুইয়ের গুঁতা দিয়া কহিল :

কার্ভালো। আরে, ছাড় ও-কথা। কোয়েলহো আলো?

আঞ্জেলিকা। আলো।

কার্ভালো। জোহান?

আঞ্জেলিকা। জোহানও আলো।

কার্ভালো। কুত্তা আনলো কটা?

আঞ্জেলিকা। কুত্তা!

দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইল

কার্ভালো। আরে! কামড়ে দিবি নাকিরে শালী?

আঞ্জেলিকা। কুত্তা কইবি ত নাক কেতে লিব।

কার্ভালো। গাল ছেড়ে নাকে দাঁত বসাবি কেনো রে শালী?

আঞ্জেলিকা কার্ভালোর গালে এক চড় বসাইয়া দিল। সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কার্ভালো চাবুক তুলিয়া তাড়া করিল।

ভাগ শালারা, ভাগ।

তাহারা একটু দূরে সরিয়া গেল। কার্ভালো ফিরিয়া আসিয়া কহিল:

বোল্ আঞ্জেলি, কটা মেয়ে মরদ আনলো জোহান আর কোযেল্হো?

আঞ্জেলিকা। হোবে এক শ!

কার্ভালো। জওয়াণী?

আঞ্জেলিকা। দু'দশটা দেখলো।

কার্ভালো। জওয়ান।

আঞ্জেলিকা। মোতে এক।

কার্ভালো। মোতে এক!

আঞ্জেলিকা। মোতে এক। আর একাই সে এক'শ, হাজার, লাখ।

কার্ভালো। দেখেই মরলি শালী?

কনুই দিয়া গুঁতা দিল। আঞ্জেলিকা তাহাকে একটা পাণ্টা গুঁতা দিল।

আঞ্জেলিকা। মরলাম না, মজলাম।

সকলে। এই বাত! এই বাত!

কার্ভালো। ফিন্ শালারা।

তাহাদিগকে চাবুক তুলিয়া তাড়া করিল। তাহারা পিছাইয়া গেল। আঞ্জেলিকা দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিল। কার্ভালো ফিরিয়া আসিয়া কহিল

তুই নাচ দেখালি ?

আঞ্জেলিকা। দেখালাম।

কার্ভালো। গাহন শোনালি ?

আঞ্জেলিকা। শোনলাম।

কার্ভালো। কোন্ নাচ দেখালি ? কোন্ গাহন শোনালি ?

আঞ্জেলিকা। দেখবি সেই নাচ ? শুনবি গাহন ?

কার্ভালো। আগে দেখব, শুনব পিছে।

আঞ্জেলিকা। পিছে ত পড়বি আমার পাযে লুতায়ে।

সকলে। এই বাত ! আসলি বাত !

কার্ভালো। ফিন শালারা।

চাবুক তুলিল। আঞ্জেলিকা তাহার বাহু চাপিয়া ধরিল। লোকগুলো চলিয়া গেল।

আঞ্জেলিকা। আগে গাহন শোন, নাচন দেখ্।

আঞ্জেলিকা গান ধরিল এবং নাচের ভঙ্গিতে তাহা গাহিতে লাগিল।

ইয়ে কোন্ ইয়ারকা পেয়ারকা
পরওয়ানা রে !
কলেজাকাপর্ আ কর কর্ দিয়া হায়
মস্তানা রে !

ইয়ে মাসুম হ্যায় বদ্ মত্‌লব কুছ্
দিল্‌মে রাখা,
দিল্ মহল্‌কা অন্দরমে গিরেফতারীকা
হুকুম থামথা।
ফির্ মাঙত জুলুম সে জ্যারা।
নজরকা নজরাণা রে।

ইয়ে মুশ্‌কিল হ্যায় শহরকা
বেওয়ারীশ রে
সমঝায় কোই, ক্যায়সে কঁারু
উন্‌সে আজ আরজ রে!
জান দে'কে আগর না মিলে জান
আখের হ্যায় পস্তানারে!

আঞ্জেলিকা গানের শেষ কলি গাহিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া কার্ভালোর বুকে মাথা রাখিল। কার্ভালোর মুখ কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। সে দৃঢ়মুষ্টিতে তাহার হাত ধরিয়া কহিল।

কার্ভালো। তুই গাইলি এই গাহন!
আঞ্জেলিকা। গাইলো।
কার্ভালো। দেখালি এই নাচন?
আঞ্জেলিকা। দেখালো!
কার্ভালো। কেনো? কেনোরে শালী?
আঞ্জেলিকা। তাকে দেখে মোজলো বলে।

কার্ভালো। ফিন্ শালী বোলবি ওই বাত ?

চাবুক উঠাইল। আঞ্জেলিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। একটি লোক কার্ভালোর কানে কানে কহিল

নাবিক। কোয়েলহো আলো কার্ভালো !

কার্ভালো। কোয়েলহো আলো ত বযেই গেলো !

নাবিক। সাথে আনলো একটা জোওযান আর জোয়ানী।

কার্ভালো। জোওয়ানী।

নাবিক। বড় রূপওয়ালী।

কার্ভালো। লিয়ে আয় শালা, লিয়ে আয়।

আঞ্জেলিকা আবার হাসিল

হাস, শালী, হেসে লে ; ফিন তোকে কাঁদতে হোবে।

আঞ্জেলিকা। তুই মরবি ত কাঁদব, নইলে কাঁদবো না।

সত্যবান আর পার্ব্বতীকে লইয়া কোয়েল্‌হো আগাইয়া আসিল।

কোয়েলহো। কায়েল্‌হো আলো কার্ভালো।

কার্ভালো। সাবাস্ কোয়েল্‌হো, সাবাস ! সেরা মাল আনলি তুই। সাবাস ! সাবাস !

তাহার পিঠ চাপড়াইতে লাগিল

কোয়েলহো। খুসি হোলি ত জ্যায়দা তঙ্কা দিবি।

কার্ভালো। জরুর !

কার্ভালো পার্ব্বতীকে দেখিতে লাগিল আর জিভ দিয়া ঠোঁট চাটিতে লাগিল।

খাসা মাল রে কোযেলহো, খাসা মাল !

কোয়েল্‌হো। জ্যায়দা তঙ্কা দিতে হবে।

কার্ভালো। দোবই ত বল্লামরে (শালা)। ওর বাঁধন খুলে দে।

কোয়েল্‌হো পার্ব্বতীর বাঁধন খুলিয়া দিল

আমার সাম্নে দাঁড় করা।

কোয়েল্‌হো তাহাই করিল। কার্ভালো আঙুল দিয়া পার্ব্বতীর মুখ তুলিয়া ধরিল।

কাঙ্গাল বাঙ্গালা দেশে এমন জোওয়ানী থাকে রে কোয়েল্‌হো!

কোয়েল্‌হো। কোন মরদ ওকে ছুঁলোনা কার্ভালো।

তাহারা যখন কথা কহিতেছিল তখন আঞ্জেলিকা সত্যবানের কানের কাছে মুখ লইয়া কি যেন বলিতেছিল। কার্ভালো কহিল:

কার্ভালো। দেখতে পেয়েচিরে আঞ্জেলি। উহার মজা তোকে দেখাবো পরে। (কোয়েল্‌হো! কনের বুকের কাপড়টা ফেলে দে, কাচুলী দে খুলে!)

কোয়েল্‌হো কাছে যাইতেই পার্ব্বতী পিছাইয়া গেল

পার্ব্বতী। ওগো, না, না!

কোয়েল্‌হো তবুও অগ্রসর হইল

পার্ব্বতী। ওগো! তুমি আমাকে রক্ষা কর।

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সত্যবানকে জড়াইয়া ধরিল

সত্যবান। আমার হাত বাঁধা পার্ব্বতী, আমার হাত বাঁধা। আঞ্জেলিকা, আর একবার দয়া কর আঞ্জেলিকা।

আঞ্জেলিকা। কোয়েলহো! বন্থকে তুই ছুঁবি না।

কোয়েলহো আর পার্ব্বতীর মাঝখানে দাঁড়াইল

কোয়েল্‌হো। কার্ভালো!

কার্ভালো। কেন মিছে মার খেয়ে মরবি আঞ্জেলি!

আঞ্জেলিকা। আঞ্জেলি আর তোর ডর করে না। সোঁদর বোনে ঘোরা-ফেরা করিস তুই, বাঘিনী দেখলি বহুৎ, কিন্তু আমার মোতো বাঘিনী দেখলিনি জানবি।

কার্ভালো। হাঁরে শালী সাহস খুব বাড়লো তোর। বখশিস তবে নে এখোন।

চাবুক তুলিয়া মারিতে উদ্যত হইল

কোয়েল্‌হো। কার্ভালো! কার্ভালো!

কার্ভালো। বোল্‌ কোয়েল্‌হো, আগে তোর বাত শুনবো।

কোয়েল্‌হো। আঞ্জেলি তোকে একদফা বাঘের মুখ থেকে বাঁচালো। উহার জুলুম তুই মেনে লিবি।

কার্ভালো। বাঘের মুখ থেকে বাঁচালো!

কোয়েল্‌হো। হাঁ, বাঘের মুখ থেকে বাঁচালো তোকে।

কার্ভালো। থাক্‌ শালা তুই আঞ্জেলিকে লিয়ে। আমি নতুন বহু লিয়ে জাহাজ ভাসাব। এস কনে, এস বহু, কার্ভালো তোমাকে পেয়ার করবে।

সত্যবান। খবরদার সয়তান।

কার্ভালো। আরে শালা কালো কুত্তা!

চাবুক দিয়া শপাং শপাং করিয়া মারিতে লাগিল।

পার্ব্বতী। ওগো রক্ষে কর, ওকে রক্ষে কর।

পিছন দিক হইতে পিস্তলের আওয়াজ হইল।

সকলে সেইদিকে ফিরিয়া চাহিল। বনের ভিতর হইতে প্রতাপাদিত্য, সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর, সুন্দর বাহির হইয়া আসিল

প্রতাপ। সাবধান বোম্বেটে! বাংলার মেযের বাংলার বধূর মর্য্যাদা হানি করলে রেহাই পাবে না জেনো।

কার্ভালো ফিরিয়া তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিল।

কার্ভালো। বাংলার মরদকে থোড়াই ডরায় পর্ত্তুগীজ, তাই লেগে বাংলার মাদী সে কেড়ে লেয়।

প্রতাপ। বাংলার মরদের সাম্নে আগে কখনো পড়নি। ছেড়ে দাও আমার বোনকে!

কার্ভালো। বহিন! জোওয়ানী তোমার বহিন আছে?

প্রতাপ। হ্যাঁ, বহিন!

কার্ভালো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

কার্ভালো। আরে! তুমি আমার শালা আছ?

সূর্য্যকান্ত। মুখ ভেঙ্গে দেব শয়তান!

প্রতাপ। পিস্তল ফেলে দাও কার্ভালো!

কার্ভালো। কার্ভালো! আমার নাম জানলে তুমি! কেমন করে?

প্রতাপ। আমার রাজ্যে এসে তুমি উপদ্রব করবে আর আমি তোমার নামও জানতে পারব না?

কার্ভালো। তুমি কে আছ?

শঙ্কর। ইনি যুবরাজ প্রতাপাদিত্য।

সুন্দর। তোদের যম বোম্বেটে। পিস্তল ফেল্ বোম্বেটে। নইলে দেখচিস এই বাঁশের লাঠি। সর্ষে ফুলের ক্ষেত দেখিয়ে দোব।

কার্ভালো। কার্ভালোকে লাল চোখ দেখাবে, এমোন মরদ বাংলায় আছে?

সকলের আপাদ মস্তক দেখিতে লাগিল

প্রতাপ। বাচালতা কোরোনা বোম্বেটে। তিন গণনাকাল সময় দিলাম তোমাকে।

কার্ভালো। বলে কি রে কোয়েল্‌হো?

প্রতাপ। এক···দুই···

কার্ভালো। আরে, পেরতাপ কৌন আছে আগে বোলো।

শঙ্কর। রাজা বসন্তরায়ের নাম শুনেচ?

কার্ভালো। হাঁ, শুনলো বাংলায় ওই এক মরদ আছে।

প্রতাপ। আরো যে আছে তার আমাদের দেখেই বুঝতে পারচ।

কার্ভালো। মন তাই বোলতে চাইছে, মগর মন মানতে চাইছে না।

শঙ্কর। ইনি যুবরাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা বসন্তরায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পুত্র।

কার্ভালো। পিস্তল ফেলিয়ে দে রে কোয়েল্‌হো!

আঞ্জেলিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতেই কহিল:

আঞ্জেলিকা। কালো কুত্তা দেখে শাদা কুত্তার হাত পা পেটে সেঁধিয়ে গেল যে! চাবুক হাকড়া, পিস্তল হাতে লে!

[কার্ভালো। তোকে শালী দেখে লি!

চাবুক তুলিল

প্রতাপ। কার্ভালো!

কার্ভালো প্রতাপের দিকে ফিরিল

সুন্দর। চাবুক নামাও চাঁদ। নইলে লাঠির ভেল্কীতে মুণ্ডুটি বেমালুম উড়ে যাবে।

কার্ভালো। আঞ্জেলি আমার জেনানা আছে। আমি রাখব থাকবে, আমি মারব মরবে।

সুন্দর। সেটি আমাদের সাম্নে চলবে না, চাঁদ।

কার্ভালো। কেনো?]

প্রতাপ। শোন কার্ভালো, তোমরা আমাদের দেশে এসে আমাদের মেয়েদের অসম্মান করো বলে নিজেদের মেয়েদেরকেও সম্মান দিতে ভুলে গেছ। আমরা জানি স্ত্রীলোক মাত্রেই আমাদের মা।

আঞ্জেলিকা। মা! আমি বাঙালী রাজার মা।

প্রতাপ। সত্যিই তুমি আমাদের মা।

আঞ্জেলিকা। পর্ত্তুগীজ মায়ের বাঙালী ছেলে!

প্রতাপ। মা গো, তোমাদের পর্ত্তুগীজ পুরুষরা যদি দস্যুর মতো না এসে বন্ধুর বেশে দেখা দিত, তাহলে বাংলা তাদের বুকে তুলে নিত। আশ্রয় পাবার জন্য যখনই যে সাম্নে এসে দাঁড়িয়েচে, জননী বঙ্গভূমি তখুনি শ্যাম অঞ্চল তলে তাঁকে টেনে নিয়েচেন। ফিরিয়ে কাউকে তিনি দেননি!

আঞ্জেলিকা। আমি জানে পর্ত্তুগীজ লুটে নেয় বাঙ্গালার সোনা-দানা মেয়ে-মরদ।

প্রতাপ। আর আমরা দেবনা ওদের সেই উপদ্রব করতে।

কার্ভালো। পারবে না, বাবা, পারবে না।

সুন্দর। দেখে নিও চাঁদ।

কার্ভালো। হাঁ, হাঁ, দেখে লিতেই চায়। আজ কায়দায় পেলে আমাদের কাবু করলে। ফিন জাহাজ লিয়ে ফিরব ত কামান দেগে তোমাদের কবর বানাবো।

প্রতাপ। কিন্তু আজ যদি তোমাদের জাহাজ ভাসাতে না দি? বন্দী করে যদি যশোরে নিয়ে যাই?

কার্ভালো। তোমার খুড়ো-রাজা বসন্ত রায় ডর পাইয়ে ছেড়ে দেবে। দেবেনা যদি, পর্ত্তুগীজ আসবে গোয়া থেকে, আসবে দামন থেকে, দ্যিউ থেকে। তোমার যশোর ছিনিয়ে নেবে। কাতিযে দেবে তোমাদের গলা। হাঃ হাঃ হাঃ।

প্রতাপ। আর যদি তোমাদের হত্যা করি?

কার্ভালো। রাজা!

প্রতাপ। হত্যা করে তোমাদের রক্তাক্ত দেহ এই নিভৃত বনপ্রান্তে সারাদিন ফেলে রাখব। ক্রমে ক্রমে আঁধার নেমে আসবে, আসবে ছুটে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের দল টাটকা রক্তের গন্ধ পেয়ে। তারপর···তারপর কি হবে জানো কার্ভালো?

কার্ভালো। রাজা!

প্রতাপ। তারপর রাত্রি শেষে প্রভাতের সূর্য্যালোকে দেখা যাবে ব্যাঘ্রের ভোজনাবশিষ্ট খানকয়েক অস্থি পঞ্জর। হত্যার সংবাদ গোয়া দমন দ্যিউতে বয়ে নেবার জন্য বেঁচে থাকবে কে বলতে পার বোম্বেটে পর্ত্তুগীজ?

কার্ভালো। ওই মতলব নিয়েই কি আমাদের আজ তুমি ঘিরে ফেল্লে রাজা!

প্রতাপ। যে দুঃসাহস বুকে নিয়ে বিয়ে বাড়ীতে হানা দিয়ে বর-কনেকে বেঁধে নিয়ে এলে, সম্ভ্রান্তঘরের বধূদের, স্বামীদের, কুমারী কন্যাদের হাতের তেলো ছ্যাঁদা করে বেত গলিয়ে হালি বেঁধে টেনে নিযে এলে ক্রোশের পর ক্রোশ, দাস-দাসীরূপে দেশে দেশে বেচে অর্থ সঞ্চয়ের অপরিসীম লোভ্ নিয়ে—সেই সীমাহীন দুঃসাহস নিজেদের মৃত্যু সম্ভবনায় এত সহজে বাষ্প হযে উপে গেল কেন বলতে পার মিথ্যা বীরত্বের আস্ফালনে স্ফীত পর্ত্তুগীজ?

কার্ভালো। রাজা!

কোযেলহো। রাজা!

প্রতাপের পদতলে পড়িল

প্রতাপ। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও বোম্বেটে।

আঞ্জেলিকা। রাজা!

প্রতাপ। ওঠ, মা! বুঝি তুমি ওদের ক্ষমা করতে এসেচ। শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, সুন্দর?

শঙ্কর। ওদের ক্ষমাই কর প্রতাপ। আঘাতের ক্ষতে অন্তরের অমৃত-প্রলেপ দিযে ব্যথা দূর করবার কৌশল আমরা জানি।

সূর্য্যকান্ত। কিন্তু তাই জানি বলে আরো কতকাল উদ্ধত বিদেশী দস্যুর এই উপদ্রব ক্ষমা করবার মহানুভবতার পরিচয় দিযে নিজেরা সর্ব্বহারা হয়ে থাকব, বলতে পার শঙ্কর?

প্রতাপ। সত্য শঙ্কর। মগ আর পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেদের এই উপদ্রব দেশের লোক আর কতকাল নীরবে সহ্য করবে?

শঙ্কর। ততদিনই সহ্য করতে হবে, যতদিন না দেশের লোকরাই এগিয়ে আসবে এই উপদ্রব নিবারণ করতে। উপদ্রব যারা নীরবে

সহ্য করে, উপদ্রব তাদের প্রাপ্য। তুমি আমি সূর্য্যকান্ত সুন্দর আমাদের সব পাইক বরকন্দাজ সৈনিক নিয়োগ করেও আত্মরক্ষায় অক্ষম অনিচ্ছুক ভীরুদের রক্ষা করতে পারব না।]

প্রতাপ। যাও কার্ভালো এবারের মতো তোমাদের আমরা মার্জ্জনা করলাম। তোমাদের দলবল নিয়ে আমাদের রাজ্য ছেড়ে চলে যাও। আর ফিরে এসো না।

কার্ভালো। চলে আয় আঞ্জেলি!

আঞ্জেলিকা। তোদের সাথে আমি আর যাবে না। বাঙালী রাজার মা হয়ে আমি ডাকুর সাথে আর থাকবে না।

কার্ভালো। আমার জানানা তুমি কেড়ে লিবে, রাজা?

প্রতাপ। তোমাদের মতো আমরা পশু নই পর্ত্তুগীজ। যাও মা, তোমার আপন জনের সঙ্গে দেশে ফিরে যাও।

আঞ্জেলিকা। আমার বাপ আমার মাকে বেচে দিযে এলো জাভায়! কার্ভালোর সাথে আমি যাবে না।

কার্ভালো। আচ্ছা শালী! চলে আয় কোযেলহো, পিছে দেখে লোবো।

কয়েলহোকে টানিয়া লইয়া কার্ভালো চলিয়া গেল।

প্রতাপ। ওরা চলে যায় শঙ্কর।

শঙ্কর। যেতে দাও প্রতাপ।

সূর্য্যকান্ত। পশুকে আয়ত্তে পেয়ে ছেড়ে দিলে জীবন বিপন্ন হয়, তাও কি ভুলে গেলে শঙ্কর?

শঙ্কর। ভুলিনি। কিন্তু তুমিও ভুলো না সূর্য্যকান্ত, প্রতাপ এখনো যুবরাজ। এখন পর্ত্তুগীজের সঙ্গে বিরোধে প্রবৃত্ত হওয়া প্রতাপের ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে। সময় যখন আসবে সূর্য্যকান্ত, তখন কোন দস্যুকেই আমরা মার্জ্জনা করব না।

প্রতাপ। আজও কি সময় আসেনি, শঙ্কর?

শঙ্কর। না প্রতাপ, আজও সময় আসেনি।

সূর্য্যকান্ত। আজ আমরা তাহলে কি করব?

শঙ্কর। আজ সমগ্র বাঙালী জাতির হয়ে ভাগ্যবিধাতার কাছে শুধু এই আবেদনই উপস্থিত করব—হে উপদ্রুত মানবের পরিত্রাতা, দিক থেকে দিগন্তে অত্যাচারের স্রোত বয়ে চলেচে, তবুও তুমি কি আমাদের ত্রাণের কর্ত্তা হয়ে রুদ্র রূপ ধরে অবতীর্ণ হবে না?

প্রতাপ। এখনো প্রার্থনা? এখনো শুধু আবেদন, নিবেদন? না শঙ্কর, সে দীনতা আমাদের ত্যাগ করতে হবে। দিকে দিকে মহাকালের ডমরু বেজে উঠেচে, প্রলয় ঝঞ্ঝায় রথ হাঁকিয়ে ছুটে আসচেন প্রলয়েশ, ভোলানাথের ভৈরব বিষাণে ধ্বনিত হয়েচে যুগান্তরের বাণী। শঙ্কর, শঙ্কর, দিবস গণনা এখন নিষ্ফল। শিথিল রাজ হস্ত থেকে শাসনদণ্ড এখুনি কেড়ে নিয়ে আমাদের অধিকার যদি না প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে এই মহালগ্ন বিফলে চলে যাবে, স্বাধীন বাঙ্গলা আর পাবে না।

চতুর্থ দৃশ্য

যশোর। রাজা বসন্ত রায়ের রাধাগোবিন্দের মন্দিরের নাট মন্দির। বসন্ত রায় এবং তাঁহার বয়স্য সনাতন উপবিষ্ট। বসন্ত আবৃত্তি করিলেন।

বসন্ত রায়। এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন

ইথে কি আছে পরতীত রে।

কমলদলজল, জীবন টলমল

ভজহুঁ হরিপদ নিতরে॥

শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজন ধেয়ান, আত্ম-নিবেদন
গোবিন্দ দাস অভিলাষরে॥

দুই কর ললাটে স্পর্শ করিলেন

সনাতন। সাধু বসন্ত, সাধু, সাধু!

দূরে কোলাহল।

বসন্ত রায় উঠিয়া দাঁড়াইলেন

বসন্ত রায়। এ সময়ে এত কোলাহল কেন সনাতন?

সনাতন। আমি দেখে আসি ছোট রাজা, আমি দেখে আসি।

বাহির হইয়া গেল। কোলাহল বাড়িল, পিস্তলের আওয়াজ হইল

বসন্ত রায়। পিস্তল কে ছোড়ে?

সনাতন ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

সনাতন। বসন্ত! সর্ব্বনাশ! বোম্বেটে! ডাকাত! ওই ছাখ বসন্ত, দানবের মতো!

বসন্ত রায়। তাইত! এ যে কালান্তক যম সম দুর্ব্বার!

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই কার্ভালোর কণ্ঠ শোনা গেল।

কার্ভালো। (নেপথ্যে) রাজা! রাজা!

পিস্তল হাতে লইয়া প্রবেশ করিল

রাজা! রাজা বসন্ত কোথা আছে ?

বসন্ত রায়। তুমি কে ?

কার্ভালো। ডোমিঙ্গো কার্ভালো।

বসন্ত রায়। ও। তুমিই কার্ভালো ?

কার্ভালো। হাঁ, ডোমিঙ্গো কার্ভালো। আমার নাম শুনলো তুমি!

বসন্ত রায়। খুব দুর্নাম শুনিচি।

কার্ভালো হো হো করিয়া হাসিল

বিস্তর খুঁজিচিও তোমাকে।

কার্ভালো। আমাকে খুঁজলো তুমি ?

বসন্ত রায়। হ্যাঁ।

কার্ভালো। এখন দেখিয়ে লাও

বুক ফুলাইয়া বসন্তরায়ের সামে দাঁড়াইল।

দেখলো ?

কার্ভালো তোমার ভাতিজার নামে আমার নালিশ আছে রাজা।

বসন্ত রায় আমার ভাতিজা……

কার্ভালো পেরতাপ রায়। তোমার ভাতিজা পেরতাপ রায় আমার মেয়ে মানুষ আঞ্জেলিকে ফুসলিয়ে লিয়ে এলো।

বসন্ত রায়। সাবধান কার্ভালো! আমার প্রতাপের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ো না।

কার্ভালো। মারির নাম লিয়ে মাইরি বলচি রাজা, আমার মেয়ে মানুষ আঞ্জেলিকা, পেরতাপ রায় তাকে দেখিয়ে মজলো, পীরিত জমালো, ফুসলিয়ে লিয়ে এলো—যশোর।

সনাতন। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

কার্ভালো। আমার আঞ্জেলিকে কলিজায় পাব না ত যশোরে আমি আগ লাগাবো—কামান দাগিয়ে কবর বানাবো।

বসন্ত রায়। উদ্ধত ফিরিঙ্গি!

কার্ভালো। বোলো, রাজা, তোমার বাত আমি শুনবো!

বসন্ত রায়। যশোরে তোমরা যে উপদ্রব করচ, আমার প্রজারা তাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেচে।

কার্ভালো। তুমি রাজা? আমার বিচার চায় তুমি?

বসন্ত রায়। রাজার কর্ত্তব্য তাই।

কার্ভালো। তোমার ভাতিজার বিচার হোবেনা রাজা?

বসন্ত রায়। তোমার অভিযোগ সত্য নয়।

কার্ভালো। বিচার না করিয়ে তুমি জানিয়ে দিলে আমি মিছে বোল্লো?

বসন্ত রায়। প্রতাপ আমার শিষ্য। আমি তাকে জানি।

কার্ভালো। তুমি আঞ্জেলিকে দেখ্‌লো না। তোমার ভাতিজা দেখলো আর মজলো।

বসন্ত রায়। কার্ভালো!

কার্ভালো। রাজা!

বসন্ত রায়। যুবরাজ প্রতাপাদিত্যের নামে মিথ্যে অভিযোগ করচ বলে তোমাকে দণ্ড নিতে হবে।

কার্ভালো। রাজা!

বসন্ত রায়। বল দস্যু।

কার্ভালো। তুমি ভাবলো আমি আগু-পিছু না দেখিয়ে তোমার ডেরায় মাথা সেঁধিয়ে দিল? ইছামতীর বাঁকে আমার জাহাজ রেখে এলো। জাহাজ আছে, কামান আছে, পিস্তল, বন্দুক, জওয়ান পর্তুগীজ।

বসন্ত রায়। হুঁ। বোঝাতে চাও আমার রাজধানী লুঠ করবার আয়োজন করে এসেচ ?

কার্ভালো। আমার মেয়েমানুষ চুরি হোলো। চুরি করলো তোমার ভাতিজা। আমার আঞ্জেলিকে আগে চাই, পিছে চাই বিচার, তোমার ভাতিজার বিচার।

বসন্ত রায়। বার বার মিথ্যে কথা বলে তুমি আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাচ্ছ ফিরিঙ্গি।

কার্ভালো। মিছে কথা নয় রাজা! মারীর নাম লিযে বলছি মিছে নয়।

বসন্ত রায়। তোমরা ফিবিঙ্গি দস্যুরা মেরীর নাম নিযেও মিছে কথা বল আমরা জানি।

কার্ভালো। বিচার হোবেনা রাজা ?

বসন্ত রায়। অভিযোগই মিথ্যে। বিচার হবে কি ?

কার্ভালো। ডাক তোমার ভাতিজাকে।

বসন্ত রায়। প্রতাপ রাজধানীতে নেই।

কার্ভালো। আমি ভাবলো তুমি রাজা বোসন্ত রায় মানুষ আছ, দেখলো তুমি ভি মানুষ আছ না।

বসন্ত রায়। বাঙ্গলার কতটুকু তুমি দেখেচ দস্যু।

কার্ভালো। খুব দেখলো রাজা। আমার হাতে এক বন্দুক থাকবে ত হাজার হাজার বাঙ্গালী গরু জরু ছেড়ে পালাবে। দু'শ তঙ্কা পাবে ত জওয়ানী মেয়ে আমার হাতে তুলে দেবে। দু'চার তঙ্ক পাবে ত বাতলে দেবে কৌন গাঁয়ে কৌন বেটা রইস আছে, কার ঘরে আছে জওয়ানী জেনানা। মানুষ এমন কাজ করে রাজা ?

বসন্ত রায়। তোমার এসব কথা একেবারে মিথ্যে বলতে পারচি না বলে আমি লজ্জিত।

কার্ভালো। কোন মুখ নিয়ে বলবে রাজা? আমরা জাহাজ নিয়ে তোমার দেশে আসি। তোমার ধন দৌলত ঔরত সব লুটে নি। হ্যাঁ, লুটে নি কবুল করি। সাত সাগর পেরিয়ে জাহাজ ভাসিয়ে এলো লুটে-পুটে খাবারই লেগে বাবা। লুটি আমরা, খবর দেয় তোমার দেশের লোক। খবর না দিত, আমরা জানতেও পেত না কোথা কি আছে। জানতেও পেতনা, লুটে নিতেও পেতনা। এখোন ডাকো তোমার ভাতিজাকে।

বসন্ত রায়। প্রতাপের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা গেলো?

কার্ভালো। ধূমঘাটের দশ কোশ দূরে, ময়নাডালের বোনে।

বসন্ত রায়। তার সঙ্গে তোমার দ্বন্দ্ব হয়েছিল?

কার্ভালো। পুচকে বাঙ্গালী লড়বে আমার সাথে! আমি শুনলো, তোমার ভাতিজা। খাতির কত করলো। পর্তুগীত নাচ দেখালো, গাহন শোনালো, নজরাণাও কিছু দিলো। আর ফাঁক না পেয়ে তোমার ভাতিজা আমার আঞ্জেলিকাকে নিয়ে সরে পোলো।

বসন্ত রায়। তোমার কোন কথাই আমি বিশ্বাস করি না। তবুও তুমি বিচারপ্রার্থী। তোমার আবেদন আমি উপেক্ষা করতে পারি না। অতিথিশালায় গিয়ে তুমি অপেক্ষা কর। প্রতাপ রাজধানীতে ফিরে এলে তোমাকে ডেকে পাঠাবো, বিচার করব। কিন্তু জেনে রাখ যে জঘন্য অভিযোগ তুমি এনেচ, তা মিথ্যে প্রমাণিত হবে। আর তার জন্য তোমাকে দণ্ড নিতে হবে। কে আছ?

প্রতিহারী-প্রবেশ করিল

এই ফিরিঙ্গিকে কেরেস্তান অতিথিশালায় নিয়ে যাও। এর সেবা যত্নের যেন কোন ত্রুটি না হয়।

প্রতিহারী। এস বোম্বেটে।

কার্ভালো একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া প্রতিহারীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

বসন্ত রায়। কী অপরিসীম ঔদ্ধত্য নিয়ে এই ফিরিঙ্গি জলদস্যুর দল কুমীরের মতো বাঙ্গালার নদী-নালা বয়ে উঠে এসে নিরীহ নর-নারীর সর্ব্বস্ব গ্রাস করচে!

সনাতন। ব্যাটা বোম্বেটে! বুকে বসে বেয়াদবী করে গেল! ছোটরাজা মানুষ ভালো, তাই ব্যাটাকে তুষিয়ে বুঝিয়ে অতিথিশালায় পাঠিয়ে দিলেন। আমি যদি রাজা হতাম, ওকে কোমর পর্য্যন্ত মাটিতে পুঁতে কুকুর লেলিয়ে দিতাম। কুকুর ওর মাংস ছিঁড়ে নিত, আর আমি কুকুরে খাওয়া ঘায়ে নুন ছড়িয়ে দিতাম, নুন ছড়িয়ে দিতাম।

বসন্ত রায়। ভেবেছিলাম সৎ আলোচনায় সকালটা কাটিয়ে দোব। কিন্তু এই কুৎসিত অভিযোগ……

সনাতন। আর তাও বলি। প্রতাপ যে স্থির হয়ে রাজধানীতে থাকতে পারে না, তারও কারণ কিছু আছে নিশ্চিত। তুমি যুবরাজ প্রতাপাদিত্য, তুমি যে হাটে গঞ্জে, বাজারে বন্দরে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াও তার কি কোনই অর্থ নেই?

বসন্ত রায়। সত্যিই কি প্রতাপের চরিত্রে কোন দোষ দেখা দিল?

সনাতন। দিয়েচে যে জোর করে তা বলা না গেলেও, দিতে পারে তা একটা ঢোক গিলে বলা চলে ছোটরাজা। বিবেচনা কর বাজারে বন্দরে কত রকম মেয়েছেলেই ত থাকে। তারপর ওই ফিরিঙ্গি মেয়েগুলো, ওরে বাপ্‌স্‌, বুক ফুলিয়ে নিতম্ব দুলিয়ে খুট খুট করে যখন পথ কাঁপিয়ে চলে যায়, তখন গোপীজনবল্লভ রাধারমণকে স্মরণ করে বলতে ইচ্ছে হয় হায় রে বোকার ডিম! একটা বাসনা-কামনাহীন কামগন্ধ

বর্জ্জিতা গয়লানীর পীরিতে হাবুডুবু খেয়ে গোকুলে আকুল হয়ে পড়ে রইলে, আজকার এই সুদিনে ধরাধামে অবতীর্ণ হবার পথ খুঁজে পেলে না? আজ যদি ফিরিঙ্গি-ললনা শোভিত শ্রী বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হতে, তাহলে পরকীয়া প্রীতির রসে পাল্কযা হয়ে ভাসতে, ডুবতে, চাই কি ফুলে ঢোল হতেও পারতে।

একজন প্রতিহারী আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল

প্রতিহারী। যুবরাজ জানতে চাইছেন এখন কি তিনি আপনার দর্শন পাবেন?

বসন্ত রায়। প্রতাপ?

প্রতিহারী। হ্যাঁ, মহারাজ।

বসন্ত রায়। প্রতাপ কখন রাজধানীতে ফিরে এসেচেন?

প্রতিহারী। কাল রাতে।

বসন্ত রায়। কাল রাতে।

প্রতিহারী। হ্যাঁ, মহারাজ!

বসন্ত রায়। বল গিযে আমি তাঁরই অপেক্ষায আছি।

প্রতিহারী চলিয়া গেল

কাল রাতে এসেচে! ফিরিঙ্গি কার্ভালো ত সত্যই বলেছিল প্রতাপ রাজধানীতে আছে।

সনাতন। ফিরিঙ্গির কোন কথাই মিথ্যে নয়। ওই দ্যাখ একটা ফিরিঙ্গি অশ্বিনী খুট খুট করে এগিয়ে আসচে ওদের সঙ্গে। হায়! হায়! ছোটরাজা, তোমার সোনার যশোর ডাইনীর মায়ায় রাক্ষস-পুরী হবে!

বসন্ত রায়। চুপ সনাতন। (আগে শুনতে দাও, জানতে দাও।)

সনাতন। লুকো-ছাপা আর কিছু রইল না। রাজ্যময় এতক্ষণ ঢি-ঢি পড়ে গেছে।

বসন্ত রায়। চুপ কর সনাতন, তুমি চুপ কর।

প্রতাপ প্রভৃতি প্রবেশ করিল। প্রতাপ পদধূলি লইয়া কহিল :

প্রতাপ। কাল গভীর রাত্রে রাজধানীতে ফিরে এসেচি।

বসন্ত রায়। তাই বুড়ো বাপ-খুড়োকে খবর দেওয়া প্রযোজন মনে করনি!

প্রতাপ। অত রাতে আপনাদের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে সাহস হোলো না।

বসন্ত রায়। দিনের আলোয় অপকীর্ত্তির প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে বুক ফুলিয়ে আমার সাম্নে এসে দাঁড়াতে ত শঙ্কাও হোলনা, সঙ্কোচও এল না!

প্রতাপ। আপনি এ কি বলচেন মহারাজ?

বসন্ত রায়। কে ওই বিদেশিনী নারী?

প্রতাপ। ওর কথা, আর অভাগা এই সত্যবানের কথা বলব বলেই ত ওদের সঙ্গে নিয়ে আপনার কাছে এসেচি।

বসন্ত রায়। সে কথা গোপন নেই।

প্রতাপ। আপনি শুনেচেন সব?

বসন্ত রায়। কার্ভালো অভিযোগ করেচে।

প্রতাপ। কার্ভালো! কোথায় সে?

সনাতন। ছোটরাজা তাকে অতিথিশালায় পাঠিয়েচেন।

প্রতাপ। কারাগার যার স্থান, সে আশ্রয় পেল রাজ-অতিথিশালায়?

বসন্ত রায়। রাজধর্ম্মও কি আজ আমাকে তোমার কাছে শিখ্‌তে হবে প্রতাপ?

প্রতাপ। মহারাজ, যশোরের দীনতম প্রজা হিসেবে আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি, মঘ আর ফিরিঙ্গিদের উপদ্রব থেকে প্রজাবৎসল রাজা আপনি, অসহায় প্রজাকুলকে রক্ষা করুন।

বসন্ত রায়। প্রজার হিতাহিত আমরা কি বিবেচনা করিনা প্রতাপ?

শঙ্কর। (সত্যবানকে ধরিয়া) সর্ব্বহারা এই তরুণের দিকে একবার চেয়ে দেখুন মহারাজ। কমলপুরের এই জমিদার নন্দন সাধু সত্যবান পলাশডাঙ্গার জমিদার রুদ্রনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করতে গিয়েছিলেন। শুভ গোধূলি লগ্নে বর সভা শোভন করলেন। পার্শ্বে স্থাপিতা হলেন সালঙ্করা গৌরী কিশোরী। মঙ্গল শঙ্খ বেজে উঠ্‌ল। পুরনারীরা হুলুধ্বনি দিলেন। পুরোহিত করলেন মন্ত্রোচ্চারণ। রুদ্রনারায়ণ কন্যাসম্প্রদান করবার জন্য কন্যার করকমল বরের হাতে স্থাপন করলেন, তরুণ এই বর করলেন কন্যার পাণীপীড়ন। এমনই সময় মহারাজ, জল-কল্লোলসম জন-কোলাহলে সভা স্থল কেঁপে উঠ্‌ল, উজ্জ্বলিত দীপমালা একে একে নিভে গেল, বন্দুকের মুহুর্মুহু শব্দের সঙ্গে সঙ্গে মর্ম্মভেদী হাহাকারে দশদিক আর্ত্তনাদ করে উঠল, বিবাহোৎসব হলো হত্যার উৎসবে পরিণত।

বসন্ত রায়। কার এই অমানুষিক উপদ্রব শঙ্কর?

প্রতাপ। পর্ত্তুগীজ জল-দস্যুর, নায়ক যার ডোমিঙ্গো কার্ভালো।

বসন্ত রায়। কার্ভালোর এই নিষ্ঠুর আচরণ!

সূর্য্যকান্ত। সেই নিষ্ঠুর হত্যা থেকে যারা পরিত্রাণ পেল মহারাজ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সেই সব নর-নারীকে, বিবাহ-আসরের বর ও বধূকে বেঁধে নিয়ে গেল পর্ত্তুগীজ দস্যুদল।

বসন্ত রায়। তারপর সূর্য্যকান্ত, তারপর?

সুন্দর। তার পরের দৃশ্য আমি স্বচক্ষে দেখিছি মহারাজ, স্বকর্ণে

শুনিচি উপদ্রুত নর-নারীর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ। (বন্দী সেই হতভাগ্যদের হাতের তেলো ছ্যাদা করে, তাতে বেত গলিয়ে দিয়ে হালি বেঁধে ক্রোশের পর ক্রোশ তাদের টেনে নিয়ে গেল। ক্রোশের পর ক্রোশ আমি তাদের অনুসরণ করিচি মহারাজ, দেখিচি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তারা ম্রিয়মাণ, অতিরিক্ত শ্রমে কেঁপে কেঁপে তারা মাটিতে পড়ে গেছে, আর তাদের নুব্জ দেহের উপর অবিরাম বর্ষিত হয়েচে চর্ম্ম-চাবুকের তীব্র কশাঘাত।)

বসন্ত রায়। আমাদেরই রাজ্যে!

প্রতাপ। হ্যাঁ, মহারাজ। বিক্রমাদিত্য-বসন্ত রায় প্রতিষ্ঠিত সোনার এই যশোরে।

বসন্ত রায়। তারপর?

আঞ্জেলিকা। তারপর আমি বোলব রাজা। (সব দেখলো আমি। কাঁটা আর চাবুকের ঘায়ে লালে-লাল হালি-গাঁথা জওয়ান-জওয়ানী ছাতি চাপড়ায় আর জল মাগে। কাঁদে, জল! জল! জল! পর্ত্তুগীজ থুথু ফেকে তাদের মুখে। ভুখের লেগে ভূঁইয়ে লুটিয়ে পড়ে তারা চায় দানা, চায় পানি।) পর্ত্তুগীজ মুঠো মুঠো চাল ছড়িয়ে দেয় ভূঁইয়ে—যেমন দেয় হাঁস-মোরগকে, ছাগল-শুয়ারকে, আর রাজা, বাঙালী মেয়ে-মরদ উবু হয়ে জিভ দিয়ে তুলে নেয় সেই চাল, দাঁতে কেটে জান বাঁচাতে চায়! আমি দেখলো রাজা, এই আঁখ দিয়ে সব দেখল!

বসন্ত রায় উত্তেজিত হইয়া ডাকিলেন

বসন্ত রায়। এই! কে আছ? অতিথিশালা থেকে ফিরিঙ্গি কার্ভালোকে এখুনি নিয়ে এস। তাকে বোলো প্রতাপ রাজধানীতে ফিরে এসেচেন। এখুনি বিচার হবে।

ভজনরাম চলিয়া গেলেন

সনাতন। ব্যাটা দস্যু দুষমণ! নিজের পাপ চাপা রেখে প্রতাপকে চায় দোষী করতে। হীরের টুকরো প্রতাপ।

সত্যবান। মহারাজ!

বসন্ত রায়। বালিকা সেই বধূ কোথায় প্রতাপ?

সকলে মাথা নত করিল

তাকে কি তোমরা উদ্ধার করতে পারনি?

প্রতাপ। ফুলের মতো কোমল সেই বালিকা মুক্তি পেয়েও শক্তি ফিরে পেল না! তার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া সহসা বন্ধ হয়ে গেল। মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে সে অমৃতলোকে চলে গেল।

ভজনরাম ছুটিয়া আসিল

ভজনরাম। মহারাজ, অতিথিশালায় ফিরিঙ্গি নেই। সেখানে সে যায়নি।

বসন্ত রায়। তবে কোথায় গেল সেই দুর্ব্বৃত্ত?

ভজনরাম। সে কথা কেউ বলতে পারেনা মহারাজ।

প্রতাপ। মহারাজ, কার্ভালোর সন্ধান এখন পাবেন না। ধূর্ত্ত নিশ্চিতই কোন গূঢ় অভিসন্ধি নিয়ে এসেছিল। আবার যখন আসবে হয়ত কোন অমঙ্গল নিয়েই আসবে।

সনাতন। ওরে বাবা! সৈন্য সামন্ত নিয়ে রাজধানী আক্রমণ করবে না কি রে বাবা! নদে থেকে যশোর পালিয়ে এলাম, এখন যশোর থেকে পালিয়ে কোথায় গিয়ে প্রাণ বাঁচাইরে, বাবা!

বসন্ত রায়। থাম সনাতন, থাম।

সনাতন। ভোল কেন রাজা, আমার ঘরে তৃতীয় পক্ষ, ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী। ব্যাটার নজরে যদি পড়ে।

বসন্ত রায়। আঃ সনাতন!

[সনাতন। সনাতনকে না ধমকে তোমার প্রতাপকে শাসন কর রাজা। প্রতাপ যদি ওই ফিরিঙ্গি অশ্বিনীকে ফুসলে যশোরে না আনত, তাহলে সোনার যশোর বোম্বেটের পায়ের চাপে ধুলো হয়ে যেত না।]

সনাতন চলিয়া গেল

প্রতাপ। মহারাজ! আদেশ করুন, রাজধানী তন্ন তন্ন তল্লাস করে কার্ভালোকে খুঁজে বার করি।

বসন্ত রায়। সে-কাজ তোমাদের নয়। তোমরা এখানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর। কার্ভালোর সন্ধানে লোক নিয়োগ করে আমি এখুনি ফিরে আসচি।

বসন্ত রায় চলিয়া গেলেন

পঞ্চম দৃশ্য

সনাতনের গৃহ-প্রাঙ্গণ। তিন দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা, একদিকে খোড়ো ঘর। সনাতনের তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কাদম্বিনী বারান্দায় বসিয়া প্রসাধন করিতেছে আর গান গাহিতেছে। হঠাৎ বেড়া টপকাইয়া কার্ভালো তাহার সাম্নে উপস্থিত হইল। কাদম্বিনী চমকাইয়া উঠিল।

কাদম্বিনীর গান

আমার রুচির সাথে কি বন্ধু
মিলবে তোমার রুচিতে।
কে আছে মোর দরদীরে
কারে বা যাই পুছিতে॥
মনের বনের ফুলের রেণু
মুখ ভরে মাখায়ে এনু
ভালবাসার টিপ গড়েছি
কাচ পোকার ঐ কুঁচিতে॥

দুটী পায়ে আলতা পরাই।
রাঙা অনুরাগে
মিহিন সূতার রঙীন বাসে
বুকের আশা জাগে।

অগুরুর সুগন্ধ ধূমে
এলোকেশ মোর চরণ চুমে,
পরলো বাঁধন সোহাগ সাধন
গুছির পরে গুছিতে।

কাদম্বিনী। কে!

কার্ভালো। ডোমিঙ্গো কার্ভালো। দেখিয়ে লাও।

ভঙ্গী করিয়া দাঁড়াইল

কাদম্বিনী। আ মোলো! মুখ পোড়ার ঢং ছাখ।

কার্ভালো। বাঙ্গলোয় এমন মরদ আছে না।

কাদম্বিনী। দাঁড়া মুখপোড়া, আঁশ-বটিটা আগে নিয়ে আসি!

ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইল। কার্ভালো মোহরভরা একটা থলে ফেলিয়া দিল। সোনার শব্দ শুনিয়া কাদম্বিনী ফিরিয়া দাঁড়াইল।

এতে কি আছে?

কার্ভালো। নজরাণা! পর্ত্তুগীজ নজরাণা দিলো!

কাদম্বিনী। ও! তুমি পর্ত্তুগীজ!

কার্ভালো। দেখিয়ে মালুম হোয় না?

কাদম্বিনী। হাঁ, দেখতে অনেকটা বাঁদরের মতোই বটে। তা এ বাড়ীতে ঢুকেচ কেন? পেছনে কলার বাগিচা দেখেচ বলে?

কার্ভালো। না, তোমাকে দেখতে পেলো বোলে।

কাদম্বিনী। তা আমার ত বাপু বাঁদর পোষবার সথ নেই।

কার্ভালো। আমার সাধ হোলো তোমার গোলাম বনতে।

কাদম্বিনী। পারবে গোলামী করতে ?

কার্ভালো। জরুর !

কাদম্বিনী। তাহলে শোন।

কাদম্বিনী বসিল

কার্ভালো। বোলো।

তুলসীমঞ্চে বসিতে উদ্যত হইল

কাদম্বিনী। আরে ! আরে ! ওটা তুলসী মঞ্চ ! আমার পূজোর যায়গা !

একটা জল চৌকি টানিয়া দিয়া কহিল

এই চৌকিতে বোস।

কার্ভালো চৌকিতে পা রাখিয়া সেই তুলসীমঞ্চের ওপরই বসিল।

দ্যাথ, বাঁদরের কাণ্ড।

কার্ভালো। বোলো ! কৌন্ বলবে ?

কাদম্বিনী। গোলামী করতে চাইছ ত ?

কার্ভালো। হাঁ।

কাদম্বিনী। আমার গোলামী করতে হলে দু'বেলা দু'মণ কাঠ কাঠতে হবে, দশঘড়া জল টানতে হবে, আমার শ্যামলী-ধবলীকে মাঠে নিয়ে গিয়ে ঘাস খাওয়াতে হবে।

কার্ভালো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং হাসিয়া হাসিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

খুব যে হাসচ তুমি !

কার্ভালো। হাসির বাত শুনলো হাসবনা কেন ?

কাদম্বিনী। যা বল্লাম তা পারবে না।

কার্ভালো। ও কাম আমি কখনো করব না।

কাদম্বিনী। তবে আমার গোলামীর কাজ তোমাকে দিয়ে হবে না।

কার্ভালো। কেন হবে না? তোমারে ছাতি পর লিয়ে আমি ঘুরব।

কাদম্বিনী। এই মরেচে রে!

উঠিয়া দাঁড়াইল

কার্ভালো। মোরলো না বাঁচল। আঙ্গেলি মেরে রাখলো, তুমি বাঁচিয়ে দেবে।

কাদম্বিনী। হুঁ। তোমার কোমরে ওটা কি ?

কার্ভালো। পিস্তল।

পিস্তল বাহির করিয়া ধরিল

কাদম্বিনী। ও দিয়ে কি কর তুমি।

কার্ভালো। মানুষ মারি।

কাদম্বিনী। ওই এত্তটুকু একটা জিনিষ দিয়ে।

কার্ভালো। দশ বিশ রশি দূরে থাকবে ত জারিয়া দোব।

কাদম্বিনী। বল কি!

কার্ভালো। তোমারে আমি শিখিয়ে দোব।

কাদম্বিনী। আমি শিখতে পারব ?

কার্ভালো। জরুর। দেখিয়ে লাও।

কাদম্বিনী নামিয়া আসিল

কাদম্বিনী। হ্যাঁ, দেখিয়ে দাও।

কার্ভালো। পহেলা তাক করবে, যাকে মারতে চাইবে তাকে তাক করবে। পিছে আঙ্গুল দিয়ে টানবে এই ঘোড়া, আওয়াজ হোবে দুম, মানুষ লুটিয়ে পড়বে। দেখলো ?

কাদম্বিনী। হুঁ।

কার্ভালো। বুঝলো ?

কাদম্বিনী। হুঁ।

কার্ভালো। দু-চার দফা চালাবে ত ফট্ ফট্ মানুষ মারতে পারবে।

কাদম্বিনী। আমার মনে যদি আগুন থাকে একবারেই তোমাকে সাবাড় করতে পারব।

কার্ভালো। মনে তোমার আগ আছে কিনা জানলোনা, দেখলো চোখে তোমার আগ আছে।

কাদম্বিনী চট করিয়া বারান্দায় উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কার্ভালোকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ধরিল।

কাদম্বিনী। সতীর মনে আগুন আছে কিনা তাই ত্যাখ্ বোম্বেটে!

কার্ভালো। রোস, রোস, ঘোড়া টানবে ত আমি মরিয়ে যাবে।

হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল

কাদম্বিনী। যে-পথ দিয়ে এসেচ, সেই পথ দিয়ে চলে যাও

কার্ভালো স্থির দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল

অমন করে চেয়ে রয়েচ কেন ?

কার্ভালো। বাঙ্গালায় এমোন জওয়ানী দোসরা দেখলো না।

কাদম্বিনী। যাবে কিনা বল।

কার্ভালো। তোমারে সাথে লিতে মন চায়।

কাদম্বিনী। তাহলে মর।

কাদম্বিনী ঘোড়া টিপিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল। কার্ভালো হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কাদম্বিনী। তুমি হাসচ?

কার্ভালো আউর কি কোরব?

কাদম্বিনী। মরতে তোমার ভয় করে না।

কার্ভালো। এখোন তুমি ঘোড়া টানবে ত আমাকে মারতে পারবে না।

কাদম্বিনী তবে যে তুমি বল্লে তাক করে ঘোড়া টানলেই মানুষ মারা যায়।

কার্ভালো। আমি দাঁড়িয়ে ছিল তুমি তাক করলো, আমি বসে পলো ত তাক্ রইল না। এখোন ঘোড়া টানবে ত গুলী হাওয়ায় চলে যাবে, আমাকে মারবে না।

কাদম্বিনী। এখন কি করতে হবে?

কার্ভালো। ফিন তাক করতে হোবে।

কাদম্বিনী। ফের কখন তুমি সরে যাবে?

কার্ভালো! ফিন তাক করতে হবে!

কাদম্বিনী। নাও, তোমার পিস্তল নাও।

কার্ভালো। আমি জানলো আমাকে তুমি মারতে পারবে।

উঠিয়া হাত বাড়াইয়া পিস্তল লইল

আমার মতো আদমি তুমি আগে দেখলো না।

কাদম্বিনী। না তোমার মতো বাঁদর সত্যিই কখনো দেখিনি।

বলিতে বলিতে বসিয়া পড়িলম আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছিতে লাগিল। কার্ভালো মোহরের থলেটা তুলিয়া তাহার মুখ খুলিয়া মোহর গুলো ঢালিয়া অঞ্জলি পূরিয়া তুলিয়া কহিল।

কার্ভালো। নজরাণা নাও। তুমি রাণী আছ, বাঘিনী রাণী।

কাদম্বিনী। যাও, যাও, তুমি চলে যাও। কেউ যদি তোমাকে এখানে দেখে আমার দুর্নাম রটাবে, আমার জাত যাবে।

কার্ভালো। আঁধার নামবে ত আমি চলিয়ে যাবে, এখোন যাবে না। এখোন যাবে ত পেরতাপ রায ধরিয়ে ফেলবে।

কাদম্বিনী। সেই ভয়ে আমার আঁচলে লুকোতে এসেচ?

কার্ভালো। আমি একা আছে।

কাদম্বিনী। তাই মেয়েছেলেকে ভয় দেখাতে এসেচ।

কার্ভালো। যখন এলো তোমারে লিযে যেতে এলো।

কাদম্বিনী। এখন?

কার্ভালো। এখন জানলো তুমি বাঘিনী-রাণী, তাই নজরাণা দিয়ে সালাম বাজিয়ে চলিযে যাবে। ফিন আসব, ফিন নজরাণা দোব। বাঙ্গলায় এম্নোন জওয়ানী আমি দেখলো না। লিযে লাও নজরাণা।

পুনরায় হাঁটু গাড়িয়া বসিল

সনাতন প্রবেশ করিল

সনাতন। ঢল ঢল কাঁচা···

কার্ভালোকে দেখিয়া

ওরে বাবারে! যে ভয় করেছিলাম, তাই হোলো যে রে! ওরে রামা, এগিয়ে আয় রে রামা, পড়শীদের ডেকে নিয়ে আয় রে রামা···

কাদম্বিনী। (এই করচ কি!) চেঁচাচ্ছ কেন? লোক জানাজানি হলে জাত যাবে যে, দুর্নাম রটবে যে!

সনাতন। তা তুমিই যদি গেলে কাদু, জাত বজায় করে রেখে আমার কি হবে কাদু।

কাদম্বিনী। আমি আবার কোন চুলোয় যাব।

সনাতন। ওই ফিরিঙ্গি বোম্বেটে আমায় মেরে ফেলে তোমায় নিয়ে যাবে। আমি মলে কেবল আমার প্রাণটাই যাবে, কিন্তু তোমাকে নিয়ে গেলে যে আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সবই যাবে কাদু।

কাদম্বিনী। থাম, থাম। ও তোমাকেও মারবে না, আমাকেও নিয়ে যাবে না। ও এসেছে নজরাণা দিতে।

সনাতন। নজরাণা! সে আবার কি?

কাদম্বিনী। দ্যাখ না ওর হাতে রয়েচে।

সনাতন। য্যা! ওরে মোহর, এক থাবা সোনার মোহর। ওরে বাবা! একসঙ্গে অত মোহর কখনো ত দেখিনি বাবা!

কাদম্বিনী। আমাকেই দেবে বলে এসেছে।

সনাতন। ও বোম্বেটে বাবা। সত্যি নাকি বাবা? তোমার হাতের ওই সবগুলো মোহর কি কাদুকেই দেবে বাবা?

কার্ভালো। হাঁ, হাঁ, রাণীকো নজরাণা দেবে। রাণী নেবে না যদি ফিরিয়ে দেয় লিয়ে যাবে।

সনাতন। কেন নেবে না বাবা? আঁচল পেতে নিয়ে নে কাদু, আঁচল পেতে নিয়ে নে। এই দ্যাখ এখনও দাঁড়িয়ে রইল। ওর হয়ে আমিই নিচ্ছি বোম্বেটে বাবা। আমি ওর স্বামী।

কার্ভালো। আমি ভাবলো তুমি ওর বাবা আছ ?

সনাতন। রামচন্দ্র! রামচন্দ্র! ও-কথা কি বলতে আছে বোম্বেটে বাবা ? ওর বাবা ছিলেন আমার শ্বশুর ঠাকুর। ওকে তিনি আমার হাতে সঁপে দিয়ে স্বর্গে গেছেন। তুমিও বোম্বেটে বাবা, তুমিও স্বর্গে যাবে যদি মোহরগুলো আমারই হাতে তুলে দাও।

কার্ভালো। রাণী লেবে ত দেবে। তোমাকে দেব না।

সনাতন। আমি যদি তোমাকে এমন খবর দিতে পারি, যা শুনলে তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

কার্ভালো। বোল, আগে শুনে লি !

সনাতন। তোমার মেয়েমানুষকে দেখে এলাম।

কার্ভালো। আঞ্জেলিকে ?

সনাতন। তাকেই দেখে এলাম।

কার্ভালো তাহার কাঁধ ধরিয়া ঝাঁকুনি দিল

কার্ভালো। কোথা, কোথা দেখলে তুমি !

সনাতন। প্রতাপের সঙ্গে।

সনাতনকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে যাইতে যাইতে কহিল

কার্ভালো। পেরতাপ ! পেরতাপ !

পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া সনাতনের সামে গিয়া কহিল

রাজা বসন্ত বোল্লে পেরতাপ যশোরে আছে না।

সনাতন। প্রতাপ আসতেই বসন্ত রায় তোমার সন্ধানে লোক পাঠালেন। তুমি বোম্বেটে বাবা, তুমি তখন অতিথিশালা থেকে সরে পড়েচ। আমার বাড়ীর ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে কানুকে দেখতে পেয়ে শেয়ালের মতো এইখানেই সেঁধিয়ে পলে। বসন্ত রায়ের দোষ কি ! আমার সঙ্গে চল, এখনই বসন্ত রায় বিচার করবেন।

কার্ভালো। আমি যাবে না।

সনাতন। সে কি বোম্বেটে বাবা বিচার চেয়েছিলে, বিচারও হবে তোমার আঞ্জেলিকেও পাবে।

কার্ভালো। বিচার আমি চায় না।

সনাতন। আঞ্জেলিকে?

কার্ভালো। তাকে ভি চায় না।

সনাতন। তাহলে কি চাও বোম্বেটে বাবা।

কার্ভালো। যশোর।

সনাতন। যশোর!

কার্ভালো। হাঁ, হাঁ যশোর আমি লিয়ে লোব।

সনাতন। কে দেবে?

কার্ভালো। লড়াই করিয়ে লেবে।

সনাতন। কালভৈরব বসন্ত রায়কে জাননা, প্রতাপকে জান না, তার যণ্ডামার্কা স্যাঙাতদের জান না তাই ও কথা বলচ!

কার্ভালো। তুমি মোদ্দর লেবে?

সনাতন। দেবে বোম্বেটে বাবা, দেবে?

কার্ভালো। দেবে যদি তুমি আমার কাম করবে।

সনাতন। কি কাজ করতে হবে বোম্বেটে বাবা?

কার্ভালো। যো বাত পুছবে বলিয়ে দিতে হবে।

সনাতন। এই কাজ! করব বাবা, নিশ্চয় করব বোম্বেটে।

কার্ভালো। আমি যশোর ফিন আসব। তোমার ডেরায় থাকব দো-চার দিন, ফিন যাব, ফিন আসব।

সনাতন। ওরে বাবা, আমার এই ডেরার ওপর এত টান কেন রে বাবা। কাদুর সাথে এরই মাঝে জমিয়ে ফেল্লে নাকি রে বাবা!

কার্ভালো। বাত বোলছ না কেন ?

সনাতন। আমার বাড়ীতে তুমি থাকলে আমার যে জাত যাবে বোম্বেটে বাবা।

কার্ভালো। জাত!

সনাতন। হাঁ বোম্বেটে বাবা জাত পাত হবে। কেউ আমার বাড়ী আসবে না, হাতের জল খাবে না, যজমান শিষ্যেরা গায়ে থুথু দেবে।

কার্ভালো। আমি যশোর ছিনিয়ে লোব ত, সবকোইকো গলা কাটিয়ে দোব।

সনাতন। তার আগেই যে ওরা আমায় সাবাড় করে দেবে!

কার্ভালো। জানতে পারবে কে ?

সনাতন। তুমি যে যাওয়া-আসা করবে।

কার্ভালো। আঁধার হোবে ত আসব, আঁধার হোবে তো চলিয়ে যাব। কোই দেখতে পাবে না।

সনাতন। না এ ত বড় ভালো কথা নয়।

কার্ভালো মোহরগুলো তাহার মুখের সামনে নাচাইতে লাগিল

কার্ভালো। লেবে নজরাণা ?

সনাতন। দেবে বোম্বেটে বাবা, দেবে ?

কার্ভালো। লিয়ে লাও।

তাহার হাতে ঢালিয়া দিল

আমার কাম করবে ত আউর মিলবে।

সনাতন। সব-কিছু করে দোব বোম্বেটে বাবা। কাহুকে চাও তাও দোব। দুটো বউ গেছে, না হয় এই তিনেরটাও যাবে। মোহর থাকলে বউয়ের ভাবনা কি ? তা কি কাজ করতে হবে বোম্বেটে বাবা।

কার্ভালো। আমি এখোন চলিযে যাবে।

সনাতন। তাই যাও বোম্বেটে বাবা, তাই যাও।

কার্ভালো। আমি আরাকান যাবে, ফিন ফিরিয়ে আসবে।

সনাতন। তাই এসো বোম্বেটে বাবা। তোমার বাড়ী, তোমার ঘর যখন ইচ্ছে আসবে বই কি!

কার্ভালো। আরাকান থেকে ফিরে আসব ত বোলব তোমাকে কোন কাম করতে হোবে।

সনাতন। হাঁ, হাঁ, আমিও ততদিন দুধ-ঘি খেয়ে কাজের জন্যে তৈরি হয়ে থাকব।

কার্ভালো। রাণী কোথা গেলো? রাণী? নজরাণা লেবে এস।

সনাতন। আমার হাতেই দিযে যাও বোম্বেটে বাবা। পতির সঞ্চয়েই সতীর সঞ্চয়, শাস্ত্রের কথা বোম্বেটে বাবা শাস্ত্রের কথা।

কার্ভালো। রাণী! রাণী! কাদম্বিনী বাহির হইয়া আসিল আমার নজরাণা।

কাদম্বিনী। ওতে আমার দরকার নেই।

সনাতন। দরকার নেই বলচ কি কাদু। বোম্বেটে বাবা দিচ্ছে হাত পেতে নাও।

কাদম্বিনী। না।

কর্ভোলো। কেন নেবে না রাণী?

কাদম্বিনী। তোমার দেওয়া মোহর কেন নোব?

সনাতন। তোমার কি মাথা খারাপ হোলো কাদু?

কাদম্বিনী। মাথা তোমারই খারাপ। তাই তুমি হাত পেতে ওই বোম্বেটের মোহর নিলে। নিতে হলে, দিতেও হয় তৈরি থাকতে হয়, এ-কথা তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি।

সনাতন। আমিও জানি কাদু। দেবার জন্য আমিও প্রস্তুত রয়েচি।

কাদম্বিনী। মোহর পেলে মান মর্য্যাদা মানুষ্যত্ব তুমি বিকিয়ে দিতে পার, কিন্তু আমি পারি না।

কার্ভালো। আমি বুঝলো। তাই ফিন তোমার সেলাম জানালো রাণী। আরাকান ছেড়ে ফিন আমি যশোর আসব। বহুত নজরাণা লিয়ে আসব। এখোন আমি চল্লো রাণী।

সনাতন। চল বোম্বেটে বাবা, আমি তোমাকে রাজধানী থেকে বার হবার গুপ্ত পথ দেখিয়ে দোব। কাদু এখনো চেয়ে নে মোহরগুলো।

কাদম্বিনী। না।

সনাতন। তাহলে এসো বোম্বেটে বাবা, এস আমার সঙ্গে।

সনাতন পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল, কার্ভালো তাহার পিছন পিছন অগ্রসর হইল। কাদম্বিনী মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ বারান্দা হইতে নীচে নামিয়া কহিল :

কাদম্বিনী। কৈ! নজরাণা দিয়ে গেলেনা?

কার্ভালো দ্রুত ফিরিয়া আসিয়া তাহার সামে দাঁড়াইয়া কহিল :

কার্ভালো। লেবে রাণী? লেবে নজরাণা?

কাদম্বিনী। নোব।

কার্ভালো। লিয়ে লাও রাণী, লিয়ে লাও।

থলে টানিয়া বাহির করিয়া নিজের হাতে মোহর গুলি ঢালিল।

কার্ভালোর কাছে গিয়া দাঁড়াইল

সনাতন। এই ত সুবুদ্ধি হোলো কানু। হাত পেতে নাও কানু হাত পেতে নাও।

কার্ভালো। লিয়ে লাও রাণী।

কাদম্বিনী। হাঁ, হাতে করেই তুলে নোব। কিন্তু মোহর নজরাণা আমি নোবনা।

কার্ভালো। কোন নজরাণা তুমি চাহে।

কাদম্বিনী। নজরাণা আমি বেছে নিলাম, নজরাণা! আমার নজরাণা তোমার এই পিস্তল!

কার্ভালো কোমর বন্ধ হইতে পিস্তলটা তুলিয়া লইল

কার্ভালো। রাণী! বাঘিণী রাণী! বাঙ্গালী জওযানী এমোন দেখলো না।

কাদম্বিনী। যা দেখে গেলে তাই মনে রেখো!

কার্ভালো। আমি বুঝলো। বুঝিযে ফিন সেলাম বাজিয়ে চল্লো রাণী।

সেলাম করিয়া কার্ভালো চলিয়া গেল

ষষ্ঠ দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ

বসন্ত। বল কে এই বিদেশিনী?

প্রতাপ। আঞ্জেলিকা! আশ্রয়প্রার্থিনী।

আঞ্জেলিকা। আমি পরদেশী আছি না রাজা। সোন্দর বনে পয়দা হলো, বাঙ্গালী মার পেটে।

বসন্ত। বাঙ্গালী মায়ের মেয়ে তুমি?

আঞ্জেলিকা। বাপ ছিল পর্ত্তুগীজ। আমার মাকে বাপ বেচে দিল।

বসন্ত। কোথায় ?

আঞ্জেলিকা। জাভায় !

বসন্ত। বাঙ্গালী বধূকে জাভায় নিয়ে বেচে দিল ?

আঞ্জেলিকা। হাজার হাজার নিয়ে যায় রাজা নীল দরিয়ার বুক কেটে—বেচে দেয় জাভায়, বেচে দেয় সুমাত্রায়, আরাকানে, মরিসাসে এই আঁক দিয়ে আমি দেখলো।

বসন্ত। তুমি কাভালোকে ছেড়ে এলে কেন ?

আঞ্জেলিকা। আসব না ত আমায় বেচে দেবে।

বসন্ত। কাভালো এসেছিলো তোমারই সন্ধানে।

আঞ্জেলিকা। আমি পর্ত্তুগীজের কাছে আর যাবে না।

বসন্ত। আমার রাজধানীতেও তুমি থাকতে পাবে না।

প্রতাপ। আমি ওকে আশ্রয় দিয়েছি মহারাজা।

বসন্ত। নিজে রাজ্য গড়ে সেই রাজ্যে আশ্রয় দাও।

প্রতাপ। তাহ'লে শুনুন, মহারাজা, রাজ্য আমরা সত্যই গড়ব। প্রজার সঙ্গে যে রাজ্যের যোগ থাকে না, সেই খেলনা রাজ্য আমাদের আদর্শ রাজ্য নয়।

বসন্ত। তোমাদের আদর্শ রাজ্য যেদিন প্রতিষ্ঠা পাবে, সেদিন তোমাদের সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকার করে নিয়ে আনত-শিরে ভূমি স্পর্শ করে আমরা তোমাদের অভিবাদন জানাব।

প্রতাপ। সন্তানকে আপনি অপরাধী করচেন তাতঃ।

বসন্ত। সন্তানও তার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে আমাদের পীড়া দিচ্ছে।

শঙ্কর। প্রতাপকে আপনি ভুল বুঝবেন না মহারাজ। উনি এই রাজ্যেরই শক্তি বৃদ্ধি করতে চাইছেন।

বসন্ত। প্রতাপ কি মনে করেন আমরা শক্তিহীন? মনে করেন বিক্রমাদিত্য রায় আর বসন্ত রায় বুদ্ধিহীন বাতুল দুই বৃদ্ধ?

শঙ্কর। প্রতাপ তা মনে করেন না।

বসন্ত। তোমরা?

সূর্য্যকান্ত। আমরাও তা মনে করিনা। তবে আমরা, এই তিনটি দরিদ্র গৃহস্থের সন্তান, মনে করি ব্যক্তি স্বার্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাজ্য প্রজা-সাধারণের কল্যাণসাধন করতে পারে না।

শঙ্কর। আমরা দেখিচি করের কড়ি যুগিয়ে যারা রাজাদের রাজগির সুবিধে করে দেয়, তারা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। সুখ কি, স্বস্তি কি, জীবনের কাম্য কি, তা জানবার অবসরও তারা পায়নি।

সূর্য্যকান্ত। তা পাযনি বলেই তারা আশাহীন, ভরসাহীন, ঋণগ্রস্ত, ভগ্নস্বাস্থ্য।

সুন্দর। তাই ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা, আরাকানে মঘরা এত সহজে তাদের ক্রীতদাস করে দেশ বিদেশে চালান দিতে পারে।

বসন্ত। তাই বুঝি তোমরা আমাদের রাজ্য কেড়ে নিতে চাও?

প্রতাপ। না মহারাজ, রাজ্য আমরা কেড়ে নিতে চাই না, রাজ্যের সেবা করে আপনার এই রাষ্ট্রকে জন-কল্যাণে নিযোগ করতে চাই।

বসন্ত। আমরা যদি সে সুযোগ তোমাদের না দিই?

সূর্য্যকান্ত। সুযোগ আমরা করে নোব।

বসন্ত। হুঁ শুনিচি সপ্তদশ অশ্বারোহী এসে এককালে এই বাঙ্গলা দেশে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। তোমাদের এই ত্রিমূর্ত্তি যে তাদের চেয়েও শক্তিধর তা ত আমার জানা ছিল না!

শঙ্কর। মহারাজ, আজ আমরা সত্যই অসহায় নিঃসম্বল তিনটি

তরুণ মাত্র। প্রতাপ আমাদেরকে বন্ধুত্ব দিয়ে ধন্য করেচেন। আপনি যদি ভরসা দেন,তাহলে এই তিনটি তরুণ তিন শতের,তিন সহস্রের, তিন লক্ষের, সমগ্র বাঙ্গালীর সমর্থন পাবার মতো কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে।

বসন্ত। তোমাদের আত্মবিশ্বাস ত বড় কম নয়!

শঙ্কর। মহারাজ, দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান আমি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে পরমতত্ত্ব জানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দিনে দিনে দিকে দিকে দরিদ্র প্রজার ক্রন্দন এতই করুণ হয়ে উঠল, মঘ আর ফিরিঙ্গি দস্যুদের উপদ্রব এমনই দুঃসহ বেদনার সঞ্চার করল যে শাস্ত্রের বদলে শস্ত্র চর্চ্চায় মন দিতে বাধ্য হলাম।

বসন্ত। তোমাদের উদ্দীপনা আমাকেও উৎসাহ যোগায়। কিন্তু তোমাদের উন্মত্ততা আমাকে হতাশ করে। ফিরিঙ্গি বোম্বেটে আর আরাকানি মঘকে মুঘল শায়েস্তা করতে পারে নি। তোমাদের দুঃসাহস নিছক উন্মত্ততা। তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ যশোরের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী যুবরাজ প্রতাপাদিত্যকে দুর্য্যোগের পথে টেনে নিয়ে তোমরা যশোরের সর্ব্বনাশ করো না। দুর্দ্ধর্ষ ফিরিঙ্গি আর দুর্ব্বার মঘদের শায়েস্তা করবার শক্তি যশোরের নাই।

প্রতাপ। সেই শক্তিই ত আমরা সঞ্চয় করতে চাই।

বসন্ত। তোমরা যা চাইবে তাই যে আমরা করে দিতে বাধ্য, একথা কেন তোমরা মনে কর? রাজ্য গড়েচি আমরা দু'ভাই, রাজ্য কেমন করে রাখতে হবে তা আমরা জানি। বসন্ত রায় এখনো তার শ্লথ বাহুতে মহাস্ত্র গঙ্গাজল ধারণ করবার মত শক্তি রাখে একথা তোমরা মনে রেখো। অপরাহ্নে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরো, প্রতাপ। আর তার আগে এই বিদেশিনীকে যশোরের সীমানার বাইরে রেখে এস।

বসন্ত রায়ের প্রস্থান

আঞ্জেলিকা। রাজা! তুমি আমায় সাথে নিয়ে এলে, এখোন তাড়িয়ে দেবে?

প্রতাপ। না, তুমি আমার প্রাসাদেই থাকবে।

ভজনরাম প্রবেশ করিল

ভজনরাম। যুবরাজ, বোম্বেটের দেখা পাওয়া গেছে।

প্রতাপ। কোথায়?

ভজনরাম। শুনলাম উত্তর তোরণের দিকে।

প্রতাপ। চল শঙ্কর, চল সূর্য্যকান্ত, সুন্দর, আগে ফিরিঙ্গি-দস্যুকে বন্দী করে আনি।

তাহারা চলিয়া গেল। সত্যবান ও আঞ্জেলিকা দাঁড়াইয়া রহিল

আঞ্জেলিকা। তুমি খাড়া রইলো কেন?

সত্যবান। তোমাকে একা রেখে কেমন করে যাব?

আঞ্জেলিকা। আমি একা থাকব যদি, তুমি থাকবে আমার কাছে?

সত্যবান। তোমার থাকবার ব্যবস্থা না হলে কেমন করে তোমায় ছেড়ে যাই?

আঞ্জেলিকা। রাজার ঘরে আমি থাকবে না।

সত্যবান। কোথায় থাকবে?

আঞ্জেলিকা। সোঁদর বনে।

সত্যবান। একা?

। হাঁ, একা।

আঞ্জেলিকা সত্যবানের মুখে বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল

তুমি বোল্লো, একা থাকব ত তুমি আমায় ছেড়ে যাবে না। সোঁদর বনে থাকব তুমি…আমি…বাঘ-বাঘিনী।

সত্যবান বসিল। খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল আঞ্জেলিকা

ভয় পেলো?

সত্যবান। না, না, ও সব কথা তুমি বোলো না। ওঁরা আগে ফিরে আসুন। তোমার থাকবার একটা ব্যবস্থা আগে হোক। তারপর আমি আমার কাজে মন দোব।

আঞ্জেলিকা। তোমার কোন কাম আছে?

সত্যবান। পর্ত্তুগীজের উপদ্রব থেকে দেশ রক্ষা।

আঞ্জেলিকা। এখনো তোমার রাগ রইল?

সত্যবান। থাকবে না?

আঞ্জেলিকা। তোমার বহু মলো, তাই রাগ গেলো না। আমার ভি রাগ আছে।

সত্যবান। কেন?

আঞ্জেলিকা। আমার মাকে বেচে দিল আমার বাপ পর্ত্তুগীজ, আমি ভুল্লোনা। পর্ত্তুগীজ মর্দ্দানাকো আমি দেখে লোবো। তোমার আমার এক কাম আছে। আমরা জুদা থাকব না।

তাহার পাশে বসিল। পুরোহিত প্রবেশ করিল

পুরোহিত। আ মোলো যা! রাধা গোবিনজীর সাম্নে পিরীত কর্‌চে ছ্যাখ। ওসব এখানে চলবে না, বিদেয় হও, বিদেয় হও এখান থেকে।

সত্যবান উঠিয়া দাঁড়াইল

সত্যবান। যুবরাজ আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে বলেচেন।

পুরোহিত। যুবরাজ বলেচেন অপেক্ষা করতে ত বাইরে গিয়ে অপেক্ষা কর। ম্লেচ্ছ ওই ফিরিঙ্গিনীকে নিয়ে এখানে কোন অনাচার করতে পারবে না।

সত্যবান। অনাচার ত আমরা করিনি।

পুরোহিত। তর্ক কোরোনা বাপু। তোমরা বিদেয় হও। গোবর আর গঙ্গাজল দিয়ে আমাকে আবার সব পরিষ্কার করতে হবে। নইলে ঠাকুরের পূজা আরতি কিছুই আজ হবে না।

সত্যবান। মানুষের এত অপমান করবেন না পুরুত ঠাকুর।

পুরোহিত। মানুষ আবার কে! ওই! ফিরিঙ্গিনী? ওত কুকুরের জাত। আর ওর সংস্পর্শে তুমিও তাই হযেচ। ভালোয় ভালোয় এখনো বিদেয় হও। নইলে পাইক দিয়ে তোমাদের দূর করে দিতে হবে।

সত্যবান। চল আঞ্জেলিকা।

আঞ্জেলিকা। কাঁহা?

সত্যবান। এখানে আমাদের ঠাঁই নেই।

আঞ্জেলিকা। তোমার রাগ হলো?

সত্যবান। আমাদের ওরা কুকুর মনে করে।

আঞ্জেলিকা। পর্ত্তুগীজ বোলে বাঙ্গালী কালো কুত্তা, বাঙ্গালী বোলে পর্ত্তুগীজ লালকুত্তা, মানুষ দেখবেনা কে মানুষ আছে। মানুষ কোথা থাকবে?

সত্যবান। পর্ত্তুগীজ দস্যু অশিক্ষিত বর্ব্বর। বাঙ্গালীকে তারা কুকুর বলে তাও সহ্য হয়, কিন্তু তোমরা পুরোহিত, যে সমাজের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে মানুষের অপমান করচ, ঠিক জেনো হয় সেই সমাজ একদিন তোমাদের বহু দূরে ঠেলে ফেলে দেবে, আর না হয় তোমাদেরই পাপের ভারে অতলে তলিয়ে যাবে। এস আঞ্জেলিকা।

আঞ্জেলিকাকে লইয়া প্রস্থান করিল

পুরোহিত। যাই। গোবর গঙ্গাজল আনিয়ে যায়গাটা শুদ্ধ করে নেবার ব্যবস্থা করি।

প্রতাপ প্রভৃতি ফিরিয়া আসিল

প্রতাপ। ধূর্ত্ত বোম্বেটে কোন পথ দিয়ে পালিয়ে গেল, তা ঠিক করবার উপায় নাই। তোমাকে ভাই দস্যুর সন্ধানে যেতে হবে।

সুন্দর। আমি ত প্রস্তুতই রয়েছি।

প্রতাপ। এ কি! এরা কোথায় গেল। আঞ্জেলিকা আর সত্যবান! ঠাকুর!

পুরোহিত। যুবরাজ!

প্রতাপ। এখানে যারা ছিল?

পুরোহিত। ফষ্টি নষ্টি করছিল, দূর করে দিয়েছি।

প্রতাপ। কি বলচেন আপনি!

পুরোহিত। রাধা-মাধবের মন্দির। এখানে একটা ফিরিঙ্গিনী কলুষিত করবে, পুরোহিত হযে তা কেমন করে সহ্য করব যুবরাজ।

প্রতাপ। কিন্তু আপনাদের এই পবিত্র মন্দিরে আমি তাদের রাখতাম না, আমার প্রাসাদেই স্থান দিতাম।

শঙ্কর। তা তুমি পার না।

প্রতাপ। কেন?

শঙ্কর। তোমার পিতা আর পিতৃব্য তা সইতে পারবেন না, অনাচার মনে কোরে আঘাত পাবেন।

প্রতাপ। তাঁরা ত তোমাদেরও সইতে পারেন না বন্ধু।

শঙ্কর। তাই ত আমাদেরকেও তোমার আশ্রয় ত্যাগ করতে হবে। আমরা বুঝতে পেরেচি প্রতাপ, যে ব্রত আমরা গ্রহণ করিচি রাজ-আশ্রয়ে থেকে তা উদ্‌যাপন সম্ভব নয়। নিরর্থক তোমার

আশ্রয়ে থেকে তোমাকে পিতৃ-বিরোধ আত্মীয়-বিরোধে নিয়োগ করা হবে।

প্রতাপ। বিরোধই আমার কাম্য শঙ্কর। সুবোধ সন্তানের মত পিতা আর পিতৃব্যের রাজ্য-শাসন ধারার জের টেনে আমি আর সন্তুষ্ট থাকতে পারিব না। তোমরাই আমার মনের পটে এঁকে দিয়েচ মাতৃভূমির মৃন্ময়ী মূর্ত্তি। তোমাদেরই প্রয়াসে দেখতে পেয়েচি মঘ আর ফিরিঙ্গির উপদ্রবে শ্যামা বঙ্গভূমি শ্মশানে পরিণত; দেখতে পেয়েচি চিতাধূমে আকাশ আচ্ছন্ন, আর্ত্ত নর-নারীর ক্রন্দনরোল জল কল্লোলকেও ছাপিয়ে উঠেছে, পাষাণী মা বসন বর্জ্জন করে, নরমুণ্ডমালা গলায় পরে আপনার শিব পদতলে দলিত করচেন দেশব্যাপী মহাশ্মশানে নৃত্য করচেন। তাই আমি সঙ্কল্প করেচি তোমাদেরই প্রেরণা নিয়ে, তোমাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে শ্যামা বঙ্গভূমিকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী করে তুলব, সন্তানকুল আর দীন দরিদ্র থাকবে না, দুর্ব্বল দেহমন নিয়ে প্রবলের অত্যাচার আর তারা অসহায়ের মত সহ্য করবে না, বীরত্বে বৈভবে মানবতায় ভূতলে তারা অতুল হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরাকানের রাজা মানরাজগিরির প্রাসাদ। আরাকানের
রাজা মানরাজগিরি এবং কার্ভালো

মানরাজ। বাঙ্গলার ভুঁইযা রাজা লোক জোরালো হোবে ত আমার ব্যেওসা চলবে না।

কার্ভালো। আমারো ওই ডর হোলো মানরাজগিরি।

মানরাজ। উহাদের মারতে হোবে।

কার্ভালো। মঘ পর্ত্তুগীজ এক হোবে ত কৌন শালা রুখবে?

মানরাজ। এক কেন হোবে না? পর্ত্তুগীজকে আমি ঠাঁই দিলো আমার আরাবানে আমার চাটিগাঁয।

কার্ভালো। মঘ রাজাকে আমরা দিলো জাহাজ, দিলো কামান।

মানরাজ। হাঁ, হাঁ। এখোন এক থাকব ত বাঙ্গাল ভুঁইয়া রাজ রুখতে পারবে না।

কার্ভালো। মানরাজগিরি!

মানরাজ। বোলো কার্ভালো।

কার্ভালো। নারীর নাম লিয়ে বোলতে হোবে পর্ত্তুগীজ মঘের স্যাঙাত আছে।

মানরাজ। মঘ নারী মানে না, মঘ নারী জানে না, মঘ জানে মঘ, জানে এই।

ছোরা বাহির করিল

হাত লাগাও পর্ত্তুগীজ।

কার্ভালো ছোরা সমেত মানরাজার হাত ধরিল

বোলো, হামরা দোস্ত আছে।

কার্ভালো। হামরা দোস্ত আছে।

মানরাজ। বেইমানি কোই কোরবে ত ছোরা তাকে ঘায়েল করবে।

কার্ভালো। বেইমানি কোই কোরবে ত ছোরা তাকে ঘায়েল করবে।

মানরাজ। হাঁ এখোন বোলো পর্ত্তুগীজ মানরাজা কোন কাম কোরবে তোমার লেগে।

কার্ভালো। মানরাজা হামাকে জাহাজ দেবে।

মানরাজ। দেবে। মানরাজা জাহাজ দেবে, পর্ত্তুগীজ! পর্ত্তুগীজ বদলী কোন দেবে?

কার্ভালো। পর্ত্তুগীজ দেবে মানরাজাকে জান, খাতির।

মানরাজ। খাতির মান মানরাজার আছে। মানরাজা উহা চাইবে না।

কার্ভালো। মানরাজা কি চাইবে?

মানরাজ। দোশ' বাঙ্গালী গোলাম।

কার্ভালো। দোশ' বাঙ্গালী গোলাম।

মানরাজ। জওয়ান আউর জওয়ানী।

কার্ভালো। হোবে। পর্ত্তুগীজ জাহাজ পাবে ত দেবে দোশ' বাঙ্গালী গোলাম।

মানরাজ। জাহাজ মিলবে পর্ত্তুগীজ।

কার্ভালো। বাঙ্গালী গোলাম ভি মিলবে মানরাজা।

মানরাজ। এখোন পান-গুয়া নাচন-গাহন হোবে।

করতালি দিল তাম্বুল বাহিনীরা প্রবেশ করিল

কার্ভালো। পান-গুয়া চোলবে মানরাজ, নাপ্পি চোলবে না।

মানরাজ। সরাব।

কার্ভালো। সে চোলবে।

মানরাজ। জওয়ানী ?

কার্ভালো। বহুত চোলবে।

মানরাজ। আরাকানী, মনিপুরী, বাঙ্গালী, কোন্ চায় পর্ত্তুগীজ ?

কার্ভালো। বাঙ্গালী।

মানরাজ। বাঙ্গালী নাচওয়ালী মিলবে পর্ত্তুগীজ। বাঙ্গালী নাচন হোবে, গাহন হোবে।

মানরাজ একটি তাম্বুল বাহিনীকে কহিল

বাঙ্গালী নাচওয়ালী।

তাম্বুলবাহিনী চলিয়া গেল

কার্ভালো। বাঙ্গালী বহুৎ দুঃখ দিলো মানরাজগিরি। কচি-কাঁচা কনে-বউ একো পেলো—পেরতাপ শালা লিয়ে লিলো। হামার আঞ্জেলিকা ভি লিয়ে লিলো। আঞ্জেলিকে লিয়ে হামার দরদ আছে না মানরাজ-গিরি, মগর বাঙ্গালী কনে বউ লিয়ে বহুৎ আফশোষ আছে। পেরতাপ শালা লিয়ে লিলো।

মানরাজ। পেরতাপ কৌন আছে ?

কার্ভালো। রাজা বসন্তর ভাতিজা।

মানরাজ। রাজা বসন্তর ভাতিজা বহুৎ লায়েক হোলো ?

কার্ভালো। বহুৎ লায়েক হোলো, শুনাইয়ে দিলে বাঙ্গলায় মঘ পর্ত্তুগীজ রাখবে না।

মানরাজ। হাঁ ?

কার্ভালো। হাঁ।

মানরাজ। দেখে লেবে মঘ।

কার্ভালো। পর্ত্তুগীজ ভি দেখে লেবে।

বাঙ্গালী নর্ত্তকীরা প্রবেশ করিল।

নর্ত্তকীদের গান

চঞ্চল হ'য়ে ওঠে প্রাণ,
জেগে ওঠে শুণ্ঠিত
পর পদ লুণ্ঠিত
মূর্চ্ছিত জাতি কুল মান।
প্রেমের কমল ফোটে
মানসের সরসে,
পথচাওয়া স্বজনের
স্মরণের পরশে
চিত্তের মন্দিরে তীর্থের দেবতা
করিছে অভয় বরদান।
চঞ্চল হ'য়ে ওঠে প্রাণ॥
জাগিছে আশার আলো
এ আঁধার বক্ষে
উদয় উষার ভানু
ভেসে [illegible]ঠে চক্ষে

সে শুভ লগন স্মরি
উঠিছে পরাণ ভরি
মিলন মধুর কলতান।
চঞ্চল হ'য়ে ওঠে প্রাণ ॥

তাহাদের নাচ গান শেষ হইল কার্ভালো একজনকে জিজ্ঞাসা করিল

কৌন চীজ ফেলিয়ে এলো।

শ্যামা। সবই ফেলে এসেচি।

চাঁপা। জাত, কুল, মান।

কার্ভালো। হা, হা, হা। মানরাজা এতো মান দিল, ফিন মান লেগে কাঁদবি তোরা ?

শ্যামা। এ মান আমরা চাইনি।

কার্ভালো। কি চাইলো ?

চাঁপা। সংসার, স্বামী, ঠাকুর দেবতা।

কার্ভালো। কোন বাত বোলে মানরাজগিরি ?

মানরাজ। ওহি উহাদের বুলি।

কার্ভালো। যাবি বাঙ্গলায় ?

শ্যামা। না।

কার্ভালো। কেনো ?

চাঁপা। এ পোড়ার মুখ আর দেখাবো কেমন করে ?

কার্ভালো। আফ্‌শোষ রইলো কেনো ?

শ্যামা। মন কাঁদে যে।

কার্ভালো। কাঁদবে কেন ?

চাঁপা। স্বর্গ থেকে নরকে পড়েচি। মন কাঁদবে না ?

কার্ভালো। মানরাজগিরি, বাঙ্গালী নাচন-ওয়ালী তোমাকে মান দেলো না।

মানরাজ। উহাদের বাত কানে লিতে লেই।

কার্ভালো। হামি হোলো ত চাবুক চালিয়ে সিধে কোরে দিলো।

মানরাজ। কার্ভালো!

কার্ভালো। কার্ভালো শুনবে মানরাজগিরি।

মানরাজ। জওয়ানী মর্দ্দানা ফুল আছে কার্ভালো। হাওয়ামে দোলো, হাওয়া সাথে কথা বোলো মরদ শুনবে না।

কার্ভালো। হাঁ?

মানরাজ। হাঁ।

কার্ভালো। মরদ কৌন করবে?

মানরাজ। তুলে লেবে, মালা বানাবে, বাস লেবে, বাসি হোবে ফেলিয়ে দেবে,—চাবুক চালাবে না।

কার্ভালো। আরাকানে জওয়ানী বহুৎ সুখে থাকে

মানরাজ। উহারা সুখে থাকবে ত বিলকুল জওয়ান সুখ পাবে, উহারা কাঁদবে ত জওয়ানকে কাঁদতে হোবে।

কার্ভালো। নতুন বাত শুনলো।

মানরাজ। হাঁ, নতুন দেশপর এলো, বাত বহুত নতুন শুনতে হোবে। যারে যা, সব চলিয়ে যা। পর্ত্তুগীজ পিরীত করতে চায় পিরীতের রীত জানে না।

নর্ত্তকীরা চলিয়া গেল

বাত শুনো কার্ভালো। আরাকানী নাচনওয়ালী হলে মুখে তোমার থুত ফেকত। মর্দ্দানা দেখলাবে জওয়ানীকে চাবুক!

কার্ভালো। দুঃখ লাগলো মানরাজ?

মানরাজ। বহুৎ দুখ লাগলো। চুপ খুড়া রাজা এলো—সিনাবাদী।

সিনাবাদী প্রবেশ করিল

সিনাবাদী। মানরাজগিরি।

মানরাজ। পায়ে রহে মানরাজ।

সিনাবাদী। নাচন গাহন লিয়ে রইছ, খবর কিছু রাখছ না।

মানরাজ। নতুন কোন খবর আছে!

সিনাবাদী। খারাপ খবর।

মানরাজ। শুনতে চাহি।

সিনাবাদী। মুঘল বাদশা সন্দ্বীপ লিয়ে লিল।

মানরাজ। সন্দ্বীপ লিয়ে লিল!

কার্ভালো। হো, মারী! মারী!

মানরাজ। বাত বোলবে না পর্ত্তুগীজ।

সিনাবাদী। পর্ত্তুগীজ কুছু কোরল না, বাদশা সন্দ্বীপ লিয়ে লিল।

মানরাজ। মুঘল বাদশা আগ্রা থেকে এলো সন্দীপ?

সিনাবাদী। নিজে এলো কি!

মানরাজ। কোন এলো?

সিনাবাদী। লাল খাঁ।

মানরাজ। মুঘল বাদশা হুকুম দিল আর লাল খাঁ সন্দ্বীপ ছিনিয়ে লিল কেদার রায়ের হাত থেকে।

সিনাবাদী। মঘের বাসা আউর ব্যেওসা সন্দ্বীপ থেকে উঠল মানরাজগিরি।

মানরাজ। সন্দ্বীপ থেকে উঠবে ত গোটা বাঙ্গলা থেকে উঠবে।

সিনাবাদী। উঠবে ত! তুমি নাচন লিয়ে থাকবে, গাহন লিয়ে থাকবে, পর্তুগীজ আনবে নয়া নয়া জওয়ানী। আউর কোন্ হোবে?

মানরাজ। মুঘল বাদশা কেতো জাহাজ আনল?

সিনাবাদী। দশ বিশ হোবে—

মানরাজ। ফৌজ?

সিনাবাদী। জলে ডাঙ্গায় দো হাজার।

মানরাজ। পর্তুগীজ!

কার্ভালো। দশ জাহাজ মিলবে ত আমি কাজ বাজিয়ে লোব।

মানরাজ। দশ জাহাজ লিয়ে বিশ জাহাজ····

কার্ভালো। ঘায়েল করিয়ে দোব, মানরাজ।

মানরাজ। বাদশার দো হাজার ফৌজ?

কার্ভালো। চোখে কানে কুছু দেখতে শুনতে পাবে না।

প্রতিহারী প্রবেশ করিল

প্রতিহারী। আউর এক পর্তুগীজ।

সিনাবাদী। ফিন দোসরা পর্তুগীজ!

কার্ভালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হামার স্যাঙাত। বাঙ্গলার খবর লিয়ে এলো।

মানরাজ। লিয়ে আয়।

কার্ভালো। উহারই লাগি আমি আরাকান বসে রইল। কোয়েলহো!

কোয়েলহো। হাঁ, কোয়েলহোই এলো কার্ভালো।

কার্ভালো। আগে মান দে মানরাজ গিরিকে।

মানরাজকে দেখাইয়া দিল। কোয়েল্‌হো অভিবাদন করিল

পিছে মান দে খুড়ো-রাজা সিনাবাদীকে—চাটিগাঁর মালেক।

কয়েল্‌হো তাহাকে অভিবাদন করিল

এখোন বোল্‌ বাত।

কোয়েল্‌হো। আঞ্জেলিকে পেলো না।

কার্ভালো। পেরতাপ শালা সাদি কোরে হারেমে পুরল নাকি রে?

কোয়েল্‌হো। পেরতাপ বাঙ্গলায় আছে না, আগ্রায় গেলো।

কার্ভালো। আগ্রায়!

মানরাজ। রাজা বসন্তর ভাতিজা আগ্রায় গেলো?

সিনাবাদী। রাজা বসন্তর ভাতিজা গেলো আগ্রায় আউর বাদশা লিলো সন্দ্বীপ ছিনিয়ে। ড্যাঙ্গায় রইল রাজা বসন্ত আর জলে লাল খাঁ!

মানরাজ। মঘ বাঙ্গলায় আউর যেতে পাবে না!

কার্ভালো। দশ জাহাজ দিয়ে দাও হামাকে।

মানরাজ। দোব দশ জাহাজ!

সিনাবাদী। সে হোবে না মানরাজ।

কার্ভালো। মানরাজ কথা দিল। এখোন ডর পাইলো?

মানরাজ। মানরাজ ডর পাবে!

সিনাবাদী। ভয়-ডরের বাত আছে না পর্তুগীজ। লাল খাঁ সন্দ্বীপে থাকবে ত চাটিগাঁও 'লিয়ে লেবে।

মানরাজ। বাঙ্গলার দোসরা খবর বোলো কোয়েল্‌হো।

কার্ভালো। কোয়েল্‌হো! দোসরা বাত বোলবি না।

মানরাজ। আলবৎ বোল্‌বে।

কার্ভালো। হাঃ হাঃ হাঃ। পর্ত্তুগীজ কোন চীজ আছে তুমি জানলো না, মানরাজ।

সিনাবাদী। পর্ত্তুগীজ ভি জানলোনা আরাকানী চাইবে ত জিভ্ টেনে পেট চিরে বাত বার কোরে লিবে।

মানরাজ। তাই লিতে আরাকানির হাত কাঁপবে না। মন কাঁদবে না, বোম্বেতে।

কার্ভালো। মানরাজ আগে বোল্লো পর্ত্তুগীজ দোস্ত আছে।

সিনাবাদী। হেই পর্ত্তুগীজ! বাত শুনো। কেদার রাযের কাছে কাম লিতে হোবে।

কার্ভালো। কাম লেবে কার্ভালো? নোকরি? হা, হা, হা।

সিনাবাদী। কেদার রায়ের কাম লিবে ত নোকার হোবে না সন্দ্বীপ তোমার মিলিয়ে যাবে।

কার্ভালো। সন্দ্বীপ আমার হোবে?

সিনাবাদী। হাঁ, সন্দ্বীপ তোমার মিলে যাবে। সন্দ্বীপে ঘাঁটি বসাবে তুমি, চাটিগাঁয়ে থাকব আমি, আরাকানে মানরাজ। লাল খাঁ দরিয়ায় থাকতে পাবে না, ডাঙ্গায় উঠ্তে চাইবে। ডাঙ্গা মিলবে কোথা? সোঁদর বনে বাঘ কুমীর, শ্রীপুরে কেদার রায়, বাঙ্গলায কন্দর্প, যশোরে বসন্ত রায়।

কার্ভালো। বসন্তরায় মুঘল সাথে মিলিয়ে যাবে।

সিনাবাদী। তাই লেগে ত তোমারে কাম নিতে বোল্লো কেদার রায়ের কাছে। বসন্ত মুঘল সাথে মিলবে ত কেদার যশোর লিতে চাইবে—সন্দ্বীপ মুঘল লিলো বোলে। কন্দর্প থাকবে কেদার সাথে। কেদার কন্দর্প মঘ পর্ত্তুগীজ এক সাথে মিলে লাল খাঁকে দরিয়া থেকে ভাগিয়ে দেবে, বসন্ত ঠাঁই দেবে ত আমরা যশোর ছিনিয়ে লেবে।

মানরাজ। খুড়া রাজা সলা ভালো দিলো। বোলো পর্ত্তুগীজ কৌন কাম কোরবে?

কার্ভালো। সন্দ্বীপ পাব যদি……

সিনাবাদী। যশোর লিতে পারবে।

কার্ভালো। যশোর পাব ত পেরতাপ রায় কেমন আছে দেখিয়ে লেবো।

সিনাবাদী। বোলো, রাজী পর্ত্তুগীজ?

কার্ভালো। রাজী খুড়ো-রাজা সিনাবাদী?

মানরাজ। রাজী কার্ভালো?

কার্ভালো। রাজী। রাজী মানরাজগিরি!

মানরাজ। এখোন বোলব পর্ত্তুগীজ মঘ দোস্ত আছে!

কার্ভালো। পর্ত্তুগীজ মঘ দোস্ত আছে।

কার্ভালো ও মানরাজগিরি হাতে হাত মিলাইল।
সিনাবাদী হাততালি দিল প্রতিহারী প্রবেশ করিল

সিনাবাদী। পর্ত্তুগীজ খানা-পিনা করবে। লিয়ে যা।

মানরাজ। পিছে বাত হোবে কার্ভালো, জাহাজ মিলবে, ফৌজ মিলবে।

কার্ভালো। সন্দ্বীপ?

মানরাজ। হাঁ, হাঁ, সন্দ্বীপ মিলিবে। মজাসে খানা-পিনা সেরে লাও। লিয়ে যা।

কার্ভালো। কোয়েল্হো!

কার্ভালো ও কোয়েল্হো চলিয়া গেল। মানরাজ দেখিল তাহারা চলিয়া গিয়াছে।

মানরাজ। সন্দ্বীপ কার্ভালো লেবে?

সিনাবাদী। এখোন লেবে পিছে হামরা ছিনিয়ে লেবো। এখোন লিব ত মুঘল গোসা করবে, বাঙ্গলার ভুঁইয়ারা গোসা করবে। কার্ভালোর হাত থেকে ছিনিয়ে লোব ত খুসি হোবে। পর্ত্তুগীজ বহুত লায়েক হোলো। উহাদের না-লায়েক কোরতে হবে। উহাদের মারতে গোবে, কবর বানাতে হোবে।

মানরাজ। এই বাত?

সিনাবাদী। আরাকানীর ভিন্ বাত, ভিন্ পথ আছে না মানরাজ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

আগ্রায় কবি পৃথ্বীরাজের গৃহ-সংলগ্ন উদ্যান। জ্যোৎস্না রাত। নর্ত্তকীরা নাচিতেছে গাহিতেছে। বেদীর উপরে পৃথ্বীরাজ আর প্রতাপ বসিয়া আছে। শঙ্কর মাঝে মাঝে দাঁড়াইয়া নাচ দেখিতেছে মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া অস্থির ভাবে পায়চারি করিতেছে।

[নর্ত্তকীদের গান]

নামে জ্যোৎস্নাধারা ফুল বন মাঝে
দূরে গিয়াছে সন্ধ্যা, জেগেছে রজনী গন্ধা
জাগে ঘুমহারা, মঞ্জুল মঞ্জীর বাজে।
চঞ্চল ফুলবন সাজে।
পীযুষ ঝরণা ধারা, সিঞ্চিত মনবন মাঝে
আলোকিত হ'ল কারা, ডাকে ডাকে জ্যোৎস্না ধারা।

[গান শেষ হইবার মুখে শঙ্কর কহিল]

শঙ্কর। অসহ্য! অসহ্য!

নর্ত্তকীরা স্তব্ধ হইল। পৃথ্বীরাজ উঠিয়া কহিলেন

পৃথ্বীরাজ। যাও, তোমরা বিশ্রাম করগে।

প্রতাপ। কবি, বন্ধু আমার বেদান্তশাস্ত্রী।

পৃথ্বীরাজ। তাহলে এই মায়ার-খেলা দেখে উষ্ণ হলেন কেন উজীর সাহেব? সবই ত মায়া।

শঙ্করের কাছে গিয়া কুর্ণিশ করিলেন

শঙ্কর। অপরাধ করিচি কবি, মার্জ্জনা করুন।

কুর্ণিশ করিলেন

পৃথ্বীরাজ। কবি আমি, মায়ার খেলায় মজে আছি। আপনি বৈদান্তিক, মায়ার খেলায় আসক্তও হবেন না, বিরক্তও হবেন না।

চারিদিক দেখিয়া কহিলেন

কিন্তু আমাদের দুয়েরই যখন রাজনীতিক বাতিক আছে, তখন আমাদের স্বধর্ম্মে কিছু ব্যতিক্রম হবেই।

প্রতাপ। কবি, যে নাচ-গানের আয়োজন করেচেন, তা আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েচে।

পৃথ্বীরাজ। তাহলে শুনুন মহারাজ। বাদশাকে খুসি করে আপনি যশোরের আধিপত্যসূচক সনন্দ পেয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্য হয়েচেন বলে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে আমি আমন্ত্রণ করিনি। নৃত্য-গীত একটা ছল মাত্র। আপনাকে আমি তিরস্কার করবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েচি।

প্রতাপ। তিরস্কার করবার জন্য!

পৃথ্বীরাজ। হাঁ, তিরস্কার করবার জন্য।

প্রতাপ। আমার অপরাধ?

পৃথ্বীরাজ। উজীর সাহেব জানেন আপনি নিরপরাধ নন।

শঙ্কর। আমি উজীর সাহেব নই কবিবর।

পৃথ্বীরাজ। জানি। আর এ-কথাও জানি যে উজীরী আপনাকে করতেই হবে। কিন্তু আপনার কথা থাক, মহারাজের কথাই বলি। মহারাজ, বাদশার সনন্দ আপনাকে মহারাজা সাজিয়েচে। কিন্তু স্থির জানবেন কেবল দয়ার এই দানের দৌলতেই আপনি নিজের দেশে প্রতিষ্ঠা পাবেন না।

প্রতাপ। আমি জানি কবি।

পৃথ্বীরাজ। শুধু জানলেই হবেনা মহারাজ। শঙ্করজী স্বীকার করবেন মুঘল এই কদিনেই আপনার উপর একটা প্রভাব বিস্তার করেচে।

শঙ্কর। প্রতাপকে আমি সতর্ক করে দিয়েচি, আপনি বিশ্বাস করুন কবি।

পৃথ্বীরাজ। আপনি প্রকৃত সখার কাজই করেচেন, সুহৃদের কাজই করেচেন এবং বলতে বাধা নেই মন্ত্রির কর্ত্তব্যও পালন করেচেন। মার্জ্জনা করবেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়, আমিও যে আপনার কাজের কঠোর সমালোচনা করচি, তাও কেবলই কর্ত্তব্যবোধে। কেননা আমি জানি কবির কর্ত্তব্য কেবল মানুষকে কল্পলোকে তুলে দেওয়াই নয়, কবির কর্ত্তব্য মানুষকে অমৃতলোকেরও সন্ধান দেওয়া।

প্রতাপ। আপনার সমালোচনা যত কঠোরই হোক, আমাকে আপনার প্রতি বিরূপ করতে পারবে না, কেননা আমি আপনার গুণমুগ্ধ!

পৃথ্বীরাজ। রাণা প্রতাপের নাম শুনেচেন মহারাজ ?

প্রতাপ। কে শোনেনি, কবি ?

পৃথ্বীরাজ। আমি তাঁর আত্মীয়। তাঁকে আমি দেবতার মতো ভক্তি করি। সেই দেবতাও একদিন যখন দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়ে ছিলেন, সে-দিন তাঁর দাসানুদাস হবারও অযোগ্য এই কবি পৃথ্বীরাজ তাঁকে ভৎর্সনা করতে দ্বিধা বোধ করেনি। এই অধম-রচিত একখানি লিপিকা প্রতাপের মোহ দূর করে দিয়েছিল বলে আজও আমি গৌরব অনুভব করি। রাণা প্রতাপ ব্যক্তি নয় মহারাজ, রাণা প্রতাপ অত্যুজ্জ্বল এক আদর্শ। আপনিও প্রতাপ নাম বহন করেন। আপনারও চোখে রয়েচে আদর্শের দীপ্তি, দেহে রয়েচে বীরের লক্ষণ। আপনার কি শোভা পায় মহারাজ, মুঘল দরবারে অলস ও বিলাসে দিন যাপন ?

প্রতাপ। তুমি ত জান কবি এই সনন্দ সংগ্রহের প্রয়োজন ছিল।

পৃথ্বীরাজ। সে প্রয়োজন ত আজ পূর্ণ হয়েচে। আর ত মুঘল-দরবারের শোভাবৃদ্ধি করবার জন্য আগ্রায় পড়ে থাকা আপনার উচিত নয়। মঘ, ফিরিঙ্গি-দস্যু আর মুঘল শাসকরা মিলে আপনার সোনার বাঙ্গলাকে যে শ্মশান করে দিচ্ছে তা ত আপনারই মুখে শুনেচি মহারাজ। মনে রাখবেন মহারাজ, বহুদিনের তমিস্রা ভেদ করে হিন্দুর ভাগ্যাকাশে রাণা প্রতাপের জ্যোতিষ্কের উদয় হয়েচে। এই মাহেন্দ্রক্ষণ বিফলে যেতে দেবেন না। মহারাজ রাণা প্রতাপ মেবারের স্বাধীনতার যে সুবর্ণ প্রদীপ জ্বেলে তুলেচেন, বাঙ্গালায় গিয়ে আপনি সেই প্রদীপ জ্বেলে তুলুন। বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিক প্রজ্জ্বলিত দ্বাদশ দীপ-শিখা দশদিক আলোকিত করে তুলুক, হিন্দুস্থানে আলোর প্লাবন বয়ে যাক্।

প্রতাপ। কবি, কবি, তুমি আমার অন্তরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে

অনুপম ভাষা দিয়ে জাগিয়ে তুলেচ। অগৌণে আমরা বাঙ্গালায় ফিরে যাব। কিন্তু যাবার আগে রাণা প্রতাপের পদধূলি নেবার ব্যবস্থা করে দিতে পার? মেবার তোমার অনধিগম্য নয়।

পৃথ্বীরাজ। রাণা প্রতাপ ত মেবারে থাকেন না মহারাজ। কোন্ গহন অরণ্যে কোন্ শৈল-শিরে দুঃসহ কোন্ দৈন্যে মগ্ন থেকে তিনি স্বাধীনতার সাধনা করেচেন তার সন্ধান ত মুঘল-অন্নে প্রতিপালিত এই কবি কখনো করতে পারবে না। আমি আগেই বলেচি মহারাজ, রাণা প্রতাপ ব্যক্তি নন, রাণা প্রতাপ অত্যুজ্জ্বল এক আদর্শ। ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পরিচয় লাভ করবার দুরাশায় সময়ের অপব্যয় না করে, তাঁর আদর্শ বরণ করে নিয়ে আপনি অবিলম্বে বাঙ্গালায় ফিরে যান। সে আদর্শ! সে আদর্শ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা।

প্রতাপ। সেই আদর্শ সম্মুখে রেখেই ত আমরা আগ্রায় এসেচি কবি।

পৃথ্বীরাজ। স্বীকার করি মহারাজ। কিন্তু আগ্রা ত সে স্বাধীনতা বাঙ্গালাকে দেবে না। আগ্রা সাম্রাজ্যের রাজধানী। সাম্রাজ্যের স্বধর্ম্মই হচ্ছে শৃঙ্খল দিয়ে সবাইকে বেঁধে ফেলা। শৃঙ্খল সোনারও হতে পারে, লোহারও হতে পারে। কিন্তু তবুও তা শৃঙ্খল। সোনারও শৃঙ্খল বন্ধন যে স্বীকার করে নেয় সেও স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত থাকে। সম্রাট আকবর আপনাকে সোনার শৃঙ্খলে বেঁধে দাসদের মাঝে আপনাকে কুলীন করে ছেড়ে দিলেন। এই শৃঙ্খল যতদিন না ছিঁড়ে ফেলবেন, ততদিন এ আপনার দাসত্বেরই পরিচয় বহন করবে।

প্রতাপ। সত্য কবি। এও যে দাসত্ব তাও আমি বুঝি।

পৃথ্বীরাজ। রাণা প্রতাপও তাই বুঝেই এই শৃঙ্খলকে ভূষণ করতে চাননি ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেচেন।

প্রতাপ। সময় উপস্থিত হলে আমিও তাই করব, কবি।

পৃথ্বীরাজ। বাঙ্গলায় ফিরে গিয়ে তাই করুন মহারাজ। রাজধানীতে সম্রাটের প্রসন্ন মনে দেওয়া সনন্দ জাতিকে স্বাধীনতা দেওয়া— স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হয়, সর্ব্বস্ব পণ রেখে তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে হয়।

প্রতাপ। বাঙ্গালী তাই করবে কবি। বিশ্বাস কর কবি, ভারতের পূর্ব্ব দিগন্ত আলো করে যে বিপ্লব বহ্নি বাঙ্গালী জ্বেলে তুলবে, কোন সাম্রাজ্যের রাজধানী থেকে সিঞ্চিত করুণা বিন্দু তাকে প্রশমিত করতে পারবে না। তার পরিণতি হবে সাম্রাজ্যের অবসান—মানুষের স্বাধীন প্রতিষ্ঠা।

তৃতীয় দৃশ্য

বসন্ত রায়ের রাধামাধবের মন্দির

সনাতন। বল, বাবা, বল; বল কি বলতে চাও।

গোবিন্দ। এখানে বলা হবে না।

সনাতন। কেন?

গোবিন্দ। বাবা এসে পড়বেন।

সনাতন। এলেনই বা।

গোবিন্দ। বাবার সামে সে কথা হবে না।

সনাতন। এমন কথা?

গোবিন্দ। জানত বাবাকে আমরা কেমন ভয় করি।

সনাতন। আর ভয় করতে হবে না।

গোবিন্দ। কি বল্‌চ তুমি?

সনাতন। বলচি নির্ব্বিষ সাপকে আর ভয় করে লাভ কি! তোমার

বাবা আর জ্যাঠা এখন আর যশোরের অধীশ্বর নন। তাঁরা আমারই মতো নবীন যশোরেশ্বরের সামান্য প্রজা।

গোবিন্দ। নবীন যশোরেশ্বর! কে তিনি?

সনাতন। মহারাজ প্রতাপাদিত্য।

গোবিন্দ। ম হা রা জ প্র তা প আ দি ত্য!

সনাতন। চেননা বুঝি তাঁকে?

গোবিন্দ। আমি চিন্তাম, চিন্তেন না রাজা বসন্ত রায়।

সনাতন। তুমি চিন্তে!

গোবিন্দ। সাপের চেয়ে ক্রুর, শেয়ালের চেয়েও ধূর্ত্ত, বাঘের চেয়েও হিংস্র!

সনাতন। চুপ! চুপ! রাজদ্রোহ প্রচার কোরো না।

গোবিন্দ। রাজা বসন্ত রায় ছাড়া কাউকেই আমি রাজা বলে স্বীকার করি না।

বসন্ত রায় প্রবেশ করিলেন

বসন্ত রায়। রাজা বসন্ত রায় নামে যশোরে কেউ নাই।

গোবিন্দ। সে কি পিতা?

বসন্ত। এককালে সুন্দর বনের শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য পরিষ্কার করে বসন্ত রায় নামক গুহ-বংশীয় এক কুলীন কায়স্থ-সন্তান গৌড়ের পাঠান অধীশ্বরের ধন-রত্ন মুঘলের আয়ত্তের বাইরে রাখবার জন্য এই যশোর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। তখন ইচ্ছে করলে সে রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হতে পারত। কিন্তু জ্যেষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের প্রতি অচলা ভক্তি ছিল বলে তাঁকেই সিংহাসনে বসিয়ে বসন্ত রায় রামানুজ লক্ষ্মণের মতো জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ থেকে নিজেকে ধন্য মনে করতে লাগল।

গোবিন্দ। সেই জ্যেষ্ঠের অকৃতজ্ঞ সন্তান আজ…

বসন্ত। গোবিন্দ!

গোবিন্দ। পিতা!

বসন্ত। প্রতাপাদিত্য অকৃতজ্ঞ নন।

সনাতন। সত্য বাবাজী, প্রতাপ অকৃতজ্ঞ নন।

গোবিন্দ। পিতা ও পিতৃব্যকে ফাঁকি দিয়ে যিনি সিংহাসন নিলেন, তিনি যদি অকৃতজ্ঞ না হন তাহলে অকৃতজ্ঞতার অর্থ আমার বুদ্ধির অগম্য।

বসন্ত। পিতা ও পিতৃব্যকে ফাঁকি দিয়ে প্রতাপ সিংহাসন অধিকার করেন নি। সম্রাট আকবর খুসি হয়ে এই রাজ্য তাঁকে উপঢৌকন দিয়েছেন।

গোবিন্দ। রাজ্য গড়ে তুলেছেন আপনি আকবর নন।

সনাতন। একশবার, বাবাজী, একশবার এ কথা তুমি বলতে পার।

গোবিন্দ। সম্রাটের এই ব্যবস্থা যদি আমরা অগ্রাহ্য করি।

বসন্ত। সম্রাটের দণ্ড নিতে হবে।

গোবিন্দ। প্রতাপের আধিপত্য কখনো আমরা স্বীকার করব না।

বসন্ত। প্রতাপ তোমার মতো অক্ষম নন।

সনাতন। তাই বলি বাবাজী,প্রতাপ এলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাবে।

গোবিন্দ। আপনি কি বলচেন সনাতন খুড়ো!

সনাতন। শাস্ত্রে বলে মহাজন যেন গতঃ স পন্থা। তোমার বাপ-জ্যাঠা মহাজন। তাঁরা যা করচেন, তুমিও তাই কোরো বাবাজী। সুখে থাকবে।

গোবিন্দ। পিতা।

বসন্ত। বল, গোবিন্দ।

গোবিন্দ। আমি আপনার জ্যেষ্ঠ সন্তান, উত্তরাধিকার সর্ত্তে যা আমার প্রাপ্য তা থেকে আমাকে কেন বঞ্চিত করবেন?

বসন্ত। বিষয় আর আমার নয়। তাই উত্তরাধিকারের দাবীও তুমি তুলতে পার না। প্রতাপ রাজধানীতে ফিরে আসুন। তিনি যদি স্বেচ্ছায় কোন অংশ আমাকে দেন তাহলে আমার সকল সন্তানদের মাঝে তা সমান ভাগ করে দিয়ে আমি সন্ন্যাস নোব।

সনাতন। কাল-ভৈরব বসন্ত রায় সন্ন্যাস নিলে গঙ্গাজল হাতে নিয়েই সাধন-ভজন করবেন ত!

বসন্ত। মহাখড়্গ গঙ্গাজল বহন করবার বলও এ বাহুতে আর নেই সনাতন, আমার পুত্রদের কারুরও নেই—আছে একমাত্র প্রতাপের। আমার গঙ্গাজলও প্রতাপকে দিয়ে যাব।

শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত ও সুন্দর প্রবেশ করিলেন

শঙ্কর। মহারাজা বসন্ত রায়ের জয় হোক।

বসন্ত। মহারাজ প্রতাপাদিত্য কি নির্দ্দেশ পাঠিয়েছেন শঙ্কর?

শঙ্কর। তিনি তাঁর পিতা আর পিতৃব্যের চরণে প্রণতি পাঠিয়েছেন মহারাজ।

বসন্ত। তিনি কি চান, আমরা তাঁর প্রাসাদ ত্যাগ করে চলে যাই?

সূর্য্যকান্ত। আপনি অবিচার করচেন মহারাজ।

বসন্ত। বিচার করবারই যার অধিকার নেই সূর্য্যকান্ত, অবিচার করাও তার পক্ষে অসম্ভব।

শঙ্কর। এ আপনার অভিমানের কথা মহারাজ।

বসন্ত। অভিমান! হায়রে, তাও যদি পারতাম! অভিমান নয়, শঙ্কর, উৎকণ্ঠা, হয়ত বা শঙ্কাও। দীর্ঘকাল পরে তিনি আগ্রা থেকে ফিরে এলেন কিন্তু রাজধানীতে পদার্পণ না করে দূরে ছাউনি ফেল্লেন। খবর পেলাম প্রচুর সৈন্যও সঙ্গে এনেচেন।

সনাতন। অভিনব আচরণ এ-কথা বাপু তোমাদের মানতেই হবে। মোগলাই সনন্দ পাবার সাথে সাথে মোঘলাই বেয়াদবী ধর্ম্মে সইবেনা বাপ-সব ধর্ম্মে সইবেনা।

সুন্দর। তোমাকে ঠাকুর আমি বিলক্ষণ চিনি। তুমি ধর্ম্ম দেখিয়ো না।

সনাতন। তুমি কে হে বাপু?

সুন্দর। আমি সুন্দর মল্ল।

সনাতন। মল্ল? তাই বল। মালো-মাল্লার ঘরে না হলে কি অমন চোয়াড়ে চেহারা হয়। তা তোমরা বাবারা কুলীন বামুন কায়েত তোমরা, একটা মাল্লাকে দলে ঠাঁই দিযেচ কেন বাবারা।

শঙ্কর। আপনি ভুল করচেন। সুন্দর শাণ্ডীল্য বন্দ্যোঘটী বংশীয় কুলীন শ্রেষ্ঠ চতুর্ভুজের কনিষ্ঠ পুত্র।

সনাতন। য়ঁ্যা বল কি! চতুর্ভুজের সন্তান মল্ল।

শঙ্কর। ওর অগ্রজ সবাই বাঁড়ুজ্জে ঢালী।

সনাতন। ঢালী?

শঙ্কর। বিখ্যাত ঢালী।

সনাতন। আর ওই সূর্য্যকান্ত? উনি বোধকরি কোন বাগ্দীর ছেলে?

শঙ্কর। সূর্য্যকান্ত এই মহারাজদেরই মতো গুহ-বংশীয় কুলীন কায়স্থ।

সূর্য্যকান্ত। বংশ পরিচয় দেবার জন্য আমরা এখানে আসিনি।

গোবিন্দ। রাজদ্রোহের অপরাধে আমাদের বন্দী করতে এসেচেন কি?

সূর্য্যকান্ত। মহারাজের সহিত আমাদের নিভৃত আলোচনা প্রয়োজন।

বসন্ত। যাও সনাতন, যাও গোবিন্দ।

গোবিন্দ। পিতা, আপনি নিরস্ত্র।

শঙ্কর। রাজপুত্র, আপনাদের পিতা আমাদেরও পিতৃ-তুল্য।

গোবিন্দ। সত্য সত্য যাঁর পিতৃ-তুল্য তিনি যে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েচেন, তারপর ও তাঁর বন্ধুদেরই বা কে বিশ্বাস করতে পারে?

সনাতন। বেঁচে থাক বাবাজী, বেঁচে থাক। একটা কথার মতো কথা বল্লে তুমি।

শঙ্কর। মহারাজ, প্রতাপের প্রতি আপনি অপ্রসন্ন হবেন না।

বসন্ত। প্রসন্ন থাকতে পারি, এমন কাজ কি তিনি করেচেন?

সূর্য্যকান্ত। স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে একাজ তিনি করেননি মহারাজ।

গোবিন্দ। স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাবার জন্মই কি তিনি এই রাজ্য আত্মসাৎ করেচেন?

শঙ্কর। রাজ্য আত্মসাৎ করবার কোন অভিপ্রায়ই তাঁর নেই।

বসন্ত। বাদশার কাছ থেকে যা করে তিনি সনন্দ এনেচেন তা জানবার পরও কি আমরা মানতে পারি তিনি নিঃস্বার্থ?

শঙ্কর। এই নিন মহারাজ তাঁর সদিচ্ছার নিদর্শন।

সনন্দ দান করিলেন

বসন্ত। এ কি!

শঙ্কর। ওই সনন্দ আপনার কাছেই রেখে দিন। ও নজীর দেখিয়ে আপনাদের কাছে তিনি রাজ্য দাবী করবেন না।

বসন্ত। তবে আমাদের নাম খারিজ করে নিজের নামে রাজ্য লিখে আনলেন কেন?

সূর্য্যকান্ত। শুধু রাজ্যকে নিরুপদ্রুত রাখতে।

বসন্ত। তার মানে ?

শঙ্কর। মঘ আর ফিরিঙ্গীর উপদ্রব থেকে দেশকে মুক্ত রাখতে।

বসন্ত। তিনি মনে করেন, আমরা তা পারিনা ?

সুন্দর। আপনারা তা পারেন নি।

সূর্য্যকান্ত। আপনারা যদি আমাদের এই কাজ করবার সুযোগ দেন তাহলে এ সনন্দ তিনি কাজে লাগাবেন না।

শঙ্কর। আপনাদের আজ্ঞাবহ হয়েই তিনি এই রাজ্যের নব-রূপ দিতে চান।

বসন্ত। প্রতাপের রাজ্য-পরিচালনার সাথে আমরা বাদ সাধতে চাইনা শঙ্কর। ফিরিয়ে নাও এই সনন্দ। তিনি রাজধানীতে ফিরে আসুন। আমরা তাঁর অভিষেকের আয়োজন করি।

গোবিন্দ। পিতা !

বসন্ত। নিষ্ফল প্রতিবাদ কোরোনা, গোবিন্দ। দুর্ব্বলের আর্ত্তনাদ কখনো শক্তিমানের বিজয়াভিযান রোধ করতে পারে নি। সুন্দর সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর, প্রতাপকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আন। তাকে বল প্রবীণ বসন্ত রায়, প্রবীণ বিক্রমাদিত্য নবীনের অভ্যুদয় বরণ করে নিতে প্রস্তুত হয়েচেন।

গোবিন্দ। পিতা ! পিতা !

বসন্ত। কোন কথা নয় গোবিন্দ রায়।

সনাতন। তুমি এস বাবাজীবন, আমার সঙ্গে এস তুমি। আমি তোমায় পথ বাতলে দোব, নিশ্চিত জয়ের পথ। এস, এস।

বসন্ত। যার যেখানে যেতে সাধ যায় চলে যাও সব। আমি উৎসবের আয়োজন করব, প্রতি সৌধ শিরে পতাকা উড়বে, দ্বারে দ্বারে শোভা পাবে আম্রপল্লব, মঙ্গলঘট, তোরণে তোরণে বাজবে নহবৎ।...

বসন্ত যখন কথা বলিতেছিলেন তখন রাণী করুণাময়ী আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন, কহিলেন :

করুণাময়ী। না, না, না, উৎসবের আয়োজন কোরোনা,…সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে…সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে।

বসন্ত। জীবনের এই পরম শুভলগ্নে অমঙ্গলের আশঙ্কা জাগিয়ে তুলতে ছুটে এলি কে মা নিদয়া তুই?

করুণাময়ী। কে আমি? আমি ছিলাম মা। আমি উৎসবের আয়োজন করেছিলাম! তার বিয়ের উৎসব। সেই উৎসবেও নহবৎ বেজেছিল, আমের পল্লব, মঙ্গল ঘট, যবের শীষ দুয়ারে দুয়ারে শোভা পেয়েছিল। আলোর মালার সাত-নরী গলায় পরে বিয়ের রাত্রি হেসে হেসে প্রহরের পর প্রহর যেন নেচে নেচে চলেছিল। কিন্তু ছুটে এলো রাক্ষসের দল, ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল উৎসবের আলো, থামিয়ে দিল বাঁশী, হাসি, গান কণ্ঠে বক্ষে বসিয়ে দিল তীক্ষ্ণ নখর। রক্তের স্রোত বয়ে গেল। ভেসে গেল বাড়ী ঘর, স্বামী সন্তান, সব, সব ভেসে গেল।

বসন্ত। কে তুমি? কোথা থেকে এসেচ? পরিচয় কি তোমার?

করুণাময়ী। মা। মা। আমি মা।

বসন্ত। কার মা তুমি আজ সর্ব্বহারা হয়ে পথে পথে ফিরচ?

করুণাময়ী। কার মা? কার মা! জানি না কার মা আমি। নিজেকেই ডেকে ডেকে বার বার জিজ্ঞাসা করি, ওরে অভাগী, ওরে উপক্রুতা, ওরে সর্ব্বহারা, মিছে কেন পথে প্রান্তরে ছুটে ছুটে মরিস তুই? তোকে যারা মা বলে ডাকত, তারা কেউ রক্তের স্রোতে ভেসে গিয়েচে, দুঃসহ লাঞ্ছনায় কেউ তলিয়ে গিয়েচে কলঙ্কের অতল তলে।

বসন্ত। এর কোন কথাই ত বুঝতে পারি না, শঙ্কর।

করুণাময়ী। প্রতাপ বুঝতেন মহারাজ দেশমাতৃকার মর্ম্মবাণীই উপক্রুতা এই নারীকে অবলম্বন করে আজ আত্মপ্রকাশ করচে।

বসন্ত। চল মা, আমার সঙ্গে প্রাসাদে চল।

করুণাময়ী। প্রাসাদ! প্রাসাদেই ত ছিলাম বাবা। মুহূর্ত্তে ধুলো হয়ে গেল। তাই প্রাসাদে আর যাব না।

বসন্ত। তাহলে বল মা কার গৃহিণী তুমি? সন্তান তোমার কোন্ পরিচয় বহন করে?

করুণাময়ী। গৃহ যার ভেঙ্গে গেল, সন্তানেরা যার নিরুদ্দিষ্ট রইল, সে কি পরিচয় দেবে বাবা? দিতে চাই। পরিচয় দিতে চাই। কিন্তু পারি না। মনে করতে গেলে, নাম ধরে ডাকতে গেলে বুক তোলপাড় করে যেন ঝড় ওঠে। ভুলে যাই, সবই ভুলে যাই আমি। শুধু কানে শুনি হত্যার আস্ফালন, আহতের আর্ত্তনাদ, লাঞ্ছিতার মর্ম্মভেদী হাহাকার!

বসন্ত। এ ত উন্মাদিনী নয় শঙ্কর।

করুণাময়ী। উন্মাদিনী? না বাবা উন্মাদিনী নই। আমি পাষাণী, পাষাণী!

ধীর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন

বসন্ত। অভাগী।

শঙ্কর। মনে রাখবেন মহারাজ সন্তান কুলের লাঞ্ছনায় ক্রন্দনরতা সম্বিতহারা সন্তপ্তা এই মাতাই আমাদের ধরিত্রীমাতা, বঙ্গমাতা।

চতুর্থ দৃশ্য

সনাতনের বাড়ী। আঞ্জেলিকা ও কাদম্বিনী বসিয়া আছে।
জ্যোৎস্নাধারা নামিয়াছে

আঞ্জেলিকা। আমার সাধ জাগে তোমার ঘরের মতো ঘর বানাবে, মাটির ঘর।

কাদম্বিনী। শুধুই ঘর, না লাল টুকটুকে একটি বরও।

কাদম্বিনী চটুল কটাক্ষ হানিয়া তাহার দিকে চাহিল

আঞ্জেলিকা। ঘর কি হোবে, বর থাকবে না যদি।

কাদম্বিনী। কিন্তু যমের অরুচি কেউ যদি বর হয়, তাহলে ঘরও যা, শ্মশানও তাই।

আঞ্জেলিকা। বুঝলো না আমি।

কাদম্বিনী। আমার দশা ভাব, বুঝতে পারবে।

আঞ্জেলিকা। কালো-জল ভরা গহীন নদী, তারই কিনারে মাটির ঘর, ফুলের বাগিচা।

কাদম্বিনী। থাকবে একটি রসিক মালি।

আঞ্জেলিকা। গাগরী ভরিয়ে পানি টানবে, ঘর নিকোবে, খানা বানাবে। সাঁঝ হোবে তো গা ধুইয়ে মাটির পিদিম জ্বালিয়ে দেবে, শাঁখ বাজাবে, ধুনো দেবে। ঠাকুর আসবে......

কাদম্বিনী। তোর আবার ঠাকুর কে রে পোড়ারমুখী!

আঞ্জেলিকা। আমার বর আমার ঠাকুর। নিজের কাজ সেরে বর ফিরবে ঘরে। হাত মুখ ধুইয়ে রেশম কাপড় পরিয়ে বর বোসবে

আমার বিছিয়ে রাখা ফুল গালিচায়। গলায় তুলিয়ে দেবে আমি ফুলের মালা, গাইবো কত গাহন, নাচবো মনের সাধে।

কাদম্বিনী। এত সাধ রয়েচে তোর মনে ?।

আঞ্জেলিকা। এতো সাধ রইলো আমার মনে !

উঠিয়া তুলসী মঞ্চের কাছে গিয়া ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। কাদম্বিনী বসিয়া বসিয়া কিছুকাল তাহাকে দেখিল। তাহার পর উঠিয়া তাহার পিছনে গিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

কাদম্বিনী। তোমাকে নিয়ে ঘর করবার মতো বর এ দেশে মিলবে কেন ?

আঞ্জেলিকা। মিলতে পারে। মগর সবকোই বোলে আমি পর্ত্তুগীজ। ওহি লেগে ঘরে লিতে চায না। আমি বোলে পর্ত্তুগীজ আমি আছে না। বাঙালী মায়ের মেয়ে আমি, সোঁদর বনে পয়দা হোলো, আমি বাঙালী। কানে শুনবে বাত, মগর মনে কোই মেনে লেবে না—বোলবে তুমি পর্ত্তুগীজ, তুমি পর্ত্তুগীজ। আমি শুনতে পারে না, আমি শুনতে পারে না।

দু' চার পা আগাইয়া গিয়া সিংহিনীর মতো ঘাড় বাঁকাইয়া কহিল

আমি ভাবে তামাম দুনিযার পর্ত্তুগীজ পয়মাল করতে পারে এমোন আদমী বাঙ্গলায় কেন হোলো না।

কাদম্বিনী। তোমার এ-কথার যে জবাব দেবে সে ওই আসচে, ছাথ। ওরই সঙ্গে বক বক কর। আমি রান্না চাপাতে চল্লাম।

ঘরের দিকে অগ্রসর হইল সত্যবান ডাকিল

সত্যবান। আঞ্জেলিকা!

আঞ্জেলিকা। এসো।

তুলসীতলার নীচে মোড়া পাতিয়া দিয়া কহিল+

বোস।

কাদম্বিনী বারান্দায় উঠিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসি মুখে তাহাদিগকে দেখিতেছিল। আঞ্জেলিকা তাহার কাছে গিয়া কহিল

গাইবো এখোন গান?

কাদম্বিনী তাহার চিবুক নাড়িয়া দিয়া কহিল

কাদম্বিনী। করনা পোড়ারমুখী যা খুসি তাই।

ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। আঞ্জেলী ফিরিয়া আসিয়া তাহার পাশে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

আঞ্জেলিকা। এতদিন বাদে আসতে মন নিল?

সত্যবান। সময় পাই না আঞ্জেলিকা।

আঞ্জেলিকা। এতো কাম আছে তোমার?

সত্যবান। সত্যি আঞ্জেলিকা এত কাজের চাপ যে সময় করে উঠতে পারি না।

আঞ্জেলিকা। কোন কাজ আছে?

সত্যবান। খুব বড় একটা যুদ্ধের আয়োজন হচ্ছে।

আঞ্জেলিকা। লড়াই হোবে?

সত্যবান। হয় ত তাই হবে।

আঞ্জেলিকা। কার সাথে?

সত্যবান। সেকথা শুনে তোমার কাজ নেই।

আঞ্জেলিকা। সাচ্ বাত বোল্লো। আমার শুনিয়ে কাম নেই। বহুত দেখলে লড়াই, মানুষ মানুষ মারে বহুত দেখলো, বহুত দেখলো লুঠ-পাট জুলুম জবরদস্তি। আউর দেখতে চায় না, আউর দেখতে পারে না।

সত্যবান। এসব দেখতে তুমি ব্যথা পাও?

আঞ্জেলিকা। হাঁ পাই, আগে পেতনা। আগে এহি হামিও চাইতো। এখোন…

সত্যবানের দেহে মাথা রাখিল

সত্যবান। এথন?

আঞ্জেলিকা। এখোন চায় বাড়ী ঘর। এখোন চায় মনের মানুষ, তোমার মতো মানুষ, পাশে বোসে রইবে। এখোন চায় তোমার কোলে মাথা রেখে তোমার আঁখ পানে চেয়ে পড়ে থাকবে।

উপবিষ্ট সত্যবানের দেহের উপর এলাইয়া পড়িল

সত্যবান। আঞ্জেলিকা।

আঞ্জেলিকা। তুমি বাত বোলবে না।

সত্যবান তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আঞ্জেলিকা গান শুরু করিল। গান শেষ হইবার মুখেই সনাতন করুণাময়ীকে লইয়া প্রবেশ করিল।

আঞ্জেলিকার গান

ভোমরা বোলত গুলবাগে।
কুসুমক অন্তর
কাঁপই থর থর
ষট্‌পদ পরশন লাগে॥
বোলত গুল বাগে॥

চলতহি প্রেমক সাধন সাধ্য
কবহু না মানত কণ্টক বাধা
লাজ মান ভয়, দূরে পসারল
মাতল মধু অনুরাগে ॥
পবন মধুর মৃদু তোলে হিন্দোলা
বিদগধ ফুলবালা বিলাস বিলোলা,
পীকত বব রস নিশেষ নিঙারি
ফিরাপত মধু কর পিয়াস নিবারি
অলি গুঞ্জন গানে কুসুম বালিকা প্রাণে
মিলনকো তিয়াস জাগে।
ভোমরা বোলত গুল বাগে

সনাতন। এই যে মা! এই আমার বাড়ী। এস মা, এস। কানু, কাদম্বিনী, ওগো ছোট গিন্নী। শোনই না একবার।

কাদম্বিনী বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল

নেমে এস কানু, দেখত এই মেয়েছেলেটিকে চিন্তে পার কিনা। সোনার প্রতিমা। কিন্তু পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

কাদম্বিনী বাঁ হাতে মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া কহিল।

কাদম্বিনী। আমি চিনতে পারব কেন?

সনাতন। তুমি যে বলেছিলে তোমার মাসি বছর অনেক নিরুদ্দেশ।

কাদম্বিনী। আমার মাসি ছিলেন খুব মোটা আর কালো। ইনি আমার মাসি নন।

কাদম্বিনী যখন কথা কহিতেছিল তখন করুণাময়ী ধীরে ধীরে উপাবষ্টা আস্তে লকার কাছে গিয়া তাহার দিকে অপলক চাহিয়া রহিল. আস্তে লকাও উঠিয়া দাঁড়াইল।

করুণাময়ী। তুমি! তুমি!

আঞ্জেলিকা। আমি বাঙালী। আমার নাম আঞ্জেলিকা।

করুণাময়ী মাথা নাড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন

করুণাময়ী। না, তুমি নও মা, তুমি নও।

ফিরিয়া কাদম্বিনীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন

তোমার দেখছি বিয়ে হয়ে গেছে। তুমিও নও।

সনাতন। উনি আমারই গৃহিণী—তৃতীয় পক্ষের।

করুণাময়ী। তখনো সম্প্রদান শেষ হয় নি···তার হাত তখনো এক হয় নি···সবে তিনি সম্প্রদানের জন্য তৈরি হচ্ছেন; এমনই সময়···এমনই সময়···উঃ! উঃ!

করুণাময়ীর কথা শুনিয়া সত্যবান ধীরে ধীরে তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। করুণাময়ী আর্ত্তনাদ করিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়াছিলেন হাত সরাইয়া সত্যবানকে দেখিলেন। তাঁহার সারা দেহ কাঁপিয়া উঠিল। হাত বাড়াইয়া তিনি সত্যবানের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন

করুণাময়ী। কে!

আঞ্জেলিকা এক সময়ে কাদম্বিনীর পাশে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কহিল

আঞ্জেলিকা। কোন্ আছে?

কাদম্বিনী। কে জানে! মিন্সের যেমন কাজ নেই পথ থেকে একটা পাগল ধরে নিয়ে এলো।

সনাতন। পাগল নয় কাদু, পাগল নয়। সর্ব্বহারা মাতা।

আঞ্জেলিকা। মা!

করুণাময়ী দ্রুত ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন

করুণাময়ী। কে ডাকলে!

আঞ্জেলিকা আগাইয়া আসিতে আসিতে কহিল

আঞ্জেলিকা। আমি, মা, আমি!

করুণাময়ী। না, না, তুমি নও মা তুমি নও। তবুও কাছে এস মা।

সত্যবানের দিকে চাহিয়া কহিলেন

তুমিও এস বাবা।

সত্যবান আগাইয়া গেল। আঞ্জেলিকা আর সত্যবান
পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

একটু একটু করে ফুটে উঠ্‌চে, চোখের সাম্নে থেকে ধীরে ধীরে আবরণ সরে যাচ্ছে……

সনাতনের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন

বাবা।

সনাতন আগাইয়া আসিল

ওদের হাত দু'খানি এক করে দেবার জন্য তোমার হাতে একটিবার তুলে নাও ত বাবা। দেখে হয়ত চিনতে পারব, হয়ত স্মৃতি ফিরে আসবে।

সনাতন তাহাই করিতে উদ্যত হইল। তুলসীমঞ্চে
শাঁখ ছিল, কাদম্বিনী শাঁখ তুলিয়া লইল; সনাতন
যখন সত্যবান আর আঞ্জেলিকার দুই হাত এক
করিতে উদ্যত হইল, তখুনি কাদম্বিনী শাঁখ বাজাইল

করুণাময়ী। আঃ! শাঁখ বাজালে কেন? শাঁখ কেন বাজালে। এখুনি ঝড় উঠবে…ছুটে আসবে রাক্ষসের দল……

করুণাময়ীর কথা শেষ হইতে না হইতে কার্ভালো আর কোয়েল্‌হো প্রবেশ করিয়া বিকট স্বরে হাসিয়া উঠিল

ওই! ওই এল রাক্ষসের দল, এখুনি রক্তের স্রোত বইবে, এখুনি উঠবে আহতের আর্ত্তনাদ, চলে এস বাবা, আমার মনে পড়েচে তুমি আমার সত্যবান, আমার সত্যবান, চল বাবা আমায় নিয়ে চল পার্ব্বতীর কাছে। পার্ব্বতী! আমার পার্ব্বতী মা! পার্ব্বতী!

বলিতে বলিতে সত্যবানকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। কার্ভালো আর কোয়েল্‌হো আবার হাসিয়া উঠিল। আঞ্জেলিকা, কাদম্বিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কার্ভালো হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হইয়া কহিল

কার্ভালো। সাদী মাটি কোরে দিলো আঞ্জেলি।

কোয়েল্‌হো। সাদী কোরছিলি নাকি রে আঞ্জেলি

আঞ্জেলিকা। সাদী আমার হোয়ে গেল। মা হোয়ে মারী নিজে এসে সাদী দিয়ে গেল।

কার্ভালো। হ্যা?

আঞ্জেলিকা। দেখতে পেলি ত চোখে।

সনাতন। না, বোম্বেটে বাবা। ওই একটা পাগলী এসেছিল। তারই খেয়ালে আমরা বিয়ে বিয়ে খেলা খেলছিলাম। সত্যিকারের বিয়ে কি হোতে পারে তুমি বেঁচে থাকতে। প্রতাপের খপ্পর থেকে আঞ্জেলিকাকে আমি নিয়ে এলাম আমার কাছে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মিলন করে দিলাম। এবার নজরাণা দাও বোম্বেটে বাবা, নজরাণা দাও!

কার্ভালো। আমার সাথে যাবি আঞ্জেলি ?

আঞ্জেলিকা। না।

কোয়েল্‌হো। কার্ভালো সন্দ্বীপ কেড়ে নিল মুঘলের হাত থেকে। সন্দ্বীপের রাজা হোলো কার্ভালো।

কার্ভালো। আমার সাথে যাবি ত রাণী হোতে পারবি আঞ্জেলি।

আঞ্জেলিকা। তোর রাণী হোতে আমি চায় না।

কার্ভালো। বাঙালী কুত্তার পীরিতে মজলি, তুই ভাবলি আমি ছেড়ে দোব ?

আঞ্জেলিকা। আমি তোকে ডর করে না।

কার্ভালো। কোয়েল্‌হো !

কার্ভালো। বাঁধিয়ে লে আঞ্জেলিকে !

আঞ্জেলি দ্রুত কোয়েল্‌হোর কাছে গেল

আঞ্জেলি। লিবি বাঁধিয়ে আমারে কোয়েলহো ? কোরবি জবরদস্তি ?

কোয়েল্‌হো। না, আঞ্জেলি, না।

আঞ্জেলি। শুনলি কোয়েল্‌হোর বাত কার্ভালো ?

কোয়েল্‌হো। আমি পারবে না কার্ভালো।

আঞ্জেলিকা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

কার্ভালো। কোয়েল্‌হো পারবে না ত আমি তোকে ছোড়ব না শালী। রাণী কোরতে চাইলো, বাঙ্গালী কুত্তার পীরিতে মজিয়ে রাণী হোতে তুই চাইলি না। ভাবিসনে আমি তোকে ছাড়িয়ে যাব তোরে বাঙ্গালী কুত্তার লেগে। বেঁধে লিয়ে যাব। লিয়ে যাব আফ্রিকা, বেচে দোব হাবসীর কাছে। (হাঃ হাঃ হাঃ।)

বলিতে বলিতে আঞ্জেলিকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, আঞ্জেলিকা কার্ভালোর সেই ·বীভৎস মুর্ত্তি দেখিতে দেখিতে পিছ টিয় হটিয়া তুলসী মঞ্চের পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। কার্ভালো তাহাকে ধরিয়া ফেলিযা তুলসী মঞ্চে চাপিয়া ধরিল

আঞ্জেলিকা। না, না, না।

কার্ভালো। না, না, না !

আঞ্জেলিকা। তুই আমাকে মারিযে ফেলবি, তাও হোবে ভালো।

কার্ভালো। সেই ভালো হোবে ?

অঞ্জেলিকা। হাঁ, হাঁ।

কার্ভালো। হা, সেই ভালো। কার্ভালো তোকে কলিজায় লিলো যদি, বাঙ্গালী কুত্তা তোকে পাবেনা, আফ্রিকার নিগ্রো ভি পাবেনা তোকে, সাফাই পাঠাইয়ে দোব তোকে আঁধারিয়া কবরে।

পিস্তল বাহির করিয়া তুলিয়া ধরিয়া কহিল

মারীর নাম লে আঞ্জেলি !

আঞ্জেলিকা। হো ! মারী !

বারান্দায় পিস্তল বাগাইয়া ধরিয়া কাদম্বিনী কহিল

কাদম্বিনী। থাম ! থাম বোম্বেটে !

কোয়েল্‌হো। আঞ্জেলিকে মারতে পারবি কার্ভালো !

কোয়েল্‌হোও পিস্তল লক্ষ্য করিল। কার্ভালো তাহাদের দিকে চাহিয়া দেখিল। তারপর কহিল

কার্ভালো। রাণী বল্লো, তাই বাঁচিয়ে গেলি !

তুলসীমঞ্চ হইতে তুলিয়া ছুঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল। তারপর কাদম্বিনীর কাছে গিয়া কহিল

আমার মন চায় আঞ্জেলিকে, হামার সাথে কেন যাবেনা ? যাবেনা ত আমি বাঁধিয়ে লিয়ে যাব। চাবুক চালিয়ে সিধে করব তে আমাকে প্যার করবে।

কাদম্বিনী। না বোম্বেটে তাও করবে না। অস্ত্রের জোরে একটা দেশ দখল করা যায়। কিন্তু নারী-চিত্ত জয় করা যায় না।

কার্ভালো তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া কোয়েল্‌হোর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। কিছুকাল তাহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিল। সেই সময়ে কাদম্বিনী নামিয়া আসিয়া আঞ্জেলিকে তুলিয়া লইয়া কহিল

কাদম্বিনী। আয়, অঞ্জেলি, আমার সঙ্গে আয় আমার ঘরে। দেখব কে তোকে ছিনিয়ে নেয়।

তাহারা ঘরের দিকে অগ্রসর হইল

কার্ভালো। খুব লায়েক হলি কোয়েল্‌হো ?

কোয়েল্‌হো। তোমার কাজে জান দোব। মগর আঞ্জেলিকে তুমি মারবে ত তোমার জান আমি লিয়ে লিবো।

কার্ভালো। হাঁ রে শালা ?

কোয়েল্‌হো। হাঁ।

কার্ভালো। তবে আয় রে শালা একজন আমাদের খতম হোয়ে যাক্।

কোয়েল্‌হো। হোতে দে ভাই—

দুইজনেই লাফাইয়া পিছনে গেল এবং পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল বাগাইয়া ধরিল।

সনাতন। ও বোম্বেটে বাবা, ও বোম্বেটে কাকা, মারামারি

হানাহানি কোরো না বাবা। আওযাজ শুনে এখুনি প্রতাপের সৈন্ম-সামন্ত এসে পড়বে বাবা। এখন আর সে যশোর নাই বাবা। চারিদিকে সাজ সাজ রব।

কার্ভালো। আমি ভি সে কার্ভালো নেহি আছে। আভি আমি সন্দ্বীপ লিযে রাজা বনে বসল।

সনাতন। আরে রাজা বলছ কি, তোমাকে যে মহারাজা করবার আয়োজন করে রেখেছি। বোম্বেটে কাকা হাতিযার নামাও, হাতিয়ার নামাও বোম্বেটে বাবা।

কার্ভালো। পযলা শুনে লি উহার কোন বাত আছে। হাত লাগা কোয়েল্‌হো!

পিস্তল বেল্টে রাখিয়া আগাইয়া আসিল

কোয়েল্‌হো। এবার লিয়ে সাত দফা তুমি আমারে মারতে চাইলো কার্ভালো!

পিস্তল বেল্টে রাখিল

কার্ভালো। এবার লিয়ে সাত দফা তুই আমার কসুর মাপ করলি।

দুইজনে হাতে হাতে মিলাইয়া হাসিয়া উঠিল

সনাতন। বাঃ বাঃ এই ত ভায়ে ভাযে মিল হযে গেল। হবে না বাবা, তোমরা ত আর বাঙ্গালী নও, পর্তুগীজ তোমরা, স্বর্গের দূত। বোস বোম্বেটে বাবা, বোস বোম্বেটে কাকা।

বলিতে বলিতে দুইটা মোড়া আগাইয়া দিল। দুই জনে বসিল। সনাতন মাঝখানে মাটিতে বসিল

কার্ভালো। বোলো তোমার বাত।

সনাতন। বাত এই যে ছোটরাজা বসন্ত রায়ের সঙ্গে জোর ঠোকাঠুকি লেগে গেছে। রাজত্ব ভাগ। ছোট রাজার ছেলে গোবিন্দ প্রতিজ্ঞা করেচে প্রতাপের মুণ্ডু নেবে। আমি তাকে তোমার কথা বলিচি। সে বোলেচে তোমাকে সাহায্য করবে।

কার্ভালো। বোল্লো!

কার্ভালো উঠিয়া দাঁড়াইল

সনাতন। বোল্লো মানে? রাধামাধবের মন্দিরে দাঁড়িয়ে শপথ নিল তুমি প্রতাপের রাজ্য কেড়ে নিতে চাইলে সে তার বাপকে নিয়ে তোমার পক্ষে দাঁড়াবে।

কার্ভালো। বহুত ভালো কাজ করলো তুমি, বহুত ভালো কাজ করলো।

সনাতন। আমার নজরাণা বোম্বেটে বাবা?

কার্ভালো। মিলবে রে শালা। কুকুরকে দিয়ে কাম হোবে ত কুকুরকে আমি খেতে দেবে। চলো আমার সাথে। সন্দীপ লিয়ে লিল, এখনো যশোর লেবে। আয় রে কোয়েল্‌হো।

তাহারা অগ্রসর হইল, কার্ভালো হঠাৎ থামিয়া

আঞ্জেলী শালী…

সনাতন। ওসব পোকা-মাকড়ের দিকে আর নজর দিয়ো না বাপ, বোম্বেটে বাবা। রাজরাজেশ্বর হলে মেনকা উর্ব্বশী পাবে বোম্বেটে বাবা, ওদিকে আর নজর হেনো না।

কার্ভালো। ঠিক বাত। আগে যশোর ছিনিয়ে লি, পিছে দেখিয়ে লোব। চল রে কোয়েল্‌হো!

তাহারা অগ্রসর হইল

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ

প্রতাপ, বসন্ত রায়, গোবিন্দ

প্রতাপ। মাপ করবেন খুল্লতাত, চাকশিরি না পেলে আমার চলবে না।

বসন্ত। চাকশিরি আমি অপরকে দান করিচি, ফিরিয়ে নিয়ে অধর্ম্ম করতে পারব না।

প্রতাপ। আপনি বুঝতে পারচেন না, চাকশিরিতে দুর্গ স্থাপন করতে না পারলে আমার নতুন রাজধানী ধূমঘাটকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।

বসন্ত। নিরুপায়, আমি নিরুপায় প্রতাপ।

গোবিন্দ। কেবল আপনার স্বার্থ-সুবিধাই বুঝি আমাদের বিবেচনা করে চলতে হবে?

প্রতাপ। তোমার এ কথার অর্থ গোবিন্দ?

গোবিন্দ। রাজা বসন্ত রায় করলেন রাজ্য প্রতিষ্ঠা আপনি তাঁর জ্যেষ্ঠের সন্তান বলে দাবী করে বসলেন দশ আনা অংশ। স্নেহপ্রবণ বসন্ত রায় তাতেই সম্মত হলেন। তার পরও আজ এ বন্দর কাল সে বন্দর দাবী করচেন, আজ চাইছেন চাকশিরি। আপনার কত উপদ্রব আমরা সহ্য করব?

প্রতাপ। তুমি ভুলে যাচ্ছ গোবিন্দ, বাদশা সমগ্র রাজ্যটাই আমাকে দিয়েচেন। এর এক কাঠা জমির ওপরও অপর কারুর কোন অধিকার নাই।

গোবিন্দ। বাবা!

বসন্ত। গোবিন্দ যা জানে না, আমি তা জানি প্রতাপ। আমি জানি কি কৌশল অবলম্বন করে তুমি রাজ্য লিখিয়ে নিয়েচ।

প্রতাপ। কি জানেন?

বসন্ত। সে আলোচনা এখন নিষ্ফল। শুধু জেনে রাখ চাকশিরি তুমি পাবে না।

প্রতাপ। চাকশিরি আমার চাই-ই। আমি তা নোবই।

গোবিন্দ। জোর করে?

প্রতাপ। তাতে যদি তোমরা আমাকে বাধ্য করাও, বাধ্য হয়েই আমাকে তা করতে হবে।

গোবিন্দ। তাই করবেন। চলুন পিতা, এখানে থাকা নিরর্থক।

প্রতাপ। খুল্লতাত, শেষবার আমি জানতে চাই চাকশিরি আমায় দেবেন কিনা?

বসন্ত। শেষ জবাব আমি দিয়ে যাচ্ছি প্রতাপ চাকশিরি তুমি পাবে না।

শঙ্কর প্রবেশ করিল

শঙ্কর। ভাই প্রতাপ! এই যে আপনিও আছেন মহারাজ। যশোরের অত্যন্ত দুর্দ্দিন।

প্রতাপ। কি হয়েছে শঙ্কর?

শঙ্কর। বোম্বেটে কার্ভালো প্রায় পঞ্চাশখানা জাহাজ নিয়ে যশোর রাজ্য আক্রমণ করতে এগিয়ে আসচে।

বসন্ত। এত জাহাজ কার্ভালো পেল কোথায়?

শঙ্কর। জাহাজ যুগিয়েছেন শ্রীপুরের কেদার রায় আর আরাকানের মানরাজ গিরি।

গোবিন্দ। চলুন পিতা। এ সংবাদে আমাদের উত্তেজিত হবার কারণ নেই।

শঙ্কর। ভাববেন না যুবরাজ কার্ভালো আপনাদের রাজ্য ছেড়ে দেবে।

গোবিন্দ। তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

বসন্ত। আঃ গোবিন্দ! তুমি ঠিক জান শঙ্কর কেদার রায কার্ভালোকে পাঠাচ্ছেন যশোর জয় করতে?

শঙ্কর। কার্ভালো কেদার রায়ের নৌ-সেনাপতির কাজ নিযে মুঘলের কাছ থেকে সন্দ্বীপ কেড়ে নিয়েচে। কেদার সন্দ্বীপ কার্ভালোকে উপহার দিয়েচেন।

বসন্ত। তীক্ষবুদ্ধির পরিচয় দিযেচেন কেদার রায়। আরাকান ও পর্ত্তুগীজকে হাত করে তিনি মুঘলের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করবার আয়োজন করে নিয়েচেন।

শঙ্কর। আর যশোরকে শত্রুমুখে ফেলে দিযেচেন।

বসন্ত। যশোর সত্যই বিপদের মুখে!

প্রতাপ। তবুও আপনি চাকশিরি দিতে নারাজ!

বসন্ত। প্রয়োজন হলে আমার সৈন্যসামন্ত নৌ-বাহিনী সবই তুমি পাবে প্রতাপ, আমাকে যদি সৈন্যাপত্য দাও তাও আমি নিতে গৌরব অনুভব করব, কিন্তু চাকশিরি···চাকশিরি আমি তোমাকে দিতে পারব না।

গোবিন্দ। চলুন পিতা, এখানে অপেক্ষা করবার কোন কারণ নাই।

বসন্ত। চল গোবিন্দ।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। প্রতাপ একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তারপর দ্রুত পায়চারি করিতে লাগিলেন। হঠাৎ শঙ্করের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কহিলেন

প্রতাপ। ভুল করলাম শঙ্কর। বড় রকমের একটা ভুল করে ফেল্লাম।

শঙ্কর। হয়ত ভুলই করলে বন্ধু।

প্রতাপ। হয়ত নয়, নিশ্চিত। ছোট রাজাকে বন্দী করাই উচিত ছিল। কার্ভালো আসচে, মুঘলও আসবে। চাকশিরি আমি ছাড়তে পারি না, চাকশিরি আজই দখল করে নোব।

শঙ্কর। চাকশিরির চেয়েও বড় কথা কাভালোর আস্পর্দ্ধা। যশোর আক্রমণই যদি তার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সে উদ্দেশ্য যাতে তার ব্যর্থ হয় তাই করতে হবে। সুন্দর, সূর্য্যকান্ত, কমল আরো সব সেনানী নিয়ে বন্দর ত্যাগ করেচে। সংঘর্ষ কোথায় হবে অনুমানে বুঝতে পারচি না।

প্রতাপ। যেখানেই হোক, সংঘর্ষ যখন অনিবার্য্য তখন চল আমরাও এদিককার সকল আয়োজন পূর্ণ করে রাখি। ভাগ্য বিধাতার কাছে প্রার্থনা করি শঙ্কর, কার্ভালো সত্যই যেন যশোর আক্রমণ করে। পর্ত্তুগীজকে ধ্বংস করতে পারলেই মুঘলের শৃঙ্খল ছিড়ে স্বাধীন হবার সুযোগ পাব। কবি পৃথ্বীরাজ যে আগুন জ্বেলে তুলতে বলেচেন এই সংঘর্ষ থেকে সেই আগুন জ্বলে উঠবে যার লেলিহান শিখা সর্ব্ব ভারতে তপ্ত কাঞ্চন ভাতিতে ভাস্বর করে তুলবে। চল শঙ্কর!

বাহির হইতেছেন, এমন সময় করুণাময়ী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে খড়্গ। তিনি আলুলায়িতা কেশা

একি মা! এ ভীমা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কেন তুমি ধারণ করলে মা?

করুণাময়ী। নিজে ইচ্ছা করে এই রূপ ধরিনি বাবা! কার ইঙ্গিতে জানিনা বাবা, কিন্তু আশ্চর্য্য রকমে ঘটে গেল এই রূপান্তর। স্পষ্ট

শুনলাম কে যেন বল্লে আজকার মায়ের এই হচ্ছে সত্যি কারের রূপ। পায়ে পায়ে এগিয়ে আসচি, দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন খড়্গা হাতে বসন্ত রায় আমার হাতে তুলে দিয়ে বল্লেন প্রতাপকে এই মহাখড়্গা গঙ্গাজল দিয়ো, বোলো তার সর্ব্বসিদ্ধি সুনিশ্চিত।

প্রতাপ। সত্যইত গঙ্গাজল। গঙ্গাজল মহাখড়্গা বহন করবার মতো শক্তি তুমি কেমন করে পেলে মা?

করুণাময়ী। তাতো জানিনা বাবা।

শঙ্কর। শক্তি তিনিই দিয়েছেন যিনি সন্তানকে মা দিয়েছেন আর মাকে দান করেছেন মাতৃ শক্তি। নাও প্রতাপ মায়ের হাত থেকে তোমার স্নেহ প্রবণ খুল্লতাতের পরম আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করো। চাকশিরি তিনি দিলেন না, কিন্তু তোমাকে চির বিজয়ী দেখবার আগ্রহে তাঁর নিজের সকল শক্তির প্রতীক মহাস্ত্র গঙ্গাজল আজ তোমার হাতে তুলে দিলেন।

প্রতাপ। দাও মা শক্তিরূপিনী, তোমরই হাত থেকে ওই মহাস্ত্র গ্রহণ করে দেশ বৈরী নাশের আয়োজন করি।

হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া খড়্গা হাতে লইলেন। মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল কামানের শব্দ, যুদ্ধের কোলাহল

ষষ্ঠ দৃশ্য

বনের এক অংশ

অন্ধকার রাত ঝড়ের গর্জ্জন, বন্দুকের শব্দ
কার্ভালো মানরাজগিরিকে টানিতে টানিতে আনিল

কার্ভালো। না, না, আমি কোন বাত শুনবেনা আরাকানি।

মানরাজ। ড্যাঙ্গায় আনলো কেন পর্ত্তুগীজ ?

কার্ভালো। আনবোনা ! সিনাবাদী শালা পালালো, তুমি ভি পালিয়ে যেতো।

মানরাজ। পর্ত্তুগীজ লড়াই দিতে পারলোনা। সোঁদর বোনের বাঘ বাঙালী দরিয়ায় দুষমন হয়ে উঠল খুড়ো রাজা পালালো ডরে আমি ভি চলে যাবে। আমাকে ছাড়িয়েদে পর্ত্তুগীজ।

কার্ভালো। ছাড়িয়ে দেবে ! পেরতাপের কাছে তুই লোক পাঠালি কেন ? খবর দিলি ময়নাডালে আমার আর্ম্মাদা আছে ? আগে বল্লি দোস্ত এখোন করবি বেইমানি !

মানরাজ। বেইমানি আমি করলোনা।

কার্ভালো। পেরতাপ জানলো কেমন কোরে ময়নাডালে আমি আছে। খোবর তুই দিলি। উহারি লাগি পেরতাপ পারল আঁধারিয়া রাতে আমার আর্ম্মাদা মারতে। আমার কোয়েল্হো মরিয়ে গেলো। রদারিক পেদ্রো কোথায় ভাসিয়ে গেলো আমি জানলো না। তোকে আমি ছাড়িয়ে দেবে ? ছাতি চিরিয়ে লিয়ে লহু তোর আমি পিয়ে লিবো।

মানরাজ। পর্ত্তুগীজ ! পর্ত্তুগীজ ! তোর পায়ে লাগি আমি।

কার্ভালো। পায়ে লাগে! হাঃ হাঃ হাঃ! এথোন বলবি পায়ে লাগে, ফিন আরাকানে যাবি ত বলবি পর্ত্তুগীজ মানুষ আছেনা।

টানিয়া তুলিল

মারী কোন আছে তুই জানলিনা যাকে জানলি তার নাম লে এথোন।

কতকগুলি বন্দুকের শব্দ

কৌন হোলো। বাঙালী ঘিরিয়ে ফেল্লো? তোর বেইমানি লাগি আমার আর্ম্মাদা গেলো, আমার কোযেল্‌হো গেল · কুছু রইলো না আমার।

মানরাজ। কার্ভালো, আমারে বাঁচতে দিবি যদি, আরাকানে যেতে দিবি যদি, আমি তোরে ফিন জাহাজে দেবে, তঙ্কা দেবে।

কার্ভালো। বেইমানের বাত আউর আমি শুনবোনা।

বন্দুকের শব্দ

মানরাজ। আঃ আঃ

বসিয়া পড়িল

আমি গেলো কার্ভালো, আমার পা ভাঙ্গিয়ে গেল।

কার্ভালো। বাঙ্গালী এলো কাছে। এথানে থাকব ত গুলী লাগিয়ে মোরে যাবে, আঁধারিয়ামে দেথতে পাবেনা কোথা আছে বাঙ্গালী। থাক শালা তুই এথানে। কার্ভালোর হাত থেকে বেঁচে গেলি।

মানরাজ। বাঙ্গালী আমার জান লেবে কার্ভালো।

কার্ভালো। চুপ করিয়ে পাড়িয়ে থাকবি, আঁধারিয়ায় কোই দেথতে পাবে না বাঘ আসবে ত থেয়ে লেবে।

কার্ভালো চলিয়া যাইত উদ্যত হইল

মানরাজ। পর্ত্তুগীজ! পর্ত্তুগীজ!

কার্ভালো ফিরিয়া আসিল

কার্ভালো। হাঁ, কার্ভালো ফিরিয়ে এলো। আজ তুই বেইমানি করলি, মগর এক রোজ আমি তোকে দোস্ত বোল্লে। উহার লাগি তোরে আমি বাঘের মুখে ফেলিয়ে যাবেনা। চল শালা, তোকে আমি লিয়ে যাই, কাঁধে বয়ে লিয়ে যাইরে শালা।

তুলিয়া বহন করিয়া লইয়া গেল বন্দুক ও ঝড়ের আওয়াজ চলিতে লাগিল শেষ দৃশ্য পর্য্যন্ত।

সপ্তম দৃশ্য

কামানের আওয়াজ ও রণকোলাহল থামিয়া যাইতেই মঞ্চ ধীরে ধীরে আলোকিত হইল। প্রতাপ সিংহাসনে বসিয়া আছেন। শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, সুন্দর প্রভৃতি একদিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে অন্যদিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কয়েকজন পর্ত্তুগীজ।

প্রতাপ। অসাধ্য সাধন করেচ তুমি সূর্য্যকান্ত। মাত্র একটি যুদ্ধে কার্ভালোর সমগ্র নৌবহর ধ্বংস করে তুমি প্রমাণ করে দিয়েচ যে জলযুদ্ধে বাঙ্গালী অজেয়।

সূর্য্যকান্ত। জয়ের গৌরব একা আমি কোনমতেই দাবী করতে পারি না মহারাজ। প্রচণ্ড ঝড়ে যদি কার্ভালোর নৌ-বহর বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ত, তাহলে এত সহজে আমরা জয়লাভ করতে পারতাম না।

সুন্দর। তবুও আমি বলব মহারাজ আমাদের কোশা, পসতা আর জালিয়া জাহাজগুলি পর্ব্বতসম উত্তাল তরঙ্গে যেমন স্থির ছিল, সন্ত্য-পর্ত্তুগীজ জাহাজগুলি তেমন স্থির থাকতে পারেনি।

সূর্য্যকান্ত। নৌ-শিল্পিদের নৈপুণ্যকেও ম্লান করে দিয়েচে বাঙ্গালী নাবিকদের রণ-কৌশল। তাদের দুর্জ্জয় সাহস, মরণ বিজয়ী পরাক্রম দেখে সমুদ্র-বিহারী এই পর্ত্তুগীজরাও লজ্জায় মাথা নত করতে বাধ্য হয়েচে।

প্রতাপ। আমি ভেবে পাই না শঙ্কর এই শক্তি এতদিন কোথায় লুকিয়ে ছিল।

শঙ্কর। পরবশতার জগদ্দল পাথর যখন অপসৃত হয় প্রতাপ। জাতির সুপ্ত প্রতিভা তখন আপন সম্পদ নিয়ে শতদলের মতোই বিকশিত হয়ে ওঠে। স্বাধীনতা যে দিন বাস্তব হবে, সে দিন বাঙ্গালী যে রূপ পরিগ্রহ করবে, আমি দিব্য-চক্ষে দেখচি তা হবে অনুপম।

রডা। রাজা!

প্রতাপ। তুমি কে বন্দী?

রডা। আমি ফ্রান্সিস্কো রডা আছে রাজা। আমার পাশে রইছে আগষ্টাস পেড্রো। আমরা বোলব রাজা বাঙ্গলার সাথে দরিয়ায় লড়াই দিয়ে কোই পারবে না রাজা।

সুন্দর। এখন খুব মিঠে বুলি ঝাড়চ চাঁদ। কিন্তু তাতে আর চিঁড়ে ভিজবে না।

সূর্য্যকান্ত। বন্দীদের সম্বন্ধে কি করবেন তাই আগে স্থির করুন মহারাজ।

প্রতাপ। কি করব শঙ্কর?

সুন্দর। খুবই কি ভাবনার কথা মহারাজ? পিস্তলের কয়েকটি গুলি আর না হয় খড়্গের কয়েকটি কোপ, বলেন ত বাঁশের লাঠী দিয়েও কাজ সারতে পারি।

প্রতাপ। দেখে মনে হয় কার্ভালোর দলের লোক হলেও এরা কার্ভালোর মতো বর্ব্বর নয়।

সূর্য্যকান্ত। যোদ্ধা হিসেবে কার্ভালো এদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মানুষ হিসেবে না।

প্রতাপ। ফ্রান্সিস্কো রডা!

রডা। রাজা।

প্রতাপ। বাঙ্গলার ওপর তোমরা এই উপদ্রব কর কেন?

রডা। কার্ভালো তঙ্কা দেয়, আমরা লড়াই করে।

প্রতাপ। কার্ভালো কোথায়?

রডা। জানে না রাজা।

প্রতাপ। অগষ্টাস পেড্রো?

পেড্রো। জানে না।

দুইজন পাইক ফাদার ফার্ণাণ্ডেজকে লইয়া আসিল

প্রতাপ। আসুন ফাদার ফার্ণাণ্ডেজ। দেখুন ত এই বন্দীদের চিনতে পারবেন কিনা?

ফার্ণাণ্ডেজ। পর্ত্তুগীজ!

প্রতাপ। হাঁ, পর্ত্তুগীজ। এই পর্ত্তুগীজরা কি করেছিল জানেন?

ফার্ণাণ্ডেজ। জানে না রাজা।

প্রতাপ। যশোর আক্রমণ করেছিল।

ফার্ণাণ্ডেজ। ও সাবী!

প্রতাপ। এদের নায়ক কে জানেন?

ফার্ণাণ্ডেজ। না।

প্রতাপ। ডোমিঙ্গো কার্ভালো। সন্দীপে রাজা হয়ে বসে সে যশোর জয় করতে চেয়েছিল। যশোরে পর্ত্তুগীজদের থাকবার যায়গা আমরা করে দিয়েছি, তাদের ব্যবসার সুযোগ দিয়েছি, তাদের ধর্ম্মাচরণের জন্যে গীর্জ্জাও করে দিয়েছি আর অকৃতজ্ঞ পর্ত্তুগীজ যশোর জয় করে আমাদেরই

জন্মভূমিতে আমাদেরকেই পরবাসী রাখতে চায়, আমাদেরই স্বধর্মীদের বল প্রয়োগে কেরেস্তান করে।

ফার্ণাণ্ডেজ। না রাজা।

প্রতাপ। সন্দীপে পাঁচ হাজার হিন্দুকে পর্ত্তুগীজ পাদরীরা কেরেস্তান করেচে।

ফার্ণাণ্ডেজ। মুসলমান হিন্দুকে মুস্লিম করে রাজা, পর্ত্তুগীজ তাকে কিরিস্তান করে না।

প্রতাপ। মুসলমান কি করে তা আমরা জানি, আপনার কাছে তা শুনতে চাই না। পর্ত্তুগীজ সন্দীপে যা করেচে তাই বলুন।

ফার্ণাণ্ডেজ। আমি জানে না।

প্রতাপ। আমরা জানি পাদরীরা গিয়েছিল যশোর থেকে আর তাদের পাঠিয়েছিলেন আপনি।

ফার্ণাণ্ডেজ। এমন কাজ আমার স্মরণ হোয় না।

প্রতাপ। ফাদার ফার্ণাণ্ডেজ ধর্ম্ম প্রচারের ছল করে বাণিজ্য বিস্তারের আড়ম্বর করে রাজ্য প্রতিষ্ঠাই যখন আপনাদের উদ্দেশ্য ছিল, তখন ওই পবিত্র পোষাক পরে কেন এসেছিলেন? পশুর চামড়া অনাবৃত রাখতেন যদি আপনাদের জন্যে আমরা গীর্জ্জা গড়ে দিতাম না, আপনাদের সভ্য সংস্কৃতি সম্পন্ন মনে করে আমাদের পাশে পাশে থাকতে দিতাম না। আপনার চেয়ে কার্ভালো কোয়েল্‌হো যে অনেক ভালো। কিন্তু সে যাই হোক্। যে অপরাধ আপনারা করেচেন তার দণ্ড নেবার জন্য প্রস্তুত হোন।

ফার্ণাণ্ডেজ। কোন শাস্তি হোবে রাজা?

প্রতাপ। শুনতে চান ফাদার?

ফার্ণাণ্ডেজ। চায়।

প্রতাপ। শুনতে চাও ফ্রান্সিস্কো রডারিক, অগাষ্টাস পেড্রো ?

রডা ও পেড্রো। চায় রাজা।

প্রতাপ। সমস্ত পর্ত্তুগীজকে একটি বারুদ-পোরা ঘরে বন্ধ করে তাতে আজ আগুন ধরিয়ে দোব।

পর্ত্তুগীজ। ও মারী! মারী!

প্রতাপ। পর্ত্তুগীজদের নিয়ে যাও সুন্দর।

আঞ্জেলিকা ও কাদম্বিনী প্রবেশ করিল

আঞ্জেলিকা। রাজা, আমার ছেলে-রাজা। আমরা বিচার চায়।

প্রতাপ। বিচার হয়ে গেছে মা, দণ্ড ঘোষণা করিচি। পর্ত্তুগীজ এতদিন যে অত্যাচার করেচে, তার প্রায়শ্চিত্ত করবে আজ নিজেদের প্রাণ দিয়ে।

আঞ্জেলিকা। তামাম পর্ত্তুগীজ পয়মাল হোবে। মারী আমার আরজ শুনল। আমি খুসি হোলো, বহুত খুসি হোলো, রাজা।

কাদম্বিনী। মহারাজ! পর্ত্তুগীজ বোম্বেটে আমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গিয়েচে আমাদের বাড়ী থেকে। তার কোন সন্ধানই আর নেই।

প্রতাপ। সন্ধান যদি পাই মা, তাকেও প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত করব।

কাদম্বিনী। যদি সন্ধান পাওয়া না যায় ?

প্রতাপ। তা হলে আর কি করতে পারি মা ?

কাদম্বিনী। রাজা কি তাহলেই তাঁর দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবেন ? প্রজা যদি নিরুপদ্রবে থাকতে না পায় তাহলে রাজ-আশ্রয়ে সে থাকবে কোন্ ভরসায় ? বলুন আপনার আশ্রয়ে ছেড়ে আমরা বনে গিয়ে বাস করি। সেখানে যদি বাঘের পেটেও যেতে হয়, কারু বিরুদ্ধে আমাদের নালিশ থাকবে না। বলুন, তাই আমরা চলে যাই আর আপনি লোক শূন্য রাজধানীতে মনের আনন্দে রাজত্ব করুন।

দুইজন পাইক একজন পর্ত্তুগীজ বেশধারীকে লইয়া প্রবেশ করিল

পাইক। মহারাজ! এই পর্ত্তুগীজ গোপনে রাজধানীতে প্রবেশ করেছিল। আমরা দেখতে পেয়ে বন্দী করে নিয়ে এসেচে।

প্রতাপ। কে এই পর্ত্তুগীজ!

সনাতন। আমি পর্ত্তুগীজ নই বাবা প্রতাপ। আমাকে তুমি চিনতে পারচ না বাবা? আমি যে তোমার সনাতন খুড়ো!

প্রতাপ। তাইত! সত্যই ত সনাতন খুড়ো। তা আপনার এ বেশ কেন? আপনাকে কি ওরা কেরেস্তান করেচে?

সনাতন। কী! আমাকে করবে কেরেস্তান! এই ছাথ আমার পৈতে রয়েচে না! ত্রি-সন্ধ্যা গায়ত্রী জপ না করে একদিনও আমি জলস্পর্শ করিনি। এ আমার ছদ্মবেশ প্রতাপ, ছদ্মবেশ এই পোষাক পরে বোম্বেটে ব্যাটাদের সঙ্গে সঙ্গে থেকে তোমার জন্ত খবর সংগ্রহ করতাম, যশোরেশ্বরের গুপ্তচরের কাজ করতাম।

কাদম্বিনী। রাজার সাম্নে দাঁড়িয়ে আবার মিথ্যো কথা বলে ছাথ। মহারাজ, মোহরের লোভে কার্ভালোর কাছে ও নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছিল আমি জানি।

প্রতাপ। তাহলে মা, তোমার স্বামী ত অব্যাহতি পেতে পারেন না। তোমার স্বামী দেশদ্রোহী, রাজদ্রোহী।

কাদম্বিনী। কিন্তু মহারাজ ওই অপদার্থ লোকটিকে দণ্ড দিয়ে আমার সিঁথির সিন্দুর মুছে ফেল্লে আপনার রাজ্যের কতটুকু কল্যাণ হবে মহারাজ? নেহাৎ অপদার্থ ওই লোকটি কতখানি অকল্যাণ করবার শক্তি রাখে মহারাজ? ওকে আপনি ক্ষমা করুন, শাস্তি দেবার ভার আমার ওপরই ছেড়ে দিন।

প্রতাপ। বেশ মা, তাই দিলাম।

কাদম্বিনী। চল্ মুখপোড়া, চল্ একবার ঘরে। সারাজীবন বুঝতে পারবি কার পাল্লায় পড়েচিস্। চল্। চল্।

সনাতন। চল জীবনদায়িনী কাদম্বিনী আমার—ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনী···

কাদম্বিনী তাহাকে লইয়া গেল

সুন্দর। মহারাজ, আদেশ করুন বন্দীদের সেই মাটীর নীচেকার বারুদপূর্ণ ঘরে নিয়ে যাই ?

প্রতাপ। তাই যাও। সূর্য্যাস্তের পর একটি পর্ত্তুগীজও যেন না জীবিত থাকে !

বসন্ত রায় এবং করুণাময়ী প্রবেশ করিলেন। বসন্ত কহিলেন

বসন্ত। না, না, প্রতাপ ও আদেশ তুমি দিয়ো না। ও আদেশ তুমি প্রত্যাহার কর।

প্রতাপ। সে কি খুল্লতাত !

বসন্ত। আমার অনুরোধ প্রতাপ।

প্রতাপ। কিন্তু রাজধর্ম্ম ত আমাকে পালন করতে হবে।

বসন্ত। রাজধর্ম্মে ক্ষমারও স্থান রয়েচে প্রতাপ। রাজধর্ম্ম ত মানবতাকে অগ্রাহ্য করে না। যুদ্ধে জয়ী হয়েচ বলে পরাজিত শত্রুর প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার অবশ্যই তুমি করতে পার। সকলেই তাই করে। কিন্তু তাই করেই কি তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে ? আবারো কি তারা যুদ্ধের কারণ ঘটায় না ? বর্ব্বরতার সুযোগ করে দেয় না ?

এমন সময় দূরে কার্ভালোর কণ্ঠ শোনা গেল পর্ত্তুগাল ! পর্ত্তুগাল !

প্রতাপ। ভ্যাথত সূর্য্যকান্ত কে ওই উদ্ধত পর্ত্তুগীজ ?

শৃঙ্খলিত কার্ভালোকে লইয়া সত্যবান প্রবেশ করিল

সত্যবান। মহারাজ, কার্ভালোকে কৌশলে আমি বন্দী করেচি।

বহুলোক। কার্ভালো!

কার্ভালো। হাঁ, সেলাম বাজাও বাঙ্গালী। কার্ভালো মোরল না কার্ভালো বেঁচে রইল! সেলাম বাজাও। আরে কে? রদারিক? পেড্রো? বাবা ফরেনান্দেজ? আমার মতো বাঁধা পড়লে সব। আউর তুমি রাজা বোসন্ত, মহারাজ পেরতাপ! তুই শালীও ভি রইছিস। হুঁ। কোয়েল্‌হো মরে গেল রে, আঞ্জেলি কোয়েল্‌হো। মরে গেল। মোলো, মোলো। লড়াই দিয়ে মোলো!

আঞ্জেলিকা। কোয়েল্‌হো মরে গেল?

কার্ভালো। মানুষ পযদা ভি হোবে, মোরে ভি যাবে।

প্রতাপ। তুমিও মৃত্যুর জন্য তৈরি হও।

কার্ভালো। তৈরি হয়েই ত এলো বাবা।

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত এদের সেই বারুদপূর্ণ বধ্যস্থানে নিয়ে যাও।

বসন্ত। প্রতাপ! আমার এই শেষ অনুরোধও তুমি রক্ষা করবে না?

প্রতাপ। আপনার এই অসঙ্গত অনুরোধ আমি কেমন করে রক্ষা করব খুল্লতাত?

বসন্ত। তোমার কল্যাণের জন্য, বাঙলার কল্যাণের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্যই এই অনুরোধ নিয়ে আমি আজ তোমার সাম্নে দাঁড়িয়েচি প্রতাপ—তোমার কাছে তোমার গুরুর, তোমার অস্ত্র শিক্ষাদাতার এই শেষ অনুরোধ, বন্দীদের তুমি মুক্তি দাও, রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত কর, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত কোরো না।

প্রতাপের দুই হস্ত চাপিয়া ধরিলেন

শঙ্কর। পরম বিজ্ঞ মহারাজ বসন্ত রায় উচিত উপদেশই দিয়েচেন

প্রতাপ। পর্ত্তুগীজ শক্তি বিধ্বস্ত, হত্যা এখন নিরর্থক!

সত্যবান। কিন্তু সর্ব্বহারা এই মাতার অভিযোগ?

প্রতাপ। সত্য শঙ্কর আমাদের সকলের সব অভিযোগ আমরা উপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু এই সর্ব্বহারা মাতার অভিযোগ।

বসন্ত। বল মা করুণাময়ী, সত্যিই কি এদের হত্যা তোমাকে শান্তি দিতে পারবে? সত্যিই কি তুমি চাও এরা নিহত হোক?

করুণাময়ী। কেমন করে চাইব বাবা? নিহত সন্তানের মায়ের বেদনা বুকে নিয়ে কেমন করে ভাবব আর কারু সন্তান হত হোক, আর কোন মা আমারই মতো সর্ব্বহারা হয়ে পথে পথে ফিরুক।

বসন্ত। তা হলে প্রতাপ?

শঙ্কর। এদের রাজ্য থেকে বহিষ্কৃতই কর প্রতাপ।

প্রতাপ। সূর্য্যকান্ত, সুন্দর?

সূর্য্যকান্ত। শঙ্করের অনুগামী আমরা। নিজেদের মতকে শঙ্করের মতের চেয়ে বড় বলে কখনো প্রতিষ্ঠা করতে চাই না।

বসন্ত। নতুন বাঙ্গলা গড়ে তুলতে চাইছ তোমরা। বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য তোমরা বিস্মৃত হয়ো না।

প্রতাপ। সকলের মতের বিরুদ্ধে নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করে স্বৈরাচারে আমি প্রবৃত্ত হতে চাই না। সূর্য্যকান্ত বন্দীদের নিয়ে যাও। রাজ্য সীমানার বাইরে নিয়ে গিয়ে বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়ো।

বসন্ত। জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়।

সকলে। জয় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয়।

প্রতাপ। কাল সূর্য্যোদয়ের পর কোন পর্ত্তুগীজকে যেন যশোরের কোথাও দেখা না যায়।

কার্ভালো। বিলকুল পর্ত্তুগীজকে যেতে হোবে রাজা ?

প্রতাপ। হাঁ, এক প্রাণীও যশোরে থাকতে পাবে না।

কার্ভালো। আঞ্জেলি! আঞ্জেলিকে ভি যেতে হোবে ?

প্রতাপ। হ্যাঁ, আঞ্জেলিকাকেও ভি যেতে হোবে।

আঞ্জেলিকা। কেন রাজা, আমাকে যেতে হোবে কেন ?

প্রতাপ। তোমার বাবা ছিলেন পর্ত্তুগীজ !

আঞ্জেলিকা। বাপ পর্ত্তুগীজ ছিলো, সেই লেগেই আমি পর্ত্তুগীজ হলো ? মা বাঙালী ছিল তব ভি বাঙালী হোলো না। সোঁদর বনের মাটিতে পয়দা হোলো তব ভি আমি বাঙালী হোলো না। আমি বাংলার জল মিঠা জানলো, বাংলার হাওয়া মিঠা মানলো, বাংলার ছেলেকে ভালো বাসল তব ভি আমি বাঙালী হোলো না। আমি বাংলার মাটির সাথে মিলিয়ে যাব ত কোন আমায় ছিনিয়ে লেবে। তাই মিলিয়ে দেবে।

বলিয়া ক্ষিপ্রগতিতে ছুরি বসাইয়া দিল

সত্যবান। আঞ্জেলিকা !

কার্ভালো। আঞ্জেলি! আঞ্জেলি!

প্রতাপ। এ কি আঞ্জেলিকা ?

আঞ্জেলিকা। তুমি মানবে না আমি বাঙালী, কার্ভালো বাঙলার বুক থেকে আমাকে ছিনিয়ে লেবে…আমি…আমি বাঙলার মাটির সাথে মিশে রইলো…ফিন পয়দা হোবো বাংলায়।

কার্ভালো। রাজা, আমি যশোর ছাড়িয়ে যাবে না। আঞ্জেলী হেথা রইলো, আমি ভি থাকব হেথা। বাঁচব কৌন মরব।

প্রতাপ। যশোরে তোমার থাকা হবে না কার্ভালো। তোমরা ফিরিঙ্গি দস্যুরা, পৃথিবীর যেখানেই যখন অভিযান করেচ, রক্ত দিয়ে তোমাদের পদচিহ্ন এঁকে রেখেচ। সারা বাঙ্গলাকে দিয়েচ এক

বীভৎসরূপ। দেশ থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করে সেই রক্ত লাঞ্ছনা আমাদের মুছে ফেলতে হবে।

কার্ভালো। যশোরে থাকতে দেবেনাত আমরা পূব বাঙ্গলায় শ্রীপুরে থাকব, বাঙ্গলায় থাকব, মুঘলের সাথে মিতালি করে তোমার যশোর ফিন ছিনিয়ে লেবো।

প্রতাপ। যদি পার তাই নিয়ো। সেদিন তোমাদের সম্যক অভ্যর্থনা করবার জন্য বাঙ্গালী প্রস্তুত থাকবে। জেনে রাখ কার্ভালো, আজ শুধু তোমাদেরই আমরা রাজ্য থেকে বহিষ্কৃত করলাম না, আজ থেকে মুঘল সম্রাটের বশ্যতাও আমরা অস্বীকার করলাম। আজ থেকে রাহুকবলমুক্ত বাঙ্গলা স্বাধীন, স্বয়ম্ভু, সার্ব্বভৌম রাষ্ট্ররূপে স্বর্গাদপি গরিয়সী হয়ে উঠল।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে
মুদ্রাকর ও প্রকাশক—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা